-যজুর্ব্বেদীয়-

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধপদ্ধতি

(মন্ত্রার্থ, টীকা এবং বহু জ্ঞাতব্যবিষয়-সংবলিত
সচিত্র সংস্করণ)

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং হুগলি মহসিন
কলেজের ভূতপূর্ব্ব
অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা, এম-এ।

মূল্য—১৵০
বাঁধাই—১।০।

প্রকাশক—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনশর্ম্মা,
পি, ৬১ ল্যান্স্‌ডাউন্ রোড্
এক্‌ষ্টেন্‌সন্, বালীগঞ্জ,
পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

(১ম সংস্করণ, ১৩৪৫)

মুদ্রাকর :—শ্রীবিমলকৃষ্ণ দাস
মেট্রো প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৬নং তালপুকুর রোড,
কলিকাতা।

ভূমিকা

বৈদ্যব্রাহ্মণ-সভার অনুরোধে "যজুর্ব্বেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধপদ্ধতি" প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে মৎপ্রণীত "যজুর্ব্বেদীয় বিবাহপদ্ধতি" প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় পুস্তকেই সমস্ত মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন 'দ্রষ্টব্য'-অংশসমূহে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পদ্ধতি-অংশ বড় অক্ষরে এবং অনুবাদ ও 'দ্রষ্টব্য'-অংশ ছোট অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় এক অংশ হইতে অপর অংশ পৃথগ্‌ভাবে লক্ষ্য করিবার সুবিধা হইবে।

আমি সারাজীবন গণিতশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইলেও, বাল্যাবধি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আমার একটা জন্মগত অনুরাগ বিদ্যমান আছে। সেইজন্য অবসর-সময়ে ঐ ভাষার অনুশীলনে বিরত হই নাই। তাহারই ফলস্বরূপ এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তকের স্থানে স্থানে কতিপয় চিত্রদ্বারা আলোচ্য বিষয়সমূহ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্রনিচয় মূল বেদদৃষ্টে উদ্ধৃত হইয়াছে। মন্ত্রের অনুবাদ সর্ব্বত্র যথাযথ না হইয়া থাকিলেও উহাদ্বারা মোটামুটি ভাবার্থ গ্রহণ করা যাইবে। যাঁহারা মন্ত্রার্থ বুঝিয়া কার্য্য করিতে চাহেন, এতদ্বারা তাঁহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের প্রযোজ্য শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্য বর্ণের পক্ষে যথাযোগ্য ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য স্ত্রীলোকের নাম দেব্যন্ত হইবে। এই পুস্তকে স্ত্রীলোকের নাম সর্ব্বত্রই দেব্যন্ত করা হইয়াছে। শূদ্রের পক্ষে স্ত্রীলোকের নাম দাস্যন্ত হইবে। 'দেব্যন্তাশ্চ স্ত্রিয়ো মতা, দাস্যন্তাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।'

যজুর্ব্বেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত বৈদিক মন্ত্রসমূহের মধ্যে যে যে স্থানে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন পাঠে পার্থক্য আছে, এই পুস্তকে তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাজারে অনেক পদ্ধতি-পুস্তক বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহার অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত এবং নানাপ্রকার ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। এই পদ্ধতিখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার সুবিজ্ঞ পুরোহিত-মহাশয়দিগের উপর অর্পণ করিলাম।

এই পদ্ধতিখানি বহুপূর্ব্বে লিখিত এবং বহু বিজ্ঞ পুরোহিত কর্ত্তৃক বহুবার পরীক্ষিত এবং ব্যবহৃত। পুস্তকখানিকে সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত করিয়া সমাজ-সেবায় নিয়োজিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। ক্রমে যজুর্ব্বেদীয় নামকরণান্নপ্রাশন-চূড়োপনয়ন-পদ্ধতিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

এই পদ্ধতিতে 'মা-বা-সং'-দ্বারা মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ি সংহিতা এবং 'কা-বা-সং'-দ্বারা কাণ্ব বাজসনেয়ি সংহিতা বুঝিতে হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বরিশাল-ফুল্লশ্রী-নিবাসী মদীয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয় এই পুস্তকখানির মুদ্রণসম্বন্ধে অযাচিতভাবে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। ইতি—

পি, ৬১ নং ল্যান্সডাউন্ রোড্
এক্‌ষ্টেন্‌সন্, বালিগঞ্জ।
পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা।

যজুর্ব্বেদীয়

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধপদ্ধতি

প্রথমতঃ প্রদীপ ও ধূপ জ্বালাইয়া **তিলক** ও **কুশাঙ্গুরীয়** ধারণপূর্ব্বক **আচমন** ও **বিষ্ণুস্মরণ**, তৎপর **স্বস্তিবাচন**।

আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ—হাত-পা ধুইয়া কর্ত্তা পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবেন। পরে, একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এরূপ পরিমাণ জল দক্ষিণ করতলে লইয়া, 'ওঁ বিষ্ণুঃ' এই মন্ত্র বলিয়া সেই জল অঙ্গুষ্ঠমূল (ব্রাহ্মতীর্থ) দ্বারা পান করিবেন এইরূপ আরও দুইবার জল পান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিবেন—

(ক) **ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদগুঁ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।**

(খ) **ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাংগতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥**

(গ) ওঁ শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্ ॥

(ঘ) ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥

পরে অঙ্গুষ্ঠমূলের দ্বারা লোমহীন ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন করিবেন; তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা একত্র করিয়া তদ্দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবেন; অঙ্গুষ্ঠযুক্ত তর্জ্জনী দ্বারা নাসাদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠযুক্ত অনামিকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ও কর্ণদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা নাভি, করতলদ্বয় দ্বারা হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুলিদ্বারা মস্তকের উপরিভাগ এবং সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দুই বাহুমূল স্পর্শ করিবেন।

ায়-ধারণ—কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই দুই হাতের অনামিকাতে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিতে হয় এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মৃত্তিকা দ্বারা তিলক দিতে হয়। ঐ কুশাঙ্গুরীয় নষ্ট হইয়া গেলে নূতন কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করা আবশ্যক। ডান হাতে স্বর্ণাঙ্গুরীয় থাকিলে, সেই হাতে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিতে হইবে না। কুশাঙ্গুরীয়ের কথা 'মোটক'-প্রসঙ্গে বলা হইবে।

তিলকধারণ-মন্ত্র—(ললাটে) ওঁ কেশবায় নমঃ, (কণ্ঠে) ওঁ শ্রীপুরুষোত্তমায় নমঃ, (নাভিতে) ওঁ নারায়ণায় নমঃ,

(হৃদয়ে) ওঁ মাধবায় নমঃ, (দক্ষিণপার্শ্বে) ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, (বামপার্শ্বে) ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ, (মস্তকে) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, (দক্ষিণকর্ণে) ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, (বামকর্ণে) ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, (ভ্রূমধ্যে) ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ, (পৃষ্ঠে) ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ। তিলক দেওয়ার অন্যবিধ মন্ত্রও আছে।

স্বস্তিবাচন—কর্ত্তা (শ্রাদ্ধকারী) নিজের ডানহাতে কয়েকটি আতপ চাউল লইয়া এবং তিনজন ব্রাহ্মণের ডানহাতে কয়েকটি আতপ চাউল দিয়া, নিম্নলিখিত বাক্যটি পড়িবেন—

ওঁ মৎকর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

ব্রাহ্মণগণ (প্রতিবচন)—'ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি' বলিয়া চাউলগুলি একটি তামার টাটের উপর ছিটাইয়া দিবেন। কর্ত্তাও নিজের হাতের চাউল ঐভাবে ছিটাইয়া দিবেন।

দ্বিতীয়বার কর্ত্তা ঐভাবে নিজের হাতে চাউল লইয়া এবং উক্ত তিনজন ব্রাহ্মণের হাতেও চাউল দিয়া নিম্নোক্ত বাক্যটি পড়িবেন—

ওঁ মৎকর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

ব্রাহ্মণগণ (প্রতিবচন)—'ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্,

ওঁ ঋধ্যতাম্' বলিয়া চাউলগুলি ঐ তামার টাটে ছিটাইয়া দিবেন। কর্ত্তাও নিজের চাউল ছিটাইয়া দিবেন।

তৃতীয়বার কর্ত্তা ঐভাবে নিজে চাউল লইয়া এবং উক্ত তিনজন* ব্রাহ্মণের হাতেও চাউল দিয়া নিম্নোক্ত বাক্যটি পড়িবেন—

ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

ব্রাহ্মণগণ (প্রতিবচন)—'ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্' বলিয়া চাউলগুলি টাটের উপর ছিটাইয়া দিবেন। কর্ত্তাও তাঁহার হাতের চাউল ঐভাবে ছিটাইয়া দিবেন।

তারপর ব্রাহ্মণগণ ও কর্ত্তা মিলিতভাবে পরবর্ত্তী মন্ত্র পড়িবেন। মন্ত্র যথা—

* দ্রষ্টব্য—যদি তিনজন ব্রাহ্মণের অভাব হয়, তবে সম্প্রদাতা নিজেই পূর্ব্বোক্ত সূক্তটি পাঠ করিবেন। পূর্ব্বের অংশ সমূহ তখন বাদ দিতে হইবে। 'শুক্ল যজুর্ব্বেদে' স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ষ'-কে 'খ'-এর ন্যায় উচ্চারণ করিতে হয়। এইজন্য 'পূষা'র উচ্চারণ 'পূখা'। এইরূপ উচ্চারণ না করিলে ভুল হইবে। মন্ত্রটি সামবেদেও আছে। সামবেদীদিগের পক্ষে ইহা গেয় মন্ত্র। 'গানাশক্তৌ ঋচস্ত্রিধা' ছন্দোগ-পরিশিষ্টের এই নিয়মানুসারে সামবেদিগণ ইহা তিনবার পড়িবেন। পুরোহিত সামবেদী হইলেও যজুর্ব্বেদী যজমান এবং তাঁহার নিযুক্ত তিনজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রটি একবার মাত্র পড়িবেন। অনুবাদে 'ওঁ'-এর কোনও প্রতিশব্দ দেওয়া হইবে না। কারণ, 'ওঁ' মন্ত্রের অংশ নহে, পড়িবার সময় বলিতে হয়।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ,
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ,
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

[মা-বা-সং-২৫।১৯,
কা-বা-সং-২৭।২৩]

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

অনুবাদ—বৃদ্ধশ্রবাঃ (প্রভূতযশাঃ) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি (কল্যাণ) (দান করুন) বিশ্ববেদাঃ (সর্ব্বজ্ঞ) পূষা (পূষানামক দেবতা) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি (কল্যাণ) (দান করুন) অরিষ্টনেমিঃ (অপ্রতিহতগতি আয়ুধ যাহার তাদৃশ) তার্ক্ষ্যঃ (গরুড়) (আমাদিগকে) স্বস্তি (কল্যাণ) (দান করুন), বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি (কল্যাণ) দধাতু (স্থাপন করুন অর্থাৎ দান করুন)। ওঁ স্বস্তি (কল্যাণ হউক), ওঁ স্বস্তি (কল্যাণ হউক), ওঁ স্বস্তি (কল্যাণ হউক)।

অতঃপর ব্রাহ্মণগণ ও কর্ত্তা নিম্নোক্ত সাক্ষ্য-মন্ত্র পাঠ করিবেন—

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমি-রাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায়, কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥

(মন্ত্রটি পৌরাণিক)।

অনুবাদ—সূর্য্যঃ (সূর্য্য), সোমঃ (সোম), যমঃ (যম), কালঃ (কাল) সন্ধ্যে (দুইটি সন্ধ্যা), ভূতানি (ভূতসমূহ, প্রাণিসমূহ) অহঃ (দিন), ক্ষপা (রাত্রি), পবনঃ (পবন), দিক্‌পতিঃ (দিক্‌পতি), ভূমিঃ (পৃথিবী), আকাশং (আকাশ), খচরামরাঃ (আকাশচারী প্রাণিগণ এবং অমরগণ) (হে এই সব দেবতাগণ) (তোমরা) ব্রাহ্মং (ব্রহ্মার) শাসনং (শাসন, আদেশ, উপদেশ) আস্থায় (মানিয়া লইয়া) ইহ (এখানে) সন্নিধিং কল্পধ্বম্ (সান্নিধ্য কল্পনা কর অর্থাৎ উপস্থিত থাক) ।

উক্ত সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠের পর কর্ত্তা একটি পাত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা বিঘ্ননাশাদির অর্চ্চনা করিবেন। যথা—

১। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্ননাশায় নমঃ।

২। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ।

৩। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ।

৪। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ।

৫। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যাদি-দশাবতারেভ্যো নমঃ।

৬। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

৭। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ।

৮। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

৯। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

তৎপরে এই অর্চ্চনার সঙ্গে কৃতাঞ্জলি হইয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

১। ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্, সদা বিজয়বর্দ্ধন !
শান্তিং কুরু গদাপাণে, নারায়ণ নমোঽস্তুতে ॥

২। ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥

(এই দুইটি মন্ত্র বৈদিক নহে)

তারপর **সঙ্কল্প**— শ্রাদ্ধকারী দক্ষিণ জানু পাতিয়া উত্তরমুখ হইয়া বাম হস্তে একখানা কুশী রাখিয়া তাহাতে তিল, তুলসী, ত্রিপত্র ও হরীতকী দিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা কুশীটি আচ্ছাদন করিয়া নিম্নোক্ত সঙ্কল্প-বাক্য পড়িবেন—

ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা মদীয়া-মুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপা-ভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।*

*দ্রষ্টব্য—প্রতিনিধি কাজ করিলে ভাষার যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া নিতে হইবে। কন্যা হইলে 'মদীয়ামুককন্যায়াঃ' বলিতে হইবে। 'বসু'-শব্দ পুংলিঙ্গ। উহার ষষ্ঠীর একবচনে 'বসোঃ' হয়। বসোঃ ধারা বসোর্ধারা (অলুক্ সমাস, ষষ্ঠীতৎপুরুষ।) মোট কার্য্য চারিটি—(১) সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা, (২) বসুধারা-সম্পাতন, (৩) আয়ুষ্যসূক্তজপ এবং (৪) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

তৎপর কুশীর জল ঈশান-কোণে ফেলিয়া কুশীটি উপুড় করিয়া রাখিয়া তদুপরি কিছু আতপ চাউল দিয়া করযোড়ে নিম্নোক্ত **সঙ্কল্পসূক্ত** পাঠ করিবেন—

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর-মুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃশিবসঙ্কল্প-মস্তু।

[মা-বা-সং-৩৪।১,]
[কা-বা-সং-৩৩।১]

অনুবাদ—যৎ (যে) (মন) জাগ্রতঃ (জাগরিত ব্যক্তির) দূরম্ (দূরে) উদৈতি (গমন করে), (যাহা) দৈবং (আত্মায় অবস্থিত) তৎ উ (এবং যাহা) সুপ্তস্য (নিদ্রিত ব্যক্তির) তথা (সেইরূপই) এব (ই) এতি (নিকটে আসে), (যাহা) দূরঙ্গমম্ (সর্ব্বাপেক্ষা দূরগামী) (এবং যাহা) জ্যোতিষাং (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের) একম্ (একমাত্র) জ্যোতিঃ (প্রবর্ত্তক), তৎ (সেই) মে (আমার) মনঃ (মন) শিব-সঙ্কল্পম্ (ধর্ম্মচিন্তাপরায়ণ) অস্তু (হউক)।

সঙ্কল্পসূক্ত পাঠের পর কর্ত্তা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—

ওঁ সঙ্কল্পিতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি সিদ্ধিরস্তু।

পুরোহিত (প্রতিবচন)—ওঁ অস্তু।

কর্ত্তা (কৃতাঞ্জলি হইয়া)—ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

পুরোহিত (প্রতিবচন)—ওঁ ভবতু।

গৌরী প্রভৃতি **ষোড়শমাতৃকা-পূজার** পূর্ব্বে গণাধিপের পূজা করিতে হয়।

(গণাধিপ = গণেশ = গণপতি = বিনায়ক = হেরম্ব।)

গণাধিপ বা গণেশের পূজা

আবাহন—(আবাহনী মুদ্রায়) ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ গণপতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ।

(সংস্থাপনী মুদ্রায়) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ।

(সন্নিধাপনী মুদ্রায়) ইহ সন্নিধেহি।

(সন্নিরোধিনী মুদ্রায়) ইহ সন্নিরুধ্যস্ব।

(সম্মুখীকরণী মুদ্রায়) অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

[আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা

আবাহনী মুদ্রা—(১) উত্তান (চিৎ)-ভাবে অঞ্জলি করিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ উভয় অনামিকা-মূলে যোগ করিয়া 'ওঁ অমুকদেবতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' বলিবে।

সংস্থাপনী মুদ্রা—(২) ঐরূপ অঞ্জলিকে অধোমুখ করিয়া 'ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ' বলিবে।

সন্নিধাপনী মুদ্রা—(৩) অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বাহিরে রাখিয়া উভয় মুষ্টি পরস্পর মুখামুখি সংযোগ করিয়া 'ইহ সন্নিধেহি' বলিবে।

সন্নিরোধিনী মুদ্রা—(৪) ঐ মুষ্টিদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে প্রবেশ করাইয়া 'ইহ সন্নিরুধ্যস্ব' বলিবে।

সম্মুখীকরণী মুদ্রা—(৫) ঐরূপ মুষ্টিদ্বয়কে চিৎ করিয়া 'অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ' বলিবে।]

পূজা—(১) এতৎ পাদ্যম্ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(২) এষোঽর্ঘঃ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(৩) ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(৪) ইদং স্নানীয়জলম্ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(৫) ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(৬) এষ গন্ধঃ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(৭) এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(৮) এষ ধূপঃ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(৯) এষ দীপঃ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(১০) এতৎ বটপত্রস্থ-ভোজ্য-নৈবেদ্যম্ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(ক) ইদং পানার্থজলম্ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(খ) ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

(গ) ইদং তাম্বূলম্ ওঁ গণপতয়ে নমঃ।

প্রার্থনা—(করযোড়ে)

ওঁ দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ ॥

(পৌরাণিক মন্ত্র)

প্রণাম—ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥

(পৌরাণিক মন্ত্র)

গৌরী প্রভৃতি ষোড়শমাতৃকা-পূজা

ষোড়শমাতৃকার নাম—(১) গৌরী, (২) পদ্মা, (৩) শচী, (৪) মেধা, (৫) সাবিত্রী, (৬) বিজয়া, (৭) জয়া, (৮) দেবসেনা, (৯) স্বধা, (১০) স্বাহা, (১১) শান্তি, (১২) পুষ্টি, (১৩) ধৃতি, (১৪) তুষ্টি, (১৫) আত্মদেবতা এবং (১৬) কুলদেবতা।

[এই ১৬টি নামের মধ্যে গৌরী, শচী, সাবিত্রী—এই তিনটি শব্দ ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাদের (ক) **চতুর্থীর একবচনে** যথাক্রমে গৌর্য্যৈ, শচ্যৈ ও সাবিত্র্যৈ ; (খ) **সম্বোধনের একবচনে** যথাক্রমে গৌরি, শচি ও সাবিত্রি, এবং (গ)

দ্বিতীয়ার একবচনে গৌরীম্, শচীম্ ও সাবিত্রীম্ হয়। পদ্মা, মেধা, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, আত্মদেবতা এবং কুলদেবতা—এই নয়টি শব্দ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাদের (ক) **চতুর্থীর একবচনে** যথাক্রমে পদ্মায়ৈ, মেধায়ৈ, বিজয়ায়ৈ, জয়ায়ৈ, দেবসেনায়ৈ, স্বধায়ৈ, স্বাহায়ৈ, আত্মদেবতায়ৈ ও কুলদেবতায়ৈ ; (খ) **সম্বোধনের একবচনে** যথাক্রমে পদ্মে, মেধে, বিজয়ে, জয়ে, দেবসেনে, স্বধে, স্বাহে, আত্মদেবতে ও কুলদেবতে এবং (গ) **দ্বিতীয়ার একবচনে** পদ্মাম্, মেধাম্, বিজয়াম্, জয়াম্, দেবসেনাম্, স্বধাম্, স্বাহাম্, আত্মদেবতাম্ ও কুলদেবতাম্ হইবে। শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি ও তুষ্টি—এই চারিটি ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। ইহাদের (ক) **চতুর্থীর একবচনে** যথাক্রমে শান্ত্যৈ বা শান্তয়ে, পুষ্ট্যৈ বা পুষ্টয়ে, ধৃত্যৈ বা ধৃতয়ে, তুষ্ট্যৈ বা তুষ্টয়ে ; (খ) **সম্বোধনের একবচনে** যথাক্রমে শান্তে, পুষ্টে, ধৃতে ও তুষ্টে এবং (গ) **দ্বিতীয়ার একবচনে** যথাক্রমে শান্তিম্, পুষ্টিম, ধৃতিম্ ও তুষ্টিম্ হইবে। 'মাতৃ'-শব্দের **চতুর্থীর একবচনে** 'মাত্রে', **সম্বোধনের একবচনে** 'মাতঃ' এবং **দ্বিতীয়ার একবচনে** 'মাতরম্' হইবে। 'মাতৃকা' ও 'মাতা' একই। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে দ্বিতীয়ান্ত পদগুলির অন্ত্য 'ম্' 'ং' হইয়া যায়।]

সগণাধিপ-ষোড়শমাতৃকা-পূজা স্বশক্তি ও সময় অনুসারে দশোপচারে, পঞ্চোপচারে অথবা শুধু গন্ধপুষ্প দ্বারাও করা যায়। এই পূজাতে প্রাণায়াম, করন্যাস,

অঙ্গন্যাস, ধ্যান ও মানসপূজা নাই। প্রণাম আছে। গণাধিপ ভিন্ন ষোলজন মাতৃকার বিসর্জ্জনও আছে। জপ এবং জপসমর্পণ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে সগণাধিপ-ষোড়শমাতৃকা-পূজার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দেখা যায়। একটি প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) **প্রণালী**—কর্ত্তা পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবেন। তাঁহার সম্মুখে উত্তর হইতে দক্ষিণে এক সারিতে ৯টি এবং ঐরূপ আর এক সারিতে ৮টি—মোট ১৭টি বটপাতা পাশাপাশি পর পর রাখিবেন।

(২) তাহাদের পূর্ব্বদিকে দুই সারিতে পিটুলি দ্বারা ৯টি ও ৮টি—মোট ১৭টি গোলাকৃতি মণ্ডল আঁকিবেন।

(৩) প্রত্যেক মণ্ডলে একটু একটু সিন্দূর দিবেন।

(৪) তৎপরে প্রত্যেক মণ্ডলে কিছু কিছু ধান্য দিবেন।

(৫) ১৭টি বটপাতার উপর ১৭টি ভোজ্য সাজাইবেন।

(৬) ১৭টি ধান্যপুঞ্জে গণেশ ও ষোড়শমাতৃকাকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন।

(৭) ১৭টি ভোজ্যকে ১৭জন দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে নিবেদন করিবেন।

(৮) আবাহনের সময়ে যে ধান্যপুঞ্জের উপর যে দেবতাকে বসাইবেন, কর্ত্তা সেই পুঞ্জের দিকে দৃষ্টি করিবেন।

(৯) উপচার নিবেদন করিবার সময়েও কোন্ পুঞ্জে কাহাকে বসাইয়াছেন তাহা মনে রাখিবেন।

(১০) এক দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপচার যেন ভুলে অন্য দেবতার পুঞ্জে না দেওয়া হয়।

(১) **গৌরীমাতৃকা-পূজা**—আবাহন (কৃতাঞ্জলি হইয়া)

ওঁ গৌরীং মাতরমহমারোপয়ামি।
ওঁ গৌরি মাতরিহাগচ্ছ ইহাবহ॥

পূজা—তৎপরে পূজা ও প্রণাম পূর্ব্ববৎ নিয়মে করিতে হইবে। কেবল সম্বোধনস্থলে 'গৌরি মাতঃ' এবং নিবেদনস্থলে 'গৌর্য্যৈ মাত্রে নমঃ'—এইরূপ বাক্যভেদ আবশ্যক।

বিসর্জ্জন—ওঁ গৌরি মাতঃ ক্ষমস্ব।

অন্যান্য মাতৃকার পূজা—এইরূপ নিয়মেই নাম ভেদানুসারে বাক্যভেদ করিয়া যথাক্রমে (১) পদ্মা, (২) শচী, (৩) মেধা, (৪) সাবিত্রী, (৫) বিজয়া, (৬) জয়া, (৭) দেবসেনা, (৮) স্বধা, (৯) স্বাহা,

(১০) শান্তি, (১১) পুষ্টি, (১২) ধৃতি, (১৩) তুষ্টি, (১৪) আত্মদেবতা ও (১৫) কুলদেবতা—ইঁহাদের প্রত্যেকের পূজা করিতে হইবে।

ষোড়শোপচারের পূজায় বস্ত্র একটি উপচার। দশোপচারের পূজায় বস্ত্র বলিয়া কোনও উপচার নাই। তবে, ইচ্ছা করিলে দশোপচার ও অতিরিক্ত তিনটি উপচার নিবেদন করার পর 'এতদ্‌বস্ত্রম্ ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ' —এই বলিয়া বস্ত্র নিবেদন করা যাইতে পারে। সুতরাং ষোড়শমাতৃকার মধ্যে মাত্র একজনকে একখানি লালসাড়ী দেওয়ার প্রয়োজন দেখা যায় না। দিতে হইলে ষোলজন মাতৃকার জন্য ১৬খানা সাড়ী দিতে হয়। এরূপ ব্যয়বৃদ্ধি কেহ সমর্থন করিবেন না। অনেক স্থলে ষোড়শমাতৃকাকে একখানি সাড়ী দেওয়ার প্রথা আছে। একখানি সাড়ী দিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনীয়—

(১) গণপতির পূজার পর প্রত্যেক মাতৃকাকে দশোপচারে পূজা করিবেন।

(২) তারপর সাড়ীখানা 'এতদ্ বস্ত্রম্ ওঁ গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাভ্যো নমঃ' বলিয়া নিবেদন করিবেন।

(৩) তারপর সকল মাতৃকাকে 'ওঁ গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকাভ্যো নমঃ' বলিয়া প্রণাম করিবেন।

(৪) তারপর 'ওঁ গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাঃ, ক্ষমধ্বম্' বলিয়া বিসর্জ্জন করিবেন।

বসুধারা-সম্পাতন—[সঙ্কল্পবাক্যে 'বসোর্ধারা' বলিতে হয়, যেহেতু উহা অলুক্‌সমাসনিষ্পন্ন শব্দ। 'বসু'-শব্দ পুংলিঙ্গ ও ঘৃতবাচক এবং পূর্ব্বকালে চেদিদেশে বসু-নামে এক রাজা ছিলেন। অতএব, 'বসুধারা'-শব্দের অর্থ 'ঘৃতের ধারা' অথবা 'চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে ধারা'। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-প্রকরণে চেদিরাজ বসুর উপাখ্যান আছে। এ সম্বন্ধে বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের (মোক্ষধর্ম্ম) ৩৪৩।৩৪৪।৩৪৫ অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের বাঙ্গালা মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব (মোক্ষ) ৩৩৬।৩৩৭।৩৩৮ অধ্যায় এবং বঙ্গবাসী-সংস্করণ মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব (মোক্ষ) ৩৩৫।৩৩৬।৩৩৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

প্রণালী—গৃহের একটি দেওয়ালে নাভিপ্রমাণ ঊর্দ্ধে একটু গোময় লাগাইয়া তাহাতে পাঁচটি কড়ি বসাইবেন। কড়িগুলির পৃষ্ঠদেশ গোময়ের দিকে থাকিবে। গোময়যুক্ত স্থানের নীচে একটি সিন্দূরের ছোট পুতুল আঁকিবেন। তাহার নীচে গৃহের মেজের সঙ্গে সমান্তরাল করিয়া ৫টি বা ৭টি সিন্দূরের ফোঁটা দিবেন। ঐ সমস্ত ফোঁটা হইতে যথাক্রমে ঘৃতধারা দেওয়ালের মূল পর্য্যন্ত পাতিত করিবেন। প্রত্যেকবার ঘৃতধারা পতনের সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পড়িবেন —

(ক) **ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং,**
বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারম্।

(খ) **দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ**
পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা কামধুক্ষঃ।

[মা-বা-সং—১।৩,
কা-বা-সং-Weber—১।২।২, ১।২।৩,
কা-বা-সং-উৎকল—১।৫, ১।৬]

অনুবাদ—[হে পবিত্র (দুধ-ছাঁকুনি),] (তুমি) বসোঃ (ঘৃতের উপাদানভূত দুগ্ধের) শতধারং (শতধারাযুক্ত) পবিত্রম্ (শোধনকারি) অসি (হও)। (তুমি) বসোঃ (ঘৃতের উপাদানভূত দুগ্ধের) সহস্রধারং (সহস্রধারাযুক্ত)। পবিত্রম্ (শোধনকারি) অসি (হও)। (হে দুগ্ধ,) দেবঃ সবিতা (সবিতৃদেব) ত্বা (তোমাকে) বসোঃ (বস্তুর, তোমার) শতধারেণ (শতধারাযুক্ত) সুপ্বা পবিত্রেণ (সুষ্ঠুপবিত্রকারি-ছাঁকুনিদ্বারা) পুনাতু (পবিত্র করিয়াছে।) (হে গোপ,) (তুমি) কাম্ (কোন্ গাভীকে) অধুক্ষঃ (দোহন করিয়াছ ?) [অধুক্ষঃ—দুহ্ ধাতুর লুঙ্ মধ্যমপুরুষের একবচন।]

তারপর ঐ ধারাগুলি যে স্থলে দেওয়ালের মূলের সহিত মিলিত হইয়াছে, কর্ত্তা সেখানে চেদিরাজ-বসুর আবাহন, পূজা ও বিসর্জ্জন করিবেন।

এই পূজায় প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ধ্যান, মানসপূজা, জপ ও জপসমর্পণ নাই।

আবাহন—আবাহনী প্রভৃতি পঞ্চমুদ্রায় (ক) ওঁ চেদিরাজ-বসো, ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, (খ) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, (গ) ইহ

সন্নিধেহি, (ঘ) ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, (ঙ) অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ ।

পূজা—(পঞ্চোপচারে)

(১) এষ গন্ধঃ ওঁ চেদিরাজ-বসবে নমঃ ।

(২) এতৎ পুষ্পম্ ওঁ চেদিরাজ-বসবে নমঃ ।

(৩) এষ ধূপঃ ওঁ চেদিরাজ-বসবে নমঃ ।

(৪) এষ দীপঃ ওঁ চেদিরাজ-বসবে নমঃ ।

(৫) এতদ্ নৈবেদ্যম্ ওঁ চেদিরাজ-বসবে নমঃ ।

প্রণাম—ওঁ চেদিরাজ নমস্তুভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে ।
ক্ষুৎ-পিপাসানুদে দান্ত চেদিরাজ নমোঽস্তু তে ॥

বিসর্জ্জন—'ওঁ চেদিরাজ-বসো, ক্ষমস্ব'—এই বলিয়া যেস্থানে চেদিরাজ-বসুকে পূজা করা হইয়াছে, সেই স্থানে জলের ছিটা দিতে হইবে ।

আয়ুষ্যসূক্তজপ—(একবার মাত্র)

সূক্ত যথা—

**(১) ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যগুঁ রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্ ।
ইদগুঁ হিরণ্যং বর্চ্চস্ব,-জ্জৈত্রায়াবিশতাদু মাম্ ॥**

[মা-বা-সং—৩৪।৫০,
কা-বা-সং-উৎকল—৩৩।৩৮]

(২) ওঁ ন তদ্রক্ষাগুঁসি ন পিশাচাস্তরন্তি,
দেবানামোজঃ প্রথমজগুঁ হ্যেতৎ।
যো বিভর্ত্তি দাক্ষায়ণগুঁ হিরণ্যগুঁ,
স দেবেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ
স মনুষ্যেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ।

[মা-বা-সং—৩৪।৫১,
কা-বা-সং-উৎকল—৩৩।৩৯]

(৩) ওঁ যদাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যগুঁ
শতানীকায় সুমনস্যমানাঃ।
তন্ম আ বধ্নামি শতশারদা-
াসম্ ॥

[মা-বা-সং—৩৫।৫২,
কা-বা-সং-উৎকল—৩৩।৩৯]

অনুবাদ—(১) আয়ুষ্যং (আয়ুর পক্ষে হিতকর) বর্চ্চস্যং (তেজের পক্ষে হিতকর) রায়স্পোষম্ (ধনবর্দ্ধক) ঔদ্ভিদং (স্বর্গপ্রাপক) বর্চ্চস্বদ্ (অন্নবৃদ্ধিকারি) ইদং (এই) হিরণ্যং (সুবর্ণ) জৈত্রায় (জয়লাভের জন্য) মাম্ উ (আমাতেই) আবিশতাৎ (অবস্থান করুক)।

অনুবাদ—(২) হি (যেহেতু) এতৎ (এই সুবর্ণ) দেবতানাং (দেবতাদিগের) প্রথমম্ (প্রথমোৎপন্ন) ওজঃ (তেজ), (সেই হেতু) রক্ষাংসি (রাক্ষসেরা) তৎ (ইহাকে) ন (হিংসা করিতে পারে না) (এবং) পিশাচাঃ (পিশাচেরাও) ন তরন্তি (হিংসা করিতে পারে না)।

যঃ (যে) (এই) দাক্ষায়ণং হিরণ্যং (হিরণ্যকে অলঙ্কাররূপে) বিভর্ত্তি (ধারণ করে), সঃ (সে) দেবেষু (দেবলোকেও) (আপন) আয়ুঃ (আয়ুকে) দীর্ঘং (দীর্ঘ) কৃণুতে (করে) (এবং) মনুষ্যেষু (মনুষ্য-লোকেও) সঃ (সে) (আপন) আয়ুঃ (আয়ুকে) দীর্ঘং (দীর্ঘ) কৃণুতে (করে)।

অনুবাদ—(৩) দাক্ষায়ণাঃ (দক্ষবংশোৎপন্ন) (ব্রাহ্মণেরা) সুমনস্যমানাঃ (প্রসন্নচিত্ত হইয়া) শতানীকায় (রাজাতে, রাজার অঙ্গে) যৎ (যে) হিরণ্যম্ (হিরণ্য) আবধ্নন্ (বন্ধন করিয়াছিলেন) তৎ (তাহা) শতশারদায় (শতবর্ষব্যাপি-জীবনের জন্য) মে (আমাতে) আ বধ্নামি (বন্ধন করিতেছি)। (তাহার ফলে) (আমি) যথা (যেন) আয়ুষ্মান্ (দীর্ঘজীবী) (সুতরাং) জরদষ্টিঃ (জরাপ্রাপ্তি-পর্য্যন্ত-জীবী) অসম্ (হইতে পারি)।

দ্রষ্টব্য—(১) যজুর্ব্বেদে র, শ, ষ, স এবং হ পরে থাকিলে অনুস্বার স্থানে 'গুঁ' হয়। ইহার ঠিক উচ্চারণ বাঙ্গালায় করা কঠিন। তবে ইহা প্রায় 'গুঁ'-এর মত। এইজন্য এই পদ্ধতিতে আমরা ইহাকে 'গুঁ' দ্বারাই নির্দ্দেশ করিব।

উদাহরণ—(ক) বর্চ্চস্যম্ রায়স্পোষম্ = বর্চ্চস্যং রায়স্পোষম্ = বর্চ্চস্যগুঁ রায়স্পোষম্;

(খ) হিরণ্যম্ + শতানীকায় = হিরণ্যং শতানীকায় = হিরণ্যগুঁ শতানীকায়;

(গ) প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ = প্র ণ আয়ূগুঁষি তারিষৎ;

(ঘ) রক্ষাংসি = রক্ষাগুঁসি;

(৬) প্রথমজম্ + হ্বেতৎ = প্রথমজং হ্বেতৎ = প্রথমজগুঁ হ্বেতৎ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—(২) বিশতাৎ = বিশ্ + তাতঙ্। তাতঙ্ = তাৎ। তু স্থানে তাতঙ্, হি স্থানে তাতঙ্ আশীর্ব্বাদ বুঝাইলে। তরন্তি—তৄ + লট্ অন্তি। তৄ—প্লবনতরণয়োঃ। কিন্তু এখানে 'ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ' তৄ হিংসায়াম্। কৃণুতে—স্বাদি কৃঞ্ হিংসায়াম্। এখানেও ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ কৃঞ্ করণে, লট্ কৃণোতি কৃণুতে। ডুকৃঞ্-করণে। লট্ করোতি, কুরুতে। কৃবি—হিংসাকরণয়োশ্চ। চকারাদ্গতৌ। লট্ কৃণোতি। এখানে স্বাদি 'কৃঞ্'-ই বুঝিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য—(৩) অসম্—অদাদি অস্-লেট্ মিপ্। বিবাহে সুপ্রসিদ্ধ পাণিগ্রহণের মন্ত্রে 'যথাসঃ' পাওয়া যায়। যথাসঃ = যথা + অসঃ। অসঃ—অদাদি অস্ + লেট্ সিপ্।

দ্রষ্টব্য—(৪) 'আয়ুষ্যসূক্ত' মধ্যে পুনঃ পুনঃ 'হিরণ্যের' কথা আছে। অথচ হিরণ্য (স্বর্ণ) কাজের সময় আনা হয় না। যজুর্ব্বেদীয় প্রসঙ্গের হিরণ্য যেরূপ তদ্রূপ ফলপ্রদ। দক্ষবংশীয় ব্রাহ্মণগণ রাজার হাতে অলঙ্কার-স্বরূপ হিরণ্য পরাইয়া দেওয়ার জন্যই 'দাক্ষায়ণং' শব্দের অর্থ 'অলঙ্কার' হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য—(৫) একটি বৈদিক মন্ত্রে বা কয়েকটি বৈদিক মন্ত্রের সমষ্টিতে একটি সূক্ত হয়। এখানে তিনটি মন্ত্রের সমষ্টিতে একটি সূক্ত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য—(৬) আয়ুষ্য = আয়ুর হিতকর। এই সূক্ত জপ করিলে সংস্কার্য্যের অর্থাৎ যাহার উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার হইতেছে তাহার আয়ু বৃদ্ধি পাইবে। এইজন্য ইহার নাম **আয়ুষ্যসূক্ত**।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ
(সূচনা)

[যজুর্ব্বেদীদিগের শ্রাদ্ধকার্য্য হলায়ুধের **'কর্ম্মোপদেশিনী'**-পুস্তকানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় 'কর্ম্মোপদেশিনী'র বিশুদ্ধপাঠযুক্ত সংস্করণ দুর্লভ। বর্ত্তমান পদ্ধতিতে যতদূর সম্ভব 'কর্ম্মোপদেশিনী'র শুদ্ধ পাঠ অবলম্বনে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের বিষয় লিখিত হইবে। 'কর্ম্মোপদেশিনী'র হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের' হলায়ুধ হইতে স্বতন্ত্র। তবে, এই হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের' হলায়ুধের পরবর্ত্তী এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' ও 'যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধতত্ত্ব'-নামে শ্রাদ্ধবিষয়ক দুইখানি পৃথক্ পুস্তক লিখিয়াছেন। 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু 'যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধতত্ত্ব' অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অংশরূপে বটতলা হইতে এবং ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে 'যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধতত্ত্ব' পুনর্মুদ্রিত হয় নাই ; কিন্তু উহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। অনেকস্থলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ গ্রন্থে 'কর্ম্মোপদেশিনী'র মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং একথাও ঠিক যে, যজুর্ব্বেদি-সমাজে রঘুনন্দনের নূতন মত গৃহীত হয় নাই। তথাপি, বর্ত্তমান পদ্ধতি লিখিবার সময় তাঁহার লেখা হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।]

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের কার্য্য অত্যন্ত দীর্ঘ। আবার, প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যেও অনেক অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এইজন্য এই কার্য্যে অনেক ভ্রম-প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনা। আমি যথাসাধ্য সরলভাবে ইহার বর্ণনা করিব। **আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, নান্দী-শ্রাদ্ধ ও নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ—এই নামগুলি একার্থবোধক।**

'অভ্যুদয়'-শব্দের অর্থ 'সমৃদ্ধি'। এই শ্রাদ্ধ করিলে অভ্যুদয় বা সমৃদ্ধি লাভ হইবে, এইজন্য ইহার নাম 'আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ'। এই শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে 'অভ্যুদয়ার্থম্'—এই সংস্কৃত শব্দটি পাওয়া যাইবে। ইহার অর্থ 'সমৃদ্ধিলাভের নিমিত্ত' অথবা 'সমৃদ্ধির নিমিত্ত'। **'বৃদ্ধি' এবং 'নান্দী'-শব্দের অর্থও 'সমৃদ্ধি'**। **'নান্দী'**-শব্দের আর একটি অর্থ **'প্রসন্ন'**। 'নান্দীমুখ'-শব্দের অর্থ 'প্রসন্নমুখ'। গৃহ্যসূত্রকারগণ এই শ্রাদ্ধকে কেবলমাত্র 'আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইজন্য অভিলাপে অর্থাৎ বাক্যে সর্ব্বদাই 'আভ্যুদয়িক'-শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। 'বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ', 'নান্দীশ্রাদ্ধ' কিংবা 'নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ'-শব্দ ব্যবহার করিলে ভুল হইবে, যদিও পূর্ব্বোক্ত চারিটি শব্দই একার্থবোধক।

এই শ্রাদ্ধের কয়েকটি বিশেষত্ব এই :—

১। ইহা **প্রাতঃকালে** করিতে হয়।

২। ইহাতে **দেব, মাতৃ, পিতৃ ও মাতামহ**—এই **চারিটি পক্ষ** আছে। **প্রথমতঃ দেবপক্ষের, তৎপরে মাতৃপক্ষের, তৎপরে পিতৃপক্ষের এবং সর্ব্বশেষে মাতামহপক্ষের কাজ করিতে হয়। দক্ষিণার ক্রম**—মাতৃপক্ষ, পিতৃপক্ষ, মাতামহপক্ষ এবং তৎপরে দেবপক্ষ। (১) **মাতৃপক্ষ** বলিতে মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীর পক্ষ। (২) **পিতৃপক্ষ** বলিতে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের পক্ষ এবং (৩) **মাতামহপক্ষ** বলিতে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের পক্ষ বুঝিতে হইবে। কোনও পক্ষের কেহ **জীবিত থাকিলে,** সেই পক্ষে সেইস্থলে **পূর্ব্ববর্ত্তী** আর একটি নাম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। ইহাতে **প্রত্যেক পক্ষের জন্য দুইটি দুইটি করিয়া মোট আটটি দর্ভময়ব্রাহ্মণ** বসাইয়া কাজ করিতে হয়। [সামবেদীদিগের আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে মাতৃপক্ষ নাই। এইজন্য তাহাদের আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে প্রত্যেক পক্ষের জন্য দুইটি দুইটি করিয়া মোট ছয়টি দর্ভময়ব্রাহ্মণ বসাইয়া কাজ করিতে হয়।]

৪। ইহাতে দেবপক্ষের কাজ যে ভাবে করিতে হয়, অন্যান্য পক্ষের কাজও সেই ভাবেই করিতে হয়। এই সম্বন্ধে ছন্দোগপরিশিষ্টকার কাত্যায়ন বলেন—

'সদা পরিচরেদ্ ভক্ত্যা পিতৄনপ্যত্র দৈববৎ।'

অনুবাদ—এই শ্রাদ্ধে সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃলোকদিগকে দেবগণের ন্যায় পরিচর্য্যা করিবে।

কাত্যায়নের এই উক্তি সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী—উভয়ের পক্ষে প্রযোজ্য। এই কারণেই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে কোন স্থলেই **পিতৃতীর্থের ব্যবহার নাই।** সর্ব্বদাই দেবতীর্থ ব্যবহার করিতে হয়।

৫। ইহাতে সকল পক্ষের কাজই **উপবীতী** হইয়া করিতে হয়। পার্ব্বণশ্রাদ্ধের ন্যায় মাতৃ, পিতৃ ও মাতামহপক্ষের কাজ প্রাচীনাবীতী হইয়া (উল্টাভাবে পৈতা পরিয়া অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধের উপর হইতে বাম বাহুর নীচের দিকে ঝুলাইয়া) করিলে ভুল হইবে। দেবপক্ষ থাকিলে সকল শ্রাদ্ধেই ঐ পক্ষের কাজ উপবীতী হইয়া (অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবেই পৈতা রাখিয়া) কার্য্য করিতে হয়।

৬। ইহাতে সকল পক্ষের কাজই **পাতিত-দক্ষিণ-জানু** হইয়া করিতে হয় (যদিও ব্যবহারে তাহা দেখা যায় না)।

৭। ইহাতে অবনেজন-দান, পিণ্ডদান ও প্রত্যবনেজন-দান কাজ দৈবতীর্থদ্বারা করিতে হয়।

৮। ইহাতে ভোজনপাত্র পাতিবার সময় এবং পিণ্ডদানের সময় **মণ্ডলগুলি** (১) মাতৃ, ২) পিতৃ এবং (৩) মাতামহপক্ষেও দেবপক্ষের ন্যায় **ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে** (অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান ক্রমে) **পূর্ব্বাগ্র করিয়া আঁকিতে হয়।** পিণ্ডদানের সময় দেবপক্ষ না থাকিলেও এই নিয়ম।

৯। [কোনও জিনিষ উৎসর্গ করিবার সময় দেবকার্য্যে ন্যুব্জীকৃত (উপুড়-করা) বামহাতে এবং পিতৃকার্য্যে উত্তান (চিৎ-করা) বামহাতে তাহা স্পর্শ করিতে হয়, ডান হাতও সেই সময় সেইভাবে কোশাতে জলের মধ্যে ত্রিপত্রের সহিত যুক্ত থাকিবে এবং দুই হাত পরস্পরের সহিত কোনও প্রকারে সংলগ্ন থাকিবে—ইহাই পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের নিয়ম।] কিন্তু **আভ্যুদয়িকে** দেব, মাতৃ, পিতৃ ও মাতামহ—সকল পক্ষের উৎসর্গই **উপুড়-করা বাম হাতে** করিতে হইবে।

১০। ইহাতে মাতৃ, পিতৃ ও মাতামহপক্ষেও **তিল স্থানে যব ব্যবহার** করিতে হয়। এখানে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সকল শ্রাদ্ধেই দেবপক্ষ থাকিলে তাহাতে তিলস্থানে যব ব্যবহার করিতে হইবে।

১১। [পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধে দেবপক্ষে ত্রিপত্র এবং মাতৃ, পিতৃ ও মাতামহ-পক্ষে মোটক ব্যবহার করিতে হয়।] কিন্তু **আভ্যুদয়িকে সকল পক্ষেই 'ত্রিপত্র' ব্যবহার করিতে হয়।** এই শ্রাদ্ধে **'মোটকের কোনও কার্য্য নাই।**

১২। ইহাতে ত্যাগ অর্থাৎ কোনও কিছু **সমর্পণ** করিবার সময়ে **'স্বধা'** স্থলে **'নমঃ'** বলিতে হয়। দেবপক্ষেও 'নমঃ' বলিতে হয়। [পার্ব্বণে দেবপক্ষে 'নমঃ' এবং অন্যান্য পক্ষে 'স্বধা' বলিতে হয়।]

উল্লিখিত ৪র্থ হইতে ১২শ দফা পর্য্যন্ত যাবতীয় অংশ ৪র্থ দফার বিশেষত্বেরই উদাহরণ মাত্র।

১৩। ইহাতে মন্ত্রে 'স্বধা' স্থলে 'পুষ্টি' বলিতে হয় এবং যথাযোগ্য বিভক্তি ও বচন ব্যবহার করিতে হয়।

১৪। এই শ্রাদ্ধ এখন **আমান্নদ্বারা** করিতে হয়। রঘুনন্দনের মতে চাউলগুলি **ধুইয়া** দেওয়া কর্ত্তব্য। কোটালিপাড়ার যজুর্ব্বেদিব্রাহ্মণ-সমাজে চাউলগুলি ধুইয়া দেওয়া হয় **না**।

১৫। ইহাতে **আমিষ** কোন দ্রব্য **ব্যবহার করিতে নাই**। এই সম্বন্ধে ছন্দোগ-পরিশিষ্টকার কাত্যায়ন বলেন —

"বশিষ্ঠোক্তবিধিঃ কৃৎস্নো দ্রষ্টব্যোঽত্র নিরামিষঃ।"

অনুবাদ—এই শ্রাদ্ধবিষয়ে (অর্থাৎ আভ্যুদয়িকে) বশিষ্ঠ যেরূপ (তাঁহার ছান্দোগ্যগৃহ্যপরিশিষ্টে) নিরামিষ-ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, সেরূপ বিধানের অনুসরণ করিতে হইবে। [এই বিধান সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী উভয়ের জন্য।]

১৬। এই শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকারী উদঙ্মুখ (উত্তরমুখ) হইয়া বসিবেন। উদঙ্মুখ হইয়া যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিবেন এবং উদঙ্মুখ হইয়া পিণ্ডদান করিবেন।

১৭। এই শ্রাদ্ধে বাক্যে এবং দুই একটি ব্যতীত সকল মন্ত্রে—

(ক) 'মাতুঃ' স্থলে 'নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ', 'মাতঃ' স্থলে 'নান্দীমুখি মাতঃ' এবং 'মাতরঃ' স্থলে 'নান্দীমুখ্যঃ মাতরঃ' বলিতে হয় ;

(খ) 'পিতামহ্যাঃ' স্থলে 'নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ', 'পিতামহি' স্থলে 'নান্দীমুখি পিতামহি', 'পিতামহ্যঃ' স্থলে 'নান্দীমুখ্যঃ পিতামহ্যঃ' বলিতে হয় ;

(গ) 'প্রপিতামহ্যাঃ' স্থলে 'নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ', 'প্রপিতামহি' স্থলে 'নান্দীমুখি প্রপিতামহি', 'প্রপিতামহ্যঃ' স্থলে 'নান্দীমুখ্যঃ প্রপিতামহ্যঃ' বলিতে হয়।

(ঘ) 'পিতুঃ' স্থলে 'নান্দীমুখস্য পিতুঃ', 'পিতঃ' স্থলে 'নান্দীমুখ পিতঃ', 'পিতরঃ' স্থলে 'নান্দীমুখাঃ পিতরঃ' বলিতে হয়।

(ঙ) পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ প্রভৃতির পূর্ব্বে 'নান্দীমুখ' শব্দ যোগ করিয়া, নান্দীমুখ পিতামহ, নান্দীমুখ প্রপিতামহ, নান্দীমুখ মাতামহ, নান্দীমুখ প্রমাতামহ এবং নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ—এই কয়েকটি কথার বিভক্তি ও বচনানুসারে যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া নিতে হইবে।

উপরে আমরা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের মাত্র কয়েকটি প্রধান বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছি। উহা মনে রাখিলে, কাজ করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। এতদ্ব্যতীত এই শ্রাদ্ধের আরও অনেক বিশেষত্ব আছে। তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিব।

দ্রষ্টব্য—(১) দেবপক্ষকে 'দৈবপক্ষ' অথবা 'দৈব' বলা চলে।

(২) 'অবনেজন' ও 'প্রত্যবনেজনের' কথা যথাস্থানে বুঝাইব।

(৩) 'মোটক' ও 'ত্রিপত্র' কিভাবে তৈয়ার করিতে হয় তাহা পরে বুঝাইব।

(৪) প্রত্যেক হাতের অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগকে এক-যোগে **দেবতীর্থ** বা **দৈবতীর্থ** বলে। প্রত্যেক কনিষ্ঠার মূলকে **কায়তীর্থ** বা **প্রজাপতিতীর্থ** বলে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগকে **পিতৃতীর্থ** বলে। দক্ষিণ করতলে অঙ্গুষ্ঠের নীচে যে দীর্ঘ রেখা আছে তাহাকে ঐ অঙ্গুষ্ঠের মূল বলে এবং ঐ মূলকে **ব্রাহ্মতীর্থ** বলে।

[সকল শ্রাদ্ধেরই **প্রকৃতি** 'পার্ব্বণশ্রাদ্ধ' এবং সকল শ্রাদ্ধই পার্ব্বণশ্রাদ্ধের **বিকৃতি**। আবার, অতি প্রাচীনকালে সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের **'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ'**-নামে একটি যজ্ঞ ছিল। পার্ব্বণশ্রাদ্ধের কোন কোন অংশের প্রকৃতি অধুনা অপ্রচলিত 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ'; এবং পার্ব্বণের সেই সেই অংশ অধুনা অপ্রচলিত 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের' বিকৃতি। এইজন্য আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের মূল বুঝিতে হইলে, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ ও পার্ব্বণশ্রাদ্ধ বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান পদ্ধতিতে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ এবং পার্ব্বণশ্রাদ্ধের আলোচনা করা সম্ভব হইবে না। শ্রাদ্ধসূত্রকারগণ প্রথমতঃ পার্ব্বণশ্রাদ্ধকে প্রকৃতি ধরিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পরে তাঁহারা পার্ব্বণের বিকৃতি আভ্যুদয়িকের কোন্ কোন্ অংশ বাদ দিতে হইবে এবং কি কি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। মূল সূত্রকারদিগের সময়ে সম্ভবতঃ দর্ভময়ব্রাহ্মণের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। সেই সময় বহু সদাচারী সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সহজেই পাওয়া যাইত এবং তাঁহাদিগকেই আসনে বসাইয়া শ্রাদ্ধ-কার্য্য করা হইত। দর্ভময়ব্রাহ্মণের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কেবল সাক্ষাৎ-ব্রাহ্মণে প্রযোজ্য

কোনও কোনও বিষয় এখন বাদ দিতে হয়। বাদ দেওয়া সম্বন্ধেও পদ্ধতিকারদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কতকাল যাবৎ এদেশে দর্ভময় ব্রাহ্মণের প্রচলন হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। একথা ঠিক যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পূর্ব্ব হইতেই এই প্রথার প্রচলন হইয়াছে এবং তিনি ইহা প্রচলিত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন।]

এই কার্য্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা।

(১) যজ্ঞেশ্বরের সাদা বস্ত্র ১, (২) দেবপক্ষের সাদা বস্ত্র ২, (৩) মাতৃপক্ষের সাদা বস্ত্র ২ (মতান্তরে ৩), (৪) পিতৃপক্ষের সাদা বস্ত্র ২ (মতান্তরে ৩), (৫) মাতামহপক্ষের সাদা বস্ত্র ২ (মতান্তরে ৩), (৬) যজ্ঞেশ্বরের পৈতা ১, (৭) দেবপক্ষের পৈতা ২, (৮) পিতৃপক্ষের পৈতা ২ (মতান্তরে ৩), (৯) মাতামহপক্ষের পৈতা ২ (মতান্তরে ৩), (১০) আতপ চাউল /৫, (১১) যব, (১২) ঘৃত, (১৩) মধু, (১৪) ফুল, (১৫) দূর্ব্বা, (১৬) তুলসী পাতা, (১৭) বাটা সাদা চন্দন, (১৮) হরীতকী, (১৯) উপকরণ, (২০) মিষ্টদ্রব্য, (২১) পান, (২২) সুপারি, (২৩) কলা (কবরি অর্থাৎ কাঠালি কলাই প্রশস্ত), (২৪) দীপ ৮, (২৫) ধূপ অথবা ধূপকাঠি ৮, (২৬) কলাগাছের পাচলের ডোঙ্গা ২০, (২৭) কলাগাছের পাচলের থালি ২০, (২৮) কুশ (অভাবে কাশ), (২৯) কুশের (অভাবে কাশের) পবিত্র ১১, (৩০) কুশের (অভাবে কাশের) ত্রিপত্র ৩০, (৩১) দর্ভময়ব্রাহ্মণ ৮, (৩২) কুশাঙ্গুরীয় ২, (৩৩) জল, (৩৪) কোশা, কুশী, বসিবার আসন প্রভৃতি, (৩৫) কলাপাতা, (৩৬) শ্রাদ্ধকারীর কাপড় ও চাদর ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—(১) বহুস্থলে দেবপক্ষে ১ এবং অন্য তিন পক্ষে ৩, মোট ৪ খানা সাদা বস্ত্র দিতে দেখা যায়। অসমর্থ পক্ষে শ্রাদ্ধকার্য্যে কাপড়ের পরিবর্ত্তে গামছা দেওয়া যাইতে পারে। তবে, একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, পুরোহিতের ইহাই জীবিকা। সমর্থ ব্যক্তি অসামর্থ্যের অভিনয় করিলে বিত্তশাঠ্য করা হইবে।

দ্রষ্টব্য—(২) শ্রাদ্ধকার্য্যে 'ডোঙ্গা' ও 'খালি' সাধারণতঃ কলা-গাছের বল্কল অর্থাৎ **পাচল** দ্বারা তৈয়ার করা হয়। পাত্রগুলি দুইপ্রকারের হওয়া আবশ্যক। কতকগুলি এরূপ হওয়া চাই যে, সেগুলিতে জল ঢালিলে তাহা যেন পড়িয়া না যায়। এগুলিকে দ্রোণি বা **ডোঙ্গা** বলে। বাকী পাত্রগুলিতে জল ঢালিতে হইবে না। সুতরাং, এগুলি হইতে জল পড়িতে না পারে এভাবে তৈয়ার করিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ পাত্রকে **খালি** বলে। ইহাদের কাজ কলাপাতাদ্বারাও চলিতে পারে।

দ্রষ্টব্য—(৩) **পবিত্র**—দুইগাছি সাগ্র (এখানে 'অগ্র' বলিতে 'শীর্ষ' বুঝিবেন। পরবর্ত্তী উদাহরণ সমূহে 'অগ্র'-শব্দে 'উর্দ্ধভাগ' বুঝিবেন।) গর্ভহীন কুশের একের অগ্র অন্যের অগ্রের সহিত মিলাইয়া, অগ্রদ্বয়ের নিকট কুশ-দুইগাছিকে অন্য এক টুকরা কুশদ্বারা বাঁধিয়া অগ্র হইতে প্রাদেশ-প্রমাণ স্থান মাপিয়া, নখব্যতিরেকে ছেদন করিলে একটি **পবিত্র** হয়। ছেদনের মন্ত্র আছে। এইরূপ করিলে একগাছি পবিত্র নির্ম্মিত হইল। যতগাছি পবিত্র আবশ্যক ততবার এইরূপ করিতে হইবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীকে প্রসারিত করিলে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সোজাসুজি মাপকে **প্রাদেশ** বলে।

দ্রষ্টব্য—(৪) **ত্রিপত্র**—প্রাদেশ-প্রমাণ দুইগাছি এবং তাহাদের অপেক্ষা বড় একগাছি কুশ লউন। তিনটিরই অগ্র একত্র করুন। তারপর, প্রথম কুশ দুইগাছির মাঝামাঝি স্থানে বাম হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী-দ্বারা শক্ত করিয়া ধরুন। তারপর তৃতীয় কুশগাছির মূল হইতে উহাকে উল্টাইয়া অঙ্গুলিদ্বয়ের কাছে আনিয়া ছোট একটি গোলাকৃতি অঙ্গুরীয়কের মত করিয়া, অগ্রের দিকে ঘুরাইয়া আনিয়া কসিয়া, ক্রমশঃ অগ্রের দিকে আরও তিনটি পেচ দিয়া ঐ অঙ্গুরীয়কের মধ্য দিয়া উহাকে অন্য দুইটি কুশের মূলের দিকে নামাইয়া নিন। তৃতীয় কুশগাছি, প্রথম ও দ্বিতীয় কুশগাছি অপেক্ষা এরূপ দীর্ঘ হওয়া চাই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলির পরে উহার দৈর্ঘ্য অপর দুইগাছির সমান অথবা কিছু অধিক হয়। অধিক হইলে বেশী অংশটুকু নখ ব্যতিরেকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিলে একটি **ত্রিপত্র** হইল।

দ্রষ্টব্য—(৫) **মোটক**—প্রাদেশ-প্রমাণ তিনগাছি কুশ লউন। ইহাদিগকে পাশাপাশি রাখিয়া অগ্র তিনটিকে একত্র করুন। মূল তিনটিকেও একত্র করিতে হইবে। তারপর মাঝামাঝি স্থান শক্ত করিয়া ধরিয়া, বক্র করিয়া মধ্য অংশ একটি অঙ্গুলির উপর রাখিয়া অঙ্গুলিটির উপর দিয়া ঐ কুশ তিনটিকে ঘুরাইয়া আনুন। এখন কুশ তিনগাছি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এক ভাগে অগ্র তিনটি এবং অন্য ভাগে মূল তিনটি আছে। এখন যে ভাগে অগ্র তিনটি আছে সেই ভাগ দিয়া অঙ্গুলিটির উপর যেভাবে কুশ তিনগাছি আছে তাহা ঠিক রাখিয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে অপর ভাগটিকে ঘিরিয়া কসিয়া তিনটি পেচ দিন। এখন অঙ্গুলিটির কাছে একটি কুশাঙ্গুরীয় নির্ম্মিত হইয়াছে। তারপর যেভাবে অগ্র তিনটি আছে তাহা উল্টাইয়া অঙ্গুরীয়টির মধ্য দিয়া

নামাইয়া আনুন। এইরূপ করিলে একগাছি **মোটক** নির্ম্মিত হইল। আভ্যুদয়িকে মোটকের প্রয়োজন নাই। ত্রিপত্র এবং মোটকের নির্ম্মাণ-প্রণালী একজন অভিজ্ঞ লোকের নিকট শিখিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য। লিখিয়া বুঝান কঠিন।

দ্রষ্টব্য—(৬) **দর্ভময়ব্রাহ্মণ**—(দর্ভ = কুশ)। প্রাদেশ-প্রমাণ সাতগাছি, নয়গাছি বা পাঁচগাছি কুশ (অগ্রগুলি একত্র ও মূলগুলি একত্র রাখিয়া) দক্ষিণাবর্ত্তে ওঙ্কার (ওঁ) উচ্চারণ করিয়া আড়াই পেচ জড়াইয়া **ঊর্দ্ধকেশ** করিয়া বাঁধিলে **ব্রহ্মা** হয়। ঐরূপ ২৫গাছি কুশকে বামাবর্ত্তে আড়াই পেচ জড়াইয়া **লম্বকেশ** করিয়া বাঁধিলে **বিষ্টর** হয়। বিষ্টর-নির্ম্মাণে ওঁ-কার উচ্চারণ করিতে হয় না। যে প্রণালীতে ব্রহ্মা তৈয়ার করিতে হয়, ঠিক সেই প্রণালীতে **ব্রাহ্মণ** তৈয়ার করিতে হয়। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-নির্ম্মাণে পাঁচগাছি **কুশই** ব্যবহার করা হয়। সামবেদীদের কুশসংখ্যার কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। 'ব্রহ্মা', 'ব্রাহ্মণ' এবং 'বিষ্টর'-নির্ম্মাণও একজন অভিজ্ঞ লোকের নিকট শিখিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য। লিখিয়া বুঝান কঠিন। এ বিষয়ে নিম্নে বিভিন্ন মত উদ্ধৃত হইতেছে।

(ক) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মত—দর্ভবটুলক্ষণমাহ রত্নাকরে গৃহ্য সংগ্রহ :—

ঊর্দ্ধকেশো ভবেদ্ ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা বামাবর্ত্তস্তু বিষ্টরঃ ॥

যাদৃগ্ ব্রহ্মা তাদৃক্ক্রমেণ ব্রাহ্মণ ইতি ভাব্যম্। শাস্তিদীপিকায়াঞ্চ আপস্তম্ব :—

"সপ্তভির্ণবভির্ব্বাপি সার্দ্ধ-দ্বিতয়-বেষ্টিতম্।
ওঁ-কারেণৈব মন্ত্রেণ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ কুশদ্বিজম্॥"

'নবভিঃ'রিত্যত্র 'পঞ্চভি'রিতি কর্ম্মোপদেশিন্যাং পাঠঃ। দর্ভসংখ্যাবিশেষাভিধানং ছন্দোগেতরবারম্।

"যজ্ঞবাস্তুনি মুষ্ট্যাঞ্চ স্তম্বে দর্ভবটৌ তথা।
দর্ভসংখ্যা ন বিহিতা বিষ্টরাস্তরণে-ষ্বিতি ছন্দোগপরিশিষ্ট-বচনাৎ।

[শ্রাদ্ধতত্ত্ব]

(খ) কর্ম্মোপদেশিনী—

তত্র কুশদ্বিজস্যানুষ্ঠানমাহ ব্যাসঃ—
পঞ্চাশদ্ভিঃ কুশৈঃ ব্রহ্মা ত-দর্দ্ধেন তু বিষ্টরঃ।
ত-দর্দ্ধে-নোপযমনং ত-দর্দ্ধেন দ্বিজঃ স্মৃতঃ॥

অন্যদাহ—

সপ্তভিঃ পঞ্চভির্ব্বাপি সার্দ্ধ-দ্বিতয়-বেষ্টিতম্।
ওঁ-কারেণ চ মন্ত্রেণ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ কুশদ্বিজম্॥

ইতি বচনাৎ সপ্তভিঃ পঞ্চভির্ব্বাপি সাগ্রকুশবৃক্ষৈঃ ওঁ-কারেণ কুশদ্বিজং বধ্নীয়াৎ।

৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহার 'গোভিলগৃহ্যসূত্র' দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যে দর্ভসংখ্যাবিষয়ে বিচার করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাঁহার বিচার এবং বিচারফল এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

মূল আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ

এখন প্রকৃত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের বিষয় লিখিত হইতেছে।

সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তা উদঙ্মুখ হইয়া বসিয়া **তিলকধারণ, কুশাঙ্গুরীয়ধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ** এবং **তীর্থাবাহন** (কুরুক্ষেত্র-পাঠ)—এই সব কার্য্য করিবেন।

[তিলকধারণ, কুশাঙ্গুরীয়ধারণ, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ-বিধি এই পুস্তকের ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

তীর্থাবাহন (কুরুক্ষেত্রপাঠ)—কৃতাঞ্জলি হইয়া

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থা-ন্যেতানি পুণ্যানি আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকালে ভবন্ত্বিহ ॥

যজ্ঞেশ্বরের পূজা—এই পূজা উত্তরমুখ থাকিয়াই করিতে হইবে। যথা—

এতৎ পাদ্যম্	ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ
এষোঽর্ঘঃ	ঐ
ইদমাচমনীয়ম্	ঐ
ইদং স্নানীয়জলম্	ঐ
ইদমাচমনীয়ম্	ঐ
এষ গন্ধঃ	ঐ
এতৎ পুষ্পম্	ঐ
এষ ধূপঃ	ঐ
এষ দীপঃ	ঐ
এতৎ-শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যাগ্রভাগ-সবস্ত্রযজ্ঞোপবীত-সোপকরণামান্নভোজ্যম্	ঐ
ইদং পানার্থজলম্	ঐ
ইদমাচমনীয়ম্	ঐ
ইদং তাম্বূলম্	ঐ

তৎপর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পড়িতে হইবে :—

১। **ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্তকব্য-ভোক্তা-ব্যয়াত্মা হরি-রীশ্বরোঽত্র।**
তৎসন্নিধানা-দপযান্তু সদ্যো রক্ষাং-স্যসুরাশ্চ সর্ব্বে॥

[বিষ্ণুপুরাণ]

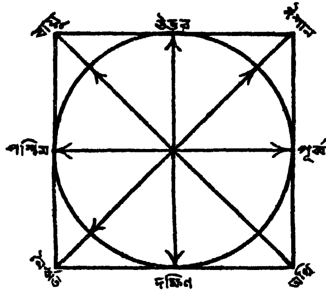
২। ওঁ জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা, বিষাণকোট্যা-খিল-বিশ্বমূর্ত্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহরূপিণা, স মে স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ প্রসীদতু ॥

অনুবাদ—১। হব্যসমস্তকব্যভোক্তা (দেবতাদিগের অন্ন এবং সমস্ত পিতৃলোকের অন্নের রক্ষাকারী) অব্যয়াত্মা (অবিনাশস্বভাব) ঈশ্বরঃ (সকলের প্রভু) যজ্ঞেশ্বরঃ (যজ্ঞেশ্বর) হরিঃ (হরি) অত্র (এখানে) (আছেন)। তৎসন্নিধানাৎ (তাঁহার সান্নিধ্যহেতু) সত্যঃ (এখনই) অশেষানি (যাহাদের শেষ নাই এরূপ অর্থাৎ অসংখ্য) রক্ষাংসি (রাক্ষস) চ (এবং) সর্ব্বে (সমস্ত) অসুরাঃ (অসুর) (এখান হইতে) অপযান্তু (পলাইয়া যাউক)।

অনুবাদ—২। অখিলবিশ্বমূর্ত্তিনা (অখিল বিশ্বমূর্ত্তি) বরাহরূপিণা (বরাহরূপী) যেন (যিনি) বিষাণকোট্যা (নিজের দন্তের অগ্রভাগদ্বারা) সচরাচরা (চরাচর বস্তুসমূহসহিত) জলৌঘমগ্না (জলের বেগমধ্যে মগ্নপ্রায়) ধরা (ধরাকে) সমুদ্ধৃতা (আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন) সঃ (সেই) স্বয়ম্ভূঃ (স্বয়ম্ভু) ভগবান্ (ভগবান্) মে (আমার প্রতি) প্রসীদতু (প্রসন্ন হউন)।

ব্রাহ্মণাসন-স্থাপন —

কর্ত্তা উত্তরমুখে বসিয়া, নিজের সম্মুখে বামভাগের দক্ষিণাংশে দেবপক্ষের দুইটি ব্রাহ্মণের দুইটি আসন (খালি বা কলাপাতা), তদুত্তরে মাতৃপক্ষের দুইটি ব্রাহ্মণের দুইটি আসন (খালি বা



৫	মাতামহপক্ষীয়	ব্রাহ্মণদিগের	আসন
৪	পিতৃপক্ষীয়	”	”
৩	মাতৃপক্ষীয়	”	”
২	দেবপক্ষীয়	”	”



কর্ত্তার আসন

কলাপাতা), তদুত্তরে পিতৃপক্ষের দুইটি ব্রাহ্মণের দুইটি আসন (খালি বা কলাপাতা) এবং তদুত্তরে মাতামহপক্ষের দুইটি ব্রাহ্মণের দুইটি আসন (খালি বা কলাপাতা) পাতিবেন। সাধারণতঃ দুইটি আসনের স্থলে একটি খালি বা একখানি কলাপাতা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থলে সকলের দক্ষিণে মাতৃপক্ষ, তদুত্তরে পিতৃপক্ষ, তদুত্তরে মাতামহপক্ষ এবং তদুত্তরে দেবপক্ষ কল্পিত হয়। এই মত সঙ্গত মনে হয় না। *

সমস্ত আসনই পূর্ব্বাগ্র করিয়া পাতিবেন এবং প্রত্যেকের উপরে পূর্ব্বাগ্র করিয়া দুইগাছি কুশও স্থাপন করিবেন।

দ্রষ্টব্য—অধিকাংশ পুরোহিত **দক্ষিণাবর্ত্ত** এবং **বামাবর্ত্ত**—এই দুইটি শব্দের অর্থ জানেন না এবং ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি তাহাও বুঝেন না। এইজন্য পার্ব্বণে ও আভ্যুদয়িকে গোলযোগ করেন।

---

* পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে স্মার্ত্তরঘুনন্দনের উক্তি :—প্রাঙ্মুখেভ্য উদঙ্মুখো দদ্যাদ্ ইতি আশ্বলায়নবচনান্মাত্রাদি-ব্রাহ্মণানাং প্রাঙ্মুখত্বমিতি পার্ব্বণাদ্বিশেষঃ ; ততশ্চ পশ্চিমদিশি নৈর্ঋত-কোণে দেবানাং তদুত্তরে মাতৄণাং, তদুত্তরে পিতৄণাম্, তদুত্তরে মাতামহানাম্ আসনানি প্রাগগ্রদর্ভদ্বয়যুক্তানি পরিকল্প্য দক্ষিণাবর্ত্তেন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। এবমেবাপিপাল-মৈথিল-রায়মুকুটপ্রভৃতিপদ্ধতিষু। ন চ অন্বষ্টকায়াং দেবব্রাহ্মণদক্ষিণতো মাত্রাদিব্রাহ্মণানামুপবেশনস্য দৃষ্টত্বাদ্ অত্রাপি তদনুসারেণ বায়ুকোণে দেবব্রাহ্মণানুপকল্প্য প্রাদক্ষিণ্যেন গত্বা নির্ঋত-কোণাদারভ্য মাত্রাদি—ব্রাহ্মণোপবেশনংযুক্তমিতিবাচ্যম্, অন্বষ্টকায়াং বামাচারানুরোধেন দেবব্রাহ্মণস্য দক্ষিণপার্শ্বে মাত্রাদিব্রাহ্মণোপবেশনম্, অত্র চ দক্ষিণোপচারেণ তদিতরং কল্পনস্যাদোষাৎ।—[রঘুনন্দন—যজুর্ব্বেদীয়শ্রাদ্ধতত্ত্ব—আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধ।]

ব্রাহ্মণদিগকে স্নান—

ব্রাহ্মণদিগকে (বামহাতে একত্র ধরিয়া) নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিগুঁ সর্ব্বত স্পৃত্বা-ত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

[মা-বা-সং—৩১।১,
কা-বা-সং-উৎকল—৩৫।১।]

(উক্ত মন্ত্র পাঠান্তে)

ইদং স্নানীয়জলম্ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

এইরূপ আরও তুইবার।

অনুবাদ—সহস্রশীর্ষা (সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য মুখ যাঁহার) সহস্রাক্ষঃ (সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য অক্ষি যাঁহার) সহস্রপাৎ (সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য পাদ যাঁহার) (ঈদৃশ যে) পুরুষঃ (পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর) সঃ (তিনি) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বতোভাবে) ভূমিং (এই ভূমি) (এবং ইহার বাহিরে) দশাঙ্গুলং (দশদিক্) স্পৃত্বা (ব্যাপিয়া) অত্যতিষ্ঠৎ (আছেন)।

দ্রষ্টব্য—সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা=সর্ব্বত স্পৃত্বা। সহস্রশীর্ষা—সহস্রাণি শিরাংসি যস্য সঃ সহস্রশীর্ষা। শীর্ষংশ্ছন্দসি-পাণিনি ৬।১।৬০।

সহস্রাক্ষঃ—সহস্রাণি অক্ষীণি যস্য সঃ সহস্রাক্ষঃ। বহুব্রীহৌ ষচ্। সহস্রপাৎ—সহস্রাণি পাদাঃ যস্য সঃ সহস্রপাৎ। 'সংখ্যাসুপর্ব্বস্ত'-পাণিনি-৫।৪।১৪০-ইতি পাদস্যান্ত্যলোপঃ। দশাঙ্গুলম্—অকারান্তাঙ্গুলশব্দোঽপি বিদ্যতে। উব্বট বলেন—দশ চ তানি অঙ্গুলানি দশাঙ্গুলানীন্দ্রিয়াণি। কেচিদন্যথা রোচয়ন্তি দশাঙ্গুলপ্রমাণং হৃদয়স্থানম্। অপরে তু নাসিকাগ্রং দশাঙ্গুলমিতি। মহীধর বলেন—পঞ্চ ভূতানি ব্যাপ্য দশাঙ্গুলপরিমিতং দেশমত্যতিষ্ঠৎ অতিক্রম্যাবস্থিতঃ। দশাঙ্গুলমিত্যুপলক্ষণম্। ব্রহ্মাণ্ড-দ্বহিরপি সর্ব্বতো ব্যাপ্যাবস্থিত ইত্যর্থঃ। যদ্বা নাভেঃ সকাশাদ্ দশাঙ্গুলমতিক্রম্য হৃদি স্থিতঃ—ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণদিগের পূজা—

তৎপরে ঐভাবেই দর্ভময়ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া রাখিয়া তাঁহাদের একসঙ্গে পূজা। যথা—

এষ গন্ধঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।
এতৎ পুষ্পম্ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।
এষ ধূপঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।
এষ দীপঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।
ইদং নৈবেদ্যার্থে তণ্ডুলম্ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

প্রণাম—ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

পূজার পরে দুইটি ব্রাহ্মণকে দেবপক্ষের, দুইটিকে মাতৃ-পক্ষের, দুইটিকে পিতৃপক্ষের এবং দুইটিকে মাতামহপক্ষের আসনে **পশ্চিমাগ্র** করিয়া স্থাপন করিবেন।

নিমন্ত্রণ, অনুজ্ঞা প্রভৃতি আরম্ভের পূর্ব্বে সমস্ত বিষয়টি সহজে বুঝিবার জন্য কয়েকটি সাধারণ কথা ব্যাখ্যা করিতেছি।—

১। শ্রাদ্ধকারী উত্তরমুখ হইয়া বসিয়াছেন। দেবপক্ষের কাজ করিবার সময় তাঁহাকে **দক্ষিণাবর্ত্তে** (ঈশান, পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ ও নৈর্ঋত-ক্রমে) ঘুরিয়া দেবপক্ষের ব্রাহ্মণাসনের কাছে যাইতে হইবে। এই পক্ষের কাজ শেষ করিয়া মাতৃপক্ষের কাজ আরম্ভ করিবার সময় তিনি এখন যেখানে আছেন, সেখান হইতে তাঁহাকে দক্ষিণাবর্ত্তে অল্প একটু ঘুরিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণাসনের কাছে যাইতে হইবে। মাতৃপক্ষের কাজ শেষ হইলে, ঐভাবে দক্ষিণাবর্ত্তে অল্প একটু ঘুরিয়া তাঁহাকে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণাসনের কাছে যাইতে হইবে। তারপর পিতৃপক্ষের কাজ শেষ হইলে, দক্ষিণাবর্ত্তে আবার অল্প একটু ঘুরিয়া তাঁহাকে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণাসনের কাছে যাইতে হইবে। এইভাবে বারংবার ঘুরা অত্যন্ত কষ্টকর ও সময়-সাপেক্ষ। এইজন্য কোনও কোনও পদ্ধতিকার উপদেশ দিয়াছেন যে, দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া আসা হইয়াছে—এই কথা মনে মনে **কল্পনা** করিয়া নিলেই হইবে।

ব্রাহ্মণের কাছে কিছু বলিতে হইলে অথবা কিছু নিবেদন করিতে হইলে, প্রাঙ্মুখ ব্রাহ্মণের সাম্‌না-সাম্‌নি কিছু করিবেন না। ব্রাহ্মণেরা

পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়াছেন।*

২। এই শ্রাদ্ধে বহুকাজে **জলগণ্ডূষ** দিতে হয়। ইহা সর্ব্বদাই **ডান হাতের দৈবতীর্থ** দ্বারা দিতে হইবে।

৩। প্রত্যেক পক্ষে দুইজন করিয়া দর্ভময়-ব্রাহ্মণ আছেন। যদি বলি—এই জিনিষটি অমুকপক্ষের ব্রাহ্মণে দিন্, তাহা হইলে, যদিও দুইজন ব্রাহ্মণ আছেন, তথাপি জিনিষটি ঐ পক্ষের দক্ষিণ দিকের ব্রাহ্মণের দক্ষিণ দিকে আসনের মধ্যে দিতে হইবে। সব সময়ে এরূপ সূক্ষ্ম বিচার করা সম্ভব হয় না। তখন ঐ পক্ষের যে কোনও ব্রাহ্মণে দিলেই হইবে।

৪। **জলপ্রোক্ষণ** করিতে হইলে সর্ব্বদাই **কোশা হইতে ত্রিপত্রের অগ্রভাগ দ্বারা** প্রোক্ষণ করিতে হইবে। যদিও 'প্রোক্ষণ' ও 'অভ্যুক্ষণের' মধ্যে পার্থক্য আছে, তথাপি কার্য্যতঃ তাহা বড় রক্ষিত হয় না। সাধারণ লোকে 'প্রোক্ষণ' বলিলে 'ছিটানই' বুঝিয়া থাকেন। 'অভ্যুক্ষণ' বলিলেও তাহাই বুঝিয়া থাকেন। 'জলপ্রোক্ষণ' বলিলে জল ছিটান বুঝিতে হইবে, 'জলাভ্যুক্ষণ' বলিলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে যেখানে 'প্রোক্ষণ', অন্য পদ্ধতিতে হয়ত সেখানে 'অভ্যুক্ষণ' আছে। পার্থক্য করিয়া অনর্থক সাধারণ লোককে গোলকধাঁধাঁয় ফেলা সঙ্গত নহে।

* 'কর্ম্মোপদেশিনী'তে উল্লিখিত আছে—আভ্যুদয়িকে যুগ্মান্ ব্রাহ্মণানাহূয় সমূলদর্ভান্ প্রাঙ্মুখেভ্য উদঙ্মুখো দদ্যাদ্ ইত্যাশ্বলায়নগৃহ্যবচনাৎ সর্ব্বথা প্রাঙ্মুখেভ্যঃ প্রত্যঙ্মুখো ন দদ্যাৎ।

৫। মাতৃপক্ষের তিনজনের উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ **তিনটি** জিনিষ একটি কুশের অথবা কুশ-গুচ্ছের উপর দিতে হইলে, **মূলে মাতার, মধ্যে পিতামহীর এবং অগ্রে প্রপিতামহীর** উদ্দেশ্যে দিতে হইবে। এইরূপ **পিতৃপক্ষে** মূলে পিতার, মধ্যে পিতামহের এবং অগ্রে মাতামহের জিনিষ দিতে হইবে। **মাতামহপক্ষেও** মূলে মাতামহের, মধ্যে প্রমাতামহের এবং অগ্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহের জিনিষ দিতে হইবে।

তৎপর নিমন্ত্রণ—

দ্রষ্টব্য—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে **কুশব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ নাই**। ব্যবহারেও অনেক স্থলে নিমন্ত্রণের প্রথা দেখা যায় না। সুতরাং যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা **নিম্নলিখিত নিমন্ত্রণের অংশ বাদ দিতে পারেন**। 'কর্ম্মোপদেশিনী'তে নিমন্ত্রণের কথা থাকাতে এখানে তাহা দেওয়া হইল।

(**দেবপক্ষে**)—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্

অমুকগোত্রয়া নান্দীমুখ্যা মাতু-রমুকী-দেব্যাঃ
অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকী-দেব্যাঃ
অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকী-দেব্যাঃ,

অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতু-রমুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ,
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
আভ্যুদয়িকে শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে
বসুসত্যয়োর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাম্
আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং
কুশময়ব্রাহ্মণাবহং নিমন্ত্রয়ে।

পুরোহিত-ব্রাহ্মণের প্রতিবচন—ওঁ নিমন্ত্রণ-প্রসন্নৌ স্বঃ।

তারপর শ্রাদ্ধকারী কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেন—

ওঁ অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ
ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়া চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥

অনুবাদ—আপনারা এবং আমি এই শ্রাদ্ধকর্ম্মে অক্রোধন, শৌচপর এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মচারীর ন্যায় থাকিব (আমাদের থাকিতে হইবে)।

শ্রাদ্ধকারী—ওঁ স্বাগতম্।

পুরোহিত—ওঁ সুস্বাগতম্।

তারপর শ্রাদ্ধকারী দেবপক্ষের ব্রাহ্মণাসনে পাদ্যাদি দিবেন।

তৎপর নিমন্ত্রণ—

(মাতৃপক্ষে)—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্

অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতু-রমুকী-দেব্যাঃ
অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকী-দেব্যাঃ
অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকী-দেব্যাঃ
আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়ব্রাহ্মণাবহং নিমন্ত্রয়ে।

পুরোহিত—ওঁ নিমন্ত্রণ-প্রসন্নৌ স্বঃ।

শ্রাদ্ধকারী—ওঁ অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ।
ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়া চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥

শ্রাদ্ধকারী—ওঁ স্বাগতম্।

পুরোহিত—ওঁ সুস্বাগতম্।

তারপর শ্রাদ্ধকারী মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণাসনে পাদ্যাদি দিবেন।

তৎপর নিমন্ত্রণ—

(পিতৃপক্ষে)—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা

মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতু-রমুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং
কুশময়ব্রাহ্মণাবহং নিমন্ত্রয়ে।

পুরোহিত—ওঁ নিমন্ত্রণ-প্রসন্নৌ স্বঃ।

শ্রাদ্ধকারী—ওঁ অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ।
ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়া চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥

শ্রাদ্ধকারী—ওঁ স্বাগতম্।

পুরোহিত—ওঁ সুস্বাগতম্।

তারপর শ্রাদ্ধকারী পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণাসনে পাদ্যাদি দিবেন।

তৎপর নিমন্ত্রণ—

(**মাতামহপক্ষে**)—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা মদীয়া-মুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্

অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ

আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং
কুশময়ব্রাহ্মণাবহং নিমন্ত্রয়ে।

পুরোহিত—ওঁ নিমন্ত্রণ-প্রসন্নৌ স্বঃ।

শ্রাদ্ধকারী—ওঁ অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ।
ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়া চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥

শ্রাদ্ধকারী—ওঁ স্বাগতম্।

পুরোহিত—ওঁ সুস্বাগতম্।

তারপর শ্রাদ্ধকারী মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণাসনে পাদ্যাদি দিবেন।

আসনদান

১। দেবপক্ষে—

দেবপক্ষের ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়া শ্রাদ্ধকারী বলিবেন-

ওঁ সিদ্ধে ইমে আসনে অত্রাস্যতাম্।

২। মাতৃপক্ষে—

ওঁ সিদ্ধে ইমে আসনে অত্রাস্যতাম্।

৩। পিতৃপক্ষে—

ওঁ সিদ্ধে ইমে আসনে অত্রাস্যতাম্।

৪। মাতামহপক্ষে—

ওঁ সিদ্ধে ইমে আসনে অত্রাস্যতাম্।

অনুবাদ—ইমে (এই) আসনে (আসন দুইখানি) সিদ্ধে (পবিত্র), অত্র (এখানে) (আপনারা দুইজনে) আস্যতাম্ (উপবেশন করুন)।

মোট বাক্যটি এইরূপ হইলে ভাল হইত—

'ওঁ সিদ্ধ ইম আসনেঽত্রাস্যতাম্।'

সন্ধি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সন্ধির প্রয়োগ হয় নাই এরূপ বহুবাক্য শ্রাদ্ধ-প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।

দেবপক্ষের অনুজ্ঞা—দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ-সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রাদ্ধকারী পড়িবেন—

(১) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(২) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(৩) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি।

(৪) (জপ) ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতু-র্ব্বরেণ্যং ভর্গো
দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ।

দেবপক্ষের অনুজ্ঞার বাক্য—বিষ্ণুরোঁ। তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্

অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ মাতু-রমুকী-দেব্যাঃ
অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকী-দেব্যাঃ
অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকী-দেব্যাঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতু-রমুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
আভ্যুদয়িকে শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাম্
আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধম্

আমান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন

সযবোদকেন

কুশময়ব্রাহ্মণয়ো-রহং করিষ্যে।

পুরোহিত (প্রতিবচন)—ওঁ কুরুষ্ব।

মাতৃপক্ষের অনুজ্ঞা—মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ-সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রাদ্ধকারী পড়িবেন—

(১) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(২) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(৩) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(৪) (জপ)—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতু-র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ।

মাতৃপক্ষের অনুজ্ঞার বাক্য—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্

অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ মাতু-রমুকী-দেব্যাঃ
অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকী-দেব্যাঃ
অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকী-দেব্যাঃ
আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধম্

আমান্নেন
ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন
সযবোদকেন
কুশময়ব্রাহ্মণয়ো-রহং করিষ্যে।

পুরোহিত (প্রতিবচন)—ওঁ কুরুষ্ব।

পিতৃপক্ষের অনুজ্ঞা—পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ-সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রাদ্ধকারী পড়িবেন—

(১) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(২) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(৩) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(৪) (জপ)—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎসবিতু-র্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ।

পিতৃপক্ষের অনুজ্ঞার বাক্য—বিষ্ণুরোঁ তৎসদগু অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্

অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতু-রমুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধম্
আমান্নেন
ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন সযবোদকেন
কুশময়ব্রাহ্মণয়ো-রহং করিষ্যে।

পুরোহিত (প্রতিবচন)—ওঁ কুরুষ্ব।

মাতামহপক্ষের অনুজ্ঞা—মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণ-সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রাদ্ধকারী পড়িবেন—

(১) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(২) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(৩) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ ॥
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি ॥

(৪) (জপ) ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎসবিতু-র্ব্বরেণ্যং ভর্গো
দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ।

মাতামহপক্ষের অনুজ্ঞার বাক্য—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্

অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যামুকশর্ম্মণঃ

আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধম্ আমান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন সযবোদকেন কুশময়ব্রাহ্মণয়ো-রহং করিষ্যে।

পুরোহিত (প্রতিবচন)—ওঁ কুরুষ্ব।

অনুবাদ—(ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি) দেবতাভ্যঃ (দেবতাদিগকে) পিতৃভ্যশ্চ (অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃলোকদিগকে) মহাযোগিভ্য এব চ (সনক প্রভৃতি মহাযোগিদিগকে) পুষ্ট্যৈ (নান্দীমুখপিতৃগণের অধিষ্ঠাত্রী পুষ্টিদেবীকে) স্বাহায়ৈ (দেবগণের অন্নের অধিষ্ঠাত্রী স্বাহাদেবীকে) নমঃ (প্রণাম), (তাঁহারা) নিত্যমেব (নিত্যই যেন) (আমার

নিকট) ভবন্তু ইতি (থাকেন)। ['ইতি' শব্দের বিশেষ কোনও অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না।]

দ্রষ্টব্য—মন্ত্রটি প্রকৃত প্রস্তাবে এই—

ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

[ব্রহ্মপুরাণ]

পিতৃদয়িতাতে 'ভবন্ত্বিতি' পাঠ আছে। '**কর্ম্মোপদেশিনী**'তে 'ভবন্ত্বিতি' স্থলে 'ভবন্তু নঃ' পাঠ আছে। আভ্যুদয়িকে, পার্ব্বণে, প্রেতশ্রাদ্ধে ও একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধে 'ভবন্ত্বিতি' অথবা 'ভবন্তু নঃ' পড়িতে হইবে। আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধে 'স্বধায়ৈ' স্থলে 'পুষ্ট্যৈ' বসাইতে হইয়াছে। 'স্বধায়ৈ' চতুর্থীর একবচন। এইজন্য 'স্বধায়ৈ' স্থলে 'পুষ্টি'-শব্দের চতুর্থীর একবচন 'পুষ্ট্যৈ' বসাইতে হইয়াছে। এরূপ বসানকে 'উহ' বলে। 'পিতৃভ্যঃ'-পদের পূর্ব্বে 'নান্দীমুখেভ্যঃ' বসাইতে হইবে না, কারণ এখানে পিতৃদ্বারা মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহকে বুঝায় নাই। এজন্য প্রেতশ্রাদ্ধেও 'পিতৃভ্যঃ' স্থলে 'প্রেতেভ্যঃ' পড়িতে হইবে না। **'উহ' বিষয়ে** স্মার্ত্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রাদ্ধতত্ত্বের উহ-অংশ দ্রষ্টব্য। সেখানে তিনি কোন্ মন্ত্রে কোথায় উহ করিতে হইবে তাহার বিচার করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে একটি মাত্র 'উহ'।

তারপর **ব্রাহ্মণদিগকে কুশাসন-দান।**

[এই সম্বন্ধে **'কর্ম্মোপদেশিনী'** বলেন———

১। ততো দৈবে ত্রিপত্রং গৃহীত্বা—বিষ্ণুরোঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতে কুশাসনে বাং নম [ঃ]—ইতি পাদয়োরধঃ কুশান্ দত্ত্বা, শ্রাদ্ধীয়-দ্রব্যং শ্রাদ্ধভূমিঞ্চ প্রোক্ষেদ্ রক্ষার্থমুদক-পাত্রঞ্চৈকদেশে স্থাপয়েৎ।

২। ততো মাতৃপক্ষে কুশাসনং দদ্যাৎ—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাত-রমুকী-দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকী-দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকী-দেবি এতে কুশাসনে বাং নম [ঃ]—ইতি পাদয়োরধঃ কুশান্ দত্ত্বা শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যং শ্রাদ্ধভূমিঞ্চ প্রোক্ষেদ্ রক্ষার্থমুদক-পাত্রঞ্চৈকদেশে স্থাপয়েৎ।

৩। এবং পিতৃপক্ষে মাতামহপক্ষে চ কুশাসনং দদ্যাৎ।]

পূর্ব্বে যে আসন দেওয়া হইয়াছে তাহা **ব্রাহ্মণদের বসিবার জন্য। এখন যে আসন** দেওয়া হইতেছে তাহার উপর **তাঁহারা পা রাখিবেন।** একটি পাত্রে, সাধারণতঃ কোশাতে, একটি ত্রিপত্র, যব, তুলসী ও জল রাখিয়া, উপুড়-করা ডান হাতে ত্রিপত্রটি ধরিয়া এবং উপুড়-করা বামহাতে কয়েকগাছি (অন্ততঃ দুইগাছি) প্রাদেশ-প্রমাণ কুশ লইয়া **দেবপক্ষের** ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া শ্রাদ্ধকারী বলিবেন—

বিষ্ণুরোঁ বস্থসত্যৌ বিশ্বে দেবা, এতে কুশাসনে বাং নমঃ।

তারপর তিনি ঐ কুশগুলি **দেবপক্ষের** ব্রাহ্মণের পাদদেশে রাখিবেন। পরে মাটিমিশ্রিত জল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যসমূহে এবং শ্রাদ্ধভূমিতে ছিটাইয়া দিবেন এবং বিঘ্ননিবারণের জন্য একটি জলপূর্ণ পাত্র ব্রাহ্মণের একদিকে স্থাপন করিবেন।

মাতৃপক্ষে—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাত-রমুকী-দেবি,
অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকী-দেবি,
অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকী-দেবি,
এতে কুশাসনে বাং নমঃ।

অন্যান্য কাজ **দেবপক্ষের** মত।

পিতৃপক্ষে—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিত-রমুকশর্ম্মন্
অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহামুকশর্ম্মন্
অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহামুক শর্ম্মন্
এতে কুশাসনে বাং নমঃ।

অন্যান্য কাজ **দেবপক্ষের** মত।

মাতামহপক্ষে—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহা-
মুকশর্ম্মন্

অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহামুকশর্ম্মন্
অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহামুকশর্ম্মন্
এতে কুশাসনে বাং নমঃ।

অন্যান্য কাজ **দেবপক্ষের** মত।

দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক পক্ষে **দুইজন** ব্রাহ্মণ আছেন। এইজন্য **'এতে** কুশাসনে' (এই দুইখানা কুশাসন), বাং (আপনাদের দুইজনকে) নমঃ (অর্পণ করিতেছি)। **মাতৃ, পিতৃ** ও **মাতামহ**—এই তিন পক্ষের **প্রত্যেক পক্ষে তিনজনের শ্রাদ্ধ** করা হইলেও **প্রত্যেক পক্ষে দুইজন ব্রাহ্মণ** বসিয়াছেন।

আবাহন

দেবপক্ষের আবাহন—দেবপক্ষের ব্রাহ্মণাসনের সম্মুখে আসিয়া ডানহাতে যব লইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রাদ্ধকারী বলিবেন—

(১) ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে ?

[কাত্যায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট]

পুরোহিত (প্রতিবচন)—

(২) ওঁ আবাহয়।

[কাত্যায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট]

তারপর ডানহাতে যব রাখিয়াই নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

(৩) ওঁ বিশ্বে দেবাস আ গত, শৃণুতা ম ইমগুঁ হবম্।
এদং বর্হি-র্নি ষীদত ॥ *

[মা-বা-সং—৭।৩৪,
কা-বা-সং-উৎকল—৭।৩৪,
কা-বা-সং-চৌখাম্বা—৭।১৬।১]

মন্ত্রটি জপ করার পর দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ-সম্মুখে যবগুলি ছড়াইয়া দিতে হইবে। তারপর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িতে হইবে—

(৪) ওঁ বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমগুঁ হবং মে,
যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবি ষ্ঠ।
যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা,
আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ ॥ *

[মা বা-সং—৩৩।৫৩, কা বা-সং-উৎকল
—৩২।৫৩, ঋগ্বেদ—৬।৫২।১৩]

ইহাই আবাহনের মন্ত্র।

* দ্রষ্টব্য =[(১) দেবাসঃ='দেব'-শব্দ প্রথমার বহুবচন সম্বোধনে। পক্ষে দেবাঃ। 'আজ্জসেরসুক্'=পাণিনির এই সূত্র দ্রষ্টব্য। (২) গত – গম্ + লোট ত। ছান্দস

অনুবাদ—(১) বিশ্বান্ দেবান্ (বিশ্বদেবগণকে) আবাহয়িষ্যে (আবাহন করিব কি ?)

(২) আবাহয় (আবাহন কর)।

(৩) বিশ্বে দেবাসঃ (হে বিশ্বদেবগণ,) (আপনারা) আগত (আসুন,) মে (আমার) ইমং (এই) হবং (আহ্বান) শৃণুতা (শ্রবণ করুন)। (আমার আহ্বান শুনিয়া) ইদং বর্হিঃ (এই কুশোপরি) আ|নিষীদত (উপবেশন করুন)।

(৪) বিশ্বেদেবাঃ (হে বিশ্বদেবগণ,) যে (যে) (আপনারা) অন্তরিক্ষে (অন্তরীক্ষে,) যে (যে) (আপনারা) উপ দ্যবি (দ্যুলোকের নিকটে, অর্থাৎ ভূলোকে) স্থ (অবস্থান করেন), যে(যে) (আপনারা) অগ্নিজিহ্বাঃ (অগ্নিমুখ) উত বা (এবং) (যে আপনারা) যজত্রাঃ (যজ্ঞদ্বারা উপাস্য),

প্রয়োগ। (৩) শৃণুতা – ‘শৃণুত’ স্থানে ছান্দস প্রয়োগ। ‘অন্যেষামপি দৃশ্যতে’ – পাণিনি ৬।৩।১৩৭, সিদ্ধান্তকৌমুদী ৩৫৩৯ সূত্র দ্রষ্টব্য। (৪) এদং – ‘আ’ এই উপসর্গটিকে ‘নিষীদত’-এর সহিত যুক্ত করিতে হইবে। ‘তে প্রাগ্ধাতোঃ’, ‘ছন্দসি পরেঽপি’ এবং ‘ব্যবহিতাশ্চ’ – পাণিনির এই তিনটি সূত্র দ্রষ্টব্য। এদং = আ + ইদং। (৫) ইদং বর্হিঃ = অস্মিন্ বর্হিষি – সপ্তমী ‘ঙি’ স্থানে লুক্ (লোপ)। পাণিনিসূত্র – (৭।১।৩৯) সুপাং সুলুক্-পূর্ব্বসবর্ণাচ্ছেযাডাড্যাযাজালঃ। সন্ধি ভাঙ্গিলে—সুপাং সু-লুক্-পূর্ব্বসবর্ণ-আ-আৎ-শে-যা-ডা-ড্যা-যাচ্-আলঃ। (৬) অন্তরিক্ষে—বেদে ‘অন্তরীক্ষ’ স্থানে সর্ব্বদাই ‘অন্তরিক্ষ’ হয়। (৭) যে অন্তরিক্ষে—‘প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে’—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ‘যে’-এর ‘এ’ প্রকৃতিতে রহিয়াছে। (৮) য উপ= যে+উপ। (৯) ম ইমগুঁ =মে+ইমগুঁ। (১০) দ্যবি – স্ত্রীলিঙ্গ, ‘দ্যো’ শব্দ সপ্তমীর একবচন। দ্যবি=দিবি। (১১) স্থ=অদাদি অস্+লট্ থ। (১২) দ্যবি+স্থ=দ্যবি ষ্ঠ। ‘পূর্ব্বপদাৎ’ – পাণিনির এই সূত্রানুসারে ষত্ব। (১৩) অগ্নিজিহ্বাঃ – অগ্নি জিহ্বাতে যাঁহাদের।

(সেই আপনারা) মে (আমার) ইমং (এই) হবং (আহ্বান) শৃণুত (শ্রবণ করুন) (এবং) অস্মিন্ বর্হিষি (এই কুশে) আসন্থ (বসিয়া) মাদয়ধ্বম্ (আনন্দিত হউন)।

মাতৃপক্ষের আবাহন—মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণাসনের সম্মুখে আসিয়া, ডানহাতে যব লইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রাদ্ধকারী বলিবেন—

ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৃন্ আবাহয়িষ্যে ?

পুরোহিত—ওঁ আবাহয়।

তারপর ডানহাতে যব রাখিয়াই নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিতে হইবে—

ওঁ উশন্তস্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।
উশ-ন্নুশত আ বহ নান্দীমুখান্ পিতৄন্
হবিষে অত্তবে॥ *

* দ্রষ্টব্য—(১) হবিষে অত্তবে—এখানে সন্ধি হয় নাই।

সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ = সোম্যাসো + অগ্নিষ্বাত্তাঃ
= সোম্যাস উ + অগ্নিষ্বাত্তাঃ
= সোম্যাস র্ + অগ্নিষ্বাত্তাঃ
= সোম্যাসস্ + অগ্নিষ্বাত্তাঃ

মদন্তোঽধি = মদন্তো + অধি = মদন্ত উ + অধি
= মদন্তর্ + অধি = মদন্তস্ + অধি

তেঽবন্ত = তে + অবন্ত।

মন্ত্রটি জপ করার পর মাতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ-সম্মুখে যবগুলি অমন্ত্রক ছড়াইয়া দিতে হইবে। তারপর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িতে হইবে—

ওঁ আ যন্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ
সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভি-র্দেবযানৈঃ।
অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তোঽধি
ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্॥ *

পিতৃপক্ষের আবাহন—ঠিক মাতৃপক্ষের মত। 'নান্দীমুখান্ পিতৃন্' এবং 'নান্দীমুখাঃ পিতরঃ' পূর্ব্ববৎ থাকিবে।

মাতামহপক্ষের আবাহন—ঠিক মাতৃপক্ষের মত। 'নান্দীমুখান্ পিতৃন্' এবং 'নান্দীমুখাঃ পিতরঃ' পূর্ব্ববৎ থাকিবে।

---

(২) অত্তবে = অদ্+তুমর্থে তবেঙ্ বা তবেন্। স্বরে ভেদ। তবেঙ্ করিলে 'অত্তবে'-এর দ্বিতীয়স্বর উদাত্ত, 'তবেন্' করিলে আদিস্বর উদাত্ত। এখানে 'তবেন্'-ই করিতে হইবে কারণ, বেদাচার্য্যগণের মতে এখানে আদিস্বর উদাত্ত। অত্তবে=অত্তুম্। ইহার কর্ম্ম 'হবিষে' চতুর্থী বিভক্তিতে আছে। ইহা শুদ্ধ প্রয়োগ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়া স্থলে চতুর্থী।

(৩) উশন্, উশন্তঃ, উশতঃ—অদাদি বশ্+শতৃ। পুংলিঙ্গ 'উশৎ'—শব্দের প্রথমার একবচনে 'উশন্', প্রথমার বহুবচনে 'উশন্তঃ' এবং দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'উশতঃ'। বশ্—কামনা করা, ইচ্ছা করা।

(৪) সোম্যাসঃ—'সোম্য'-শব্দের প্রথমার বহুবচন। বৈদিক প্রয়োগ। তুলনা কর 'দেবাসঃ'। সোমমর্হতি যঃ' ইতি সোম+য।

কাহারও কাহারও মতে আবাহনের সময় যব ছড়ান অমন্ত্রক নহে। এই মতে দেবপক্ষের মন্ত্র—

ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ।

এবং অন্যান্য পক্ষের মন্ত্র—

ওঁ অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।

দ্রষ্টব্য—(১) প্রথম মন্ত্রটির বেদের পাঠ—

ওঁ উশন্তস্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।
উশ-ন্নুশত আ বহ পিতৄন্
হবিষে অত্তবে॥

[মা-বা-সং—১৯।৭০,
কা-বা-সং-উৎকল—২১।৭০,
ঋগ্বেদ—১০।১৬।১২]

দ্রষ্টব্য—(২) দ্বিতীয় মন্ত্রটির বেদের পাঠ—

ওঁ আ য়ন্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ
পথিভি-র্দেবযানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে
স্বধয়া মদন্তোঽধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্॥

[মা-বা-সং—১৯।৫৮,
কা-বা-সং-উৎকল—২১।৫৯]

অনুবাদ—(১) (হে অগ্নে,) (আমরা) (হবির্দান) উশন্তঃ (কামনা করিয়া) ত্বা (তোমাকে) নিধীমহি (স্থাপন করিতেছি) (এবং) (সেই) উশন্তঃ (কামনা করিয়াই) (তোমাকে) সমিধীমহি (উদ্দীপ্ত করিতেছি,) (তুমিও) (নিজে) (সেই হবি) উশন্ (কামনা করিয়া) উশতঃ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ (হবি কামনা করেন যে নান্দীমুখ পিতৃগণ, তাঁহাদিগকে) হবিষে অত্তবে (সেই হবি ভোজন করিবার জন্য) আবহ (লইয়া আস) ।

অনুবাদ—(২) নঃ (আমাদের) সোম্যাসঃ (সোমপানার্হ) (ও) অগ্নিষ্বাত্তাঃ (যাঁহারা অগ্নির সাহায্যে হবিঃ আস্বাদন করেন তাদৃশ) নান্দীমুখাঃ পিতরঃ (নান্দীমুখ পিতৃগণ) পথিভির্দেবযানৈঃ (দেবযান পথদ্বারা) আয়ন্তু (আসুন) । (আসিয়া) তে (তাঁহারা) অস্মিন্ যজ্ঞে (এই যজ্ঞে, এই শ্রাদ্ধে) পুষ্ট্যা (অন্নদ্বারা) মদন্তঃ (তৃপ্তিলাভ করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) অধিব্রুবন্তু (বড় বলুন, আশীর্ব্বাদ করুন) (এবং আমাদিগকে) অবন্তু (রক্ষা করুন) ।

অর্ঘ্যদান

অর্ঘ্যদানের মন্ত্রসমূহ—

১ । ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ । (১১ বার পাঠ)

২ । ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ । (১১ বার পাঠ)

৩ । ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়,
আপো ভবন্তু পীতয়ে ।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ (১১ বার পাঠ)

৪। ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ।
(২ বার পাঠ)

৫। ওঁ যবোঽসি সোমদেবত্যো গোষবো
দেবনির্ম্মিতঃ।
প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্ট্যা নান্দীমুখান্ পিতৄল্লোঁকান্
প্রীণাহি নঃ স্বাহা। (৯ বার পাঠ)

মন্ত্রটি মূলে—

ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোষবো দেবনির্ম্মিতঃ।
প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄল্লোঁকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা॥
(কাত্যায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট)

পার্ব্বণে এই মন্ত্রটি বেদের মতই পড়িতে হইবে। একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধেও বেদের পাঠ। প্রেতশ্রাদ্ধে পিতৄল্লোঁকান্ স্থলে 'প্রেতাল্লোঁকান্' পড়িতে হইবে। আভ্যুদয়িকে 'তিলোঽসি' স্থানে 'যবোঽসি', 'স্বধয়া' স্থানে 'পুষ্ট্যা' এবং 'পিতৄল্লোঁকান্' স্থানে 'নান্দীমুখান্ পিতৄল্লোঁকান্' হইয়াছে।

৬। ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবু-,
র্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্য্যাঃ।
হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ,
শিবাঃ শগুঁ স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু॥
(কাত্যায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট)
এই মন্ত্রটি ১০ বার পাঠ।

অর্ঘ্যদানের কাজ অত্যন্ত জটিল। ইহার মূল সংস্কৃতপদ্ধতি এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

ততো দৈবে উত্তরাগ্রকুশপত্রমেকং ভূমৌ নিধায় তদুপরি অর্ঘ্যপাত্র-দ্বয়ং স্থাপয়িত্বা, প্রত্যেকেন সাগ্রং প্রাদেশপ্রমাণংগর্ভশূন্যং কুশপত্রদ্বয়ং কুশান্তরেণ বেষ্টিতং 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' ইতি মন্ত্রেণ নখব্যতিরেকেন ছিত্ত্বা, প্রত্যেকেন ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থ [ঃ] ইতি স্নাপয়িত্বা, অর্ঘ্যপাত্রদ্বয়ে উত্তরাগ্রং স্থাপয়েৎ। ততোঽর্ঘ্যপাত্রদ্বয়ে প্রত্যেকেন জলগণ্ডূষং দদ্যাদনেন মন্ত্রেণ—

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়, আপো ভবন্তু পীতয়ে।

শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥

ততো যবান্ গৃহীত্বা, ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতী-রিত্যর্ঘ্যপাত্রদ্বয়ে প্রত্যেকেন যবান্ বিকীর্য্য, তূষ্ণীং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতানি দত্ত্বা কুশান্তরেণাচ্ছাদয়েৎ।

ততঃ মাত্রাদিব্রাহ্মণাগ্রতঃ উত্তরাগ্রং কুশপত্রত্রয়ং ভূমৌ নিধায়, মূলে ত্রীণি, মধ্যে ত্রীণি, অগ্রে ত্রীণ্যর্ঘ্যপাত্রাণি স্থাপয়েৎ। ততঃ প্রত্যেকেন পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ—ইতি নখব্যতিরেকেন ছিত্ত্বা, প্রত্যেকেন ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থ [ঃ]—ইতি স্নাপয়িত্বা, মাত্রাদিপাত্রেষু উত্তরাগ্রং স্থাপয়িত্বা,

ওঁ শন্নো দেবীরিতি প্রত্যেকেনার্ঘ্যপাত্রেষু জলগণ্ডূষং দদ্যাৎ। ততো যবান্ গৃহীত্বা,

ওঁ যবোঽসি সোমদেবত্যো গোষবো দেবনির্ম্মিতঃ।

প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্ট্যা নান্দীমুখান্ পিতৄল্লোঁকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা—ইতি মাত্রাদি-অর্ঘ্যপাত্রে প্রত্যেকেন যবান্ বিকীর্য্য, তুষ্ণীং গন্ধপুষ্পাক্ষতানি দত্ত্বা, কুশান্তরেণাচ্ছাদয়েৎ।

ততো দৈবে কৃতাঞ্জলিঃ—ওঁ অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘ্যপাত্রে স্তাম্ ইতি বদেৎ। তত উদ্ঘাটনং কৃত্বা, ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং দত্ত্বা, জলান্তরং পুষ্পান্তরঞ্চ দত্ত্বা, পুষ্পান্তরেণ শিরঃপাণ্যাদিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নম [ঃ]—ইতি পূজয়েৎ। ততোঽর্ঘ্যপাত্রদ্বয়ং বামহস্তে কৃত্বা, দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য

ওঁ যা দিব্যেতি মন্ত্রং পঠিত্বা, ত্রিপত্রং গৃহীত্বা, ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবা এতাবর্ঘৌ বাং নমঃ।

ততঃ প্রদক্ষিণো ভূত্বা, মাতৃপক্ষাদৌ কৃতাঞ্জলিঃ

ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্ত—ইতি প্রত্যেকেনাচ্ছিদ্রং কৃত্বা, প্রত্যেকেন ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাণি দত্ত্বা, মাতুরর্ঘ্যপাত্রং দক্ষিণহস্তেন পূর্ব্ববদাচ্ছাদ্য ওঁ যা দিব্যেতি পঠিত্বা—অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি এব তে অর্ঘো নম [ঃ]—ইতি উৎসৃজেৎ। ততঃ সংস্রবজলম্ অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপয়িত্বা, (অর্ঘ্যপাত্রং) পূর্ব্বস্থানে স্থাপয়েৎ।

এবং পিতামহীপ্রপিতামহ্যোঃ পিত্রাদীনাঞ্চার্ঘ্যজলম্ উৎসৃজ্য, সর্ব্বত্র সংস্রবং স্থাপয়েৎ।

ততঃ পিতামহী-প্রপিতামহীপাত্রসংস্রবজলং মাতুরর্ঘ্যপাত্রে স্থাপয়িত্বা, প্রপিতামহীপাত্রেণাচ্ছাদ্য

এবং পিতামহাদিপঞ্চপাত্রসংস্রবজলং পিতৃপাত্রে কৃত্বা, প্রপিতামহপাত্রেণাচ্ছাদ্য

যথাবিধি ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসীত্যনেন
ন্যুব্জীকৃত্য
কর্ত্তুর্ বামতো ন্যসেৎ।

অর্ঘ্যদান

অর্ঘ্য মোট ১১টি—(১) দেবপক্ষে—২, (২) মাতৃপক্ষে—৩, (৩) পিতৃপক্ষে—৩, (৪) মাতামহপক্ষে—৩। দেবপক্ষের অর্ঘ্য দুইটি হইলেও, একবারমাত্র বাক্য পড়িয়া একসঙ্গে অর্ঘ্যদুইটি উৎসর্গ করিতে হইবে, বসু ও সত্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ উৎসর্গ-বাক্য বলিতে হইবে না। মাতৃপক্ষের অর্ঘ্য-তিনটি হইতে একটি মাতার, একটি পিতামহীর এবং একটি প্রপিতামহীর উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র পড়িয়া উৎসর্গ করিতে হইবে। পিতৃপক্ষে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশ্যে এবং মাতামহপক্ষেও মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ-প্রমাতামহের উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ বাক্য বলিয়া এক একটি অর্ঘ্য উৎসর্গ করিতে হইবে।

শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে **তন্ত্রতা** বলিয়া একটি কথা আছে। রঘুনন্দনের স্মৃতির টীকাকার কাশিরাম বাচস্পতি বলেন—

অনেকমুদ্দিশ্য সকৃৎ প্রবৃত্তিস্তন্ত্রতা—অর্থাৎ অনেকের উদ্দেশ্যে এক-সঙ্গে কাজ করাকে **তন্ত্রতা** বলে। এই সম্বন্ধে ছন্দোগপরিশিষ্টকার কাত্যায়ন বলেন—

অর্ঘ্যেঽক্ষয্যোদকে চৈব পিণ্ডদানেঽবনেজনে।

তন্ত্রস্য বিনিবৃত্তিঃ স্যাৎ স্বধাবাচন এব চ॥

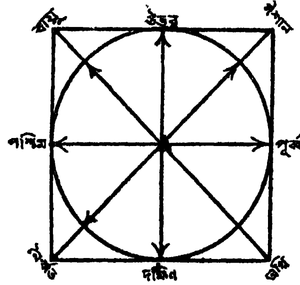
অর্থাৎ অর্ঘ্যদান, অক্ষয্যোদকদান, পিণ্ডদান, অবনেজন, প্রত্যবনেজন এবং স্বধাবাচন—এই সকল কার্য্যে তন্ত্রতা নাই। আসনদানে তন্ত্রতা আছে। এইজন্য এক-একটি বাক্য বলিয়া এক পক্ষের আসন উৎসর্গ করা হইয়াছে। আবাহনেও তন্ত্রতা আছে। পরে আমরা দেখিব যে, গন্ধাদিপঞ্চকদানে, ভোজনপাত্রোৎসর্গে এবং দক্ষিণাদানেও তন্ত্রতা আছে।

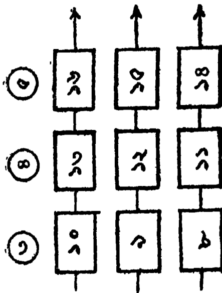
অর্ঘ্যদানে ১১টি পাত্র বা কলাগাছের ডোঙ্গা, ১১টি পবিত্র এবং ১০টি ত্রিপত্র আবশ্যক।

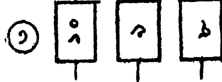
দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ-সম্মুখে দক্ষিণ-উত্তর দিক্ করিয়া (মূল দক্ষিণে এবং অগ্র উত্তরে) একগাছি কুশ পাতিয়া ঐ কুশের উপর পাশাপাশি দক্ষিণ-উত্তর করিয়া দুইটি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করুন। (৬৯ পৃষ্ঠার চিত্রের ৬ এবং ৭ দ্রষ্টব্য।)

মাতৃ, পিতৃ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণদের সম্মুখে দক্ষিণ-উত্তরদিক্ করিয়া (মূল দক্ষিণে এবং অগ্র উত্তরে) পাশাপাশি মোটে তিনগাছি কুশ পাতুন। ইহাদের মূল

মাতৃব্রাহ্মণের, মধ্য পিতৃব্রাহ্মণের এবং অগ্র মাতামহব্রাহ্মণের নিকট আছে। পূর্ব্বদিকের কুশটির মূলে দক্ষিণ-উত্তর করিয়া মাতার অর্ঘ্যপাত্র (চিত্রের ৮) স্থাপন করুন। মধ্যের কুশটির



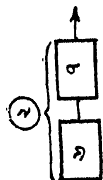




মাতামহপক্ষ

পিতৃপক্ষ

মাতৃপক্ষ



দেবপক্ষ



কর্ত্তার আসন

মূলে পিতামহীর অর্ঘ্যপাত্র (৯) ঐ ভাবে স্থাপন করুন। পশ্চিম দিকের কুশটির মূলে ঐ ভাবেই প্রপিতামহীর অর্ঘ্যপাত্র (১০) স্থাপন করুন। কুশতিনটির মধ্যভাগে ঐ ক্রমে ঐ ভাবে পিতা (১১), পিতামহ (১২) এবং প্রপিতামহের (১৩) অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করুন। কুশ তিনটির অগ্রে ঐ ক্রমে ঐ ভাবেই মাতামহ (১৪), প্রমাতামহ (১৫) এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহের (১৬) অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করুন।

এখন অর্ঘ্যপাত্রের জন্য এগারটি 'পবিত্র' নির্ম্মাণ করিতে হইবে। নির্ম্মাণ-প্রণালী পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। 'পবিত্র'-নির্ম্মাণের সময় কুশচ্ছেদনের মন্ত্র—

(১) ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।

[মা-বা-সং—১।১২, ১০।৬, কা-বা-সং-উৎকল—১।১৬, কা-বা-সং-চৌখাম্বা—১।৪।১, গোভিলগৃহ্য—১।৭।২২]

ঐ ভাবি-পবিত্রটিকে বামহাতে ধরিয়া, মূল নীচে ও অগ্র ঊর্দ্ধে রাখিয়া, উহার উপর ত্রিপত্রদ্বারা জল ছিটানের মন্ত্র—

(২) ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ।

[গোভিলগৃহ্য—১।৭।২৩]

অনুবাদ—(১) পবিত্রে (হে পবিত্রদ্বয়,) (তোমরা) বৈষ্ণব্যৌ (যজ্ঞসম্বন্ধি) স্থঃ (হও)।

অনুবাদ—(২) (হে পবিত্রদ্বয়,) (তোমরা) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) মনসা (স্মরণ মাত্রই) পূতে (পবিত্র) স্থঃ (হও)।

দ্রষ্টব্য—একটি পবিত্র হইলেও, ইহাতে দুইটি কুশদল আছে। এই জন্য পবিত্রদ্বয় বলা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, পবিত্রদ্বয়=কুশদ্বিদলযুক্ত একটি পবিত্র। 'পবিত্র'-শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। সম্বোধনের দ্বিবচনে 'পবিত্রে'। বৈষ্ণব্যৌ—বিষ্ণু+তস্যেদমিত্যণ্ =বৈষ্ণব। বৈষ্ণব+স্ত্রিয়াং ঙীপ্= 'বৈষ্ণবী'। 'বৈষ্ণবী'-শব্দ প্রথমার দ্বিবচনে 'বৈষ্ণব্যৌ'। বিষ্ণু=যজ্ঞ। 'পবিত্র' ক্লীবলিঙ্গ হওয়াতে তাহার বিশেষণ হওয়া উচিত ছিল 'বৈষ্ণবে'। কিন্তু হইয়াছে 'বৈষ্ণব্যৌ'। ইহা ছান্দস 'ব্যত্যয়ো বহুলম্' বুঝিতে হইবে। তোমরা যজ্ঞসম্বন্ধি হও=যজ্ঞে তোমাদের আবশ্যকতা আছে। এইভাবে এক একটি করিয়া ১১টি পবিত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রেতশ্রাদ্ধে কিংবা একোদ্দিষ্টবিধিকশ্রাদ্ধে একটি মাত্র পবিত্রের প্রয়োজন হয়। তাহাতে একটি মাত্র কুশদল থাকে। মন্ত্র দুইটি তখন এইরূপ হইবে—

(১) ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী।

(২) ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতমসি।

তারপর এক-একটি পবিত্রকে উত্তরাগ্র করিয়া এক-একটি **অর্ঘ্যপাত্রে অমন্ত্রক স্থাপন করুন।**

পরে প্রত্যেক পাত্রে ডানহাতের **দৈবতীর্থ** দ্বারা এক-এক গণ্ডূষ জল দিতে হইবে।

জল দেওয়ার ক্রম ঃ—

(১) দেবপক্ষের দক্ষিণ দিকের পাত্র,
(২) দেবপক্ষের উত্তর দিকের পাত্র,
(৩) মাতৃপাত্র,
(৪) পিতামহী-পাত্র,
(৫) প্রপিতামহী-পাত্র,
(৬) পিতৃপাত্র,
(৭) পিতামহ-পাত্র,
(৮) প্রপিতামহ-পাত্র,
(৯) মাতামহ-পাত্র,
(১০) প্রমাতামহ-পাত্র,
(১১) বৃদ্ধপ্রমাতামহ-পাত্র।

প্রত্যেক পাত্রে জল দেওয়ার সময় নিম্নোক্ত মন্ত্রটি একবার করিয়া পড়িতে হইবে (মোট ১১ বার)—

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়, আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ।

[ঋগ্বেদ—১০।৯।৪, অথর্ব্ববেদ ১।৬।১]

অনুবাদ—দেবীঃ (দীপ্যমান) আপঃ (জল) নঃ (আমাদের) শং (শান্তিদায়ক) (হউক,) (তাহারা আমাদের) অভিষ্টয়ে (যজ্ঞের নিমিত্ত, যজ্ঞের প্রয়োজনসাধক) (হউক,) (তাহারা আমাদের) পীতয়ে (পানের নিমিত্ত, পিপাসানিবারক) ভবন্তু (হউক)। (তাহারা) শং (উপস্থিত রোগসমূহের উপশমকারক) (এবং) যোঃ (অনাগত রোগদিগের অর্থাৎ যে সব রোগ আসিবার সম্ভাবনা তাহাদের পৃথক্‌কারক অর্থাৎ বাধক) (হইয়া) নঃ (আমাদের) অভি (উদ্দেশ্যে) স্রবন্তু (ক্ষরিত হউক)।

দ্রষ্টব্য—মন্ত্রটির ছন্দ গায়ত্রী। ইহার

প্রথম পাদ—শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে।

দ্বিতীয় পাদ—আপো ভবন্তু পীতয়ে।

তৃতীয় পাদ—শং যোরভি স্রবন্তু নঃ।

সন্ধিতে 'অভিষ্টয়ে' স্থানে 'অভিষ্টয়' হইয়াছে। মন্ত্রটি পড়িবার সময়ে 'অভিষ্টয়ে' পড়িলে ভুল হইবে। অভি-যজ্‌+ক্তি=অভি-ইজ্‌+তি=অভীষ্টি। এখানে 'অভিষ্টি' ছান্দস—বুঝিতে হইবে। চতুর্থীর একবচনে 'অভিষ্টয়ে'। বেদে 'শং'-শব্দটি পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। 'যোঃ'-ও অনেক স্থানে পাওয়া যায়। দুইটিই অব্যয়। যদিও মন্ত্রটি বাজসনেয়িসংহিতায় নাই অর্থাৎ ইহা পরশাখীয়, তথাপি ইহা পাঠ করিতে আপত্তি হইতে পারে না। ছন্দোগপরিশিষ্টকার কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পরোক্তমবিরোধি চ।
বিদ্বদ্ভি-স্তদনুষ্ঠেয়-মগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবৎ ॥

অর্থাৎ যাহা স্বশাখায় লেখা নাই অথচ পরের লিখিত, কিন্তু নিজ শাখার অবিরোধী, তাহা অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মের ন্যায় বিদ্বজ্জনকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয়। বেদের সকল শাখাতে অগ্নিহোত্রকর্ম্মের উল্লেখ না থাকিলেও সকল বেদীই তাহা করিয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদীয় গৃহ্যপরিশিষ্টকার কাত্যায়নও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে জল দিতে উপদেশ দিয়াছেন—

যথা—যজ্ঞিয়বৃক্ষচমসেষু পবিত্রান্তর্হিতেষ্বেকৈকস্মিন্নপ আ সিঞ্চতি শন্নো দেবীরিতি। যজ্ঞিয়বৃক্ষচমস=যজ্ঞিয়বৃক্ষের এক প্রকার পাত্র। *এই শ্রাদ্ধে আমরা তৎপরিবর্ত্তে কলাগাছের পাচলের ডোঙ্গা ব্যবহার* করিয়াছি।

অর্ঘ্যপাত্রে যব-বিকিরণ

এখন নিম্নলিখিত ক্রমে অর্ঘ্যপাত্রসমূহে ডানহাতের **দৈবতীর্থ** দ্বারা যব দিতে হইবে—(১) দেবপক্ষের দক্ষিণদিকের পাত্র, (২) দেবপক্ষের উত্তরদিকের পাত্র, (৩) মাতৃপাত্র, (৪) পিতামহীপাত্র, (৫) প্রপিতামহীপাত্র, (৬) পিতৃপাত্র, (৭) পিতামহপাত্র, (৮) প্রপিতামহপাত্র, (৯) মাতামহপাত্র, (১০) প্রমাতামহপাত্র এবং (১১) বৃদ্ধপ্রমাতামহপাত্র।

প্রথম পাত্রে যব দেওয়ার মন্ত্র—

১। **ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ**

[মা-বা-সং—৫।২৬,৬।১, কা-বা-সং-উৎকল—৬।১, কা-বা-সং-(চৌখাম্বা)—৫।৭।১]

দ্বিতীয় পাত্রে	”	ঐ
তৃতীয় পাত্রে	”	ঐ

২। **ওঁ যবোঽসি সোমদেবত্যো গোষবো দেবনির্ম্মিতঃ।**

প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্ট্যা নান্দীমুখান্ পিতৃল্লোঁকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা ॥

[কাত্যায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট]

চতুর্থ পাত্রে	”	ঐ
পঞ্চম পাত্রে	”	ঐ
ষষ্ঠ পাত্রে	”	ঐ
সপ্তম পাত্রে	”	ঐ
অষ্টম পাত্রে	”	ঐ
নবম পাত্রে	”	ঐ
দশম পাত্রে	”	ঐ
একাদশ পাত্রে	”	ঐ

অনুবাদ—১। (হে শস্য,) (যেহেতু তুমি) যবঃ (পৃথক্‌কারী) অসি (হও), (সেই হেতু) (তুমি) (অস্মৎ) (আমাদিগহইতে) দ্বেষঃ (শত্রুদিগকে) (এবং) অরাতীঃ (অদাতৃত্ব, অদান) যবয় (পৃথক্ কর)। **ভাবার্থ**—আমাদের যেন শত্রু না থাকে এবং দান করিবার মত ধন লাভ হয়।

অনুবাদ—২। (হে শস্য,) (তুমি) যবঃ (যব) সোমদেবত্যঃ (সোম তোমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) (তুমি) গোষবঃ (স্বর্গকে দান কর) (তুমি) দেবনির্ম্মিতঃ (বিষ্ণুদেহোৎপন্ন) (তুমি) অদ্ভিঃ (জলের সহিত) পৃক্তঃ (মিশ্রিত হইয়া) পুষ্ট্যা (অন্নরূপে) নান্দীমুখান্ (নান্দীমুখ) পিতৃন্ লোকান্ (পিতৃলোকদিগকে) প্রত্নং (চিরকাল) প্রীণাহি (প্রীতি দান কর)। (এই প্রার্থনা করিয়া এই যব) স্বাহা (অর্পণ করিলাম)।

দ্রষ্টব্য—'ঈ হল্যঘোঃ'—পাণিনির এই সূত্রানুসারে প্রী+লোট্ হি =প্রীণীহি। 'প্রীণাহি' ছান্দসপ্রয়োগ।

এখন, যে ক্রমে ১১টি পাত্রে যব দেওয়া আছে, সেই ক্রমে ঐ পাত্রসমূহে একে একে অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প ও আতপ চাউল দিন্।

তারপর, ১১টি কুশের টুক্‌রা লইয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রমে একে একে ১১টি পাত্রকে আচ্ছাদন করুন।

দেবপক্ষের অর্ঘ্য-উৎসর্গ

১। দেবপক্ষের ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া বলুন—

ওঁ অছিদ্রে ইমে অর্ঘ্যপাত্রে স্তাম্।

পুরোহিত—ওঁ স্তাম্। *

২। তারপর দেবপক্ষের অর্ঘ্যপাত্র দুইটি হইতে আচ্ছাদন-কুশদুইটি ফেলিয়া দিন। এই কাজকে 'উদঘাটন' বলে।

৩। তারপর অর্ঘ্যপাত্র দুইটি হইতে পবিত্র দুইটি তুলিয়া দেবপক্ষের ব্রাহ্মণে দিন্। ইহাকে 'ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রদান' বলে।

৪। তারপর কোশা হইতে একগণ্ডূষ জল অমন্ত্রক দেবপক্ষের ব্রাহ্মণহস্তে দিন্। পদ্ধতির ভাষা—'জলান্তরং দত্ত্বা' অর্থাৎ এই জল কোশার জল, অর্ঘ্যপাত্রের জল নহে।

৫। তারপর পুষ্পপাত্র হইতে পুষ্প লইয়া অমন্ত্রক দেবপক্ষের ব্রাহ্মণে দিন্। পদ্ধতির ভাষা—'পুষ্পান্তরঞ্চ দত্ত্বা' অর্থাৎ এই পুষ্প অর্ঘ্যপাত্রের পুষ্প নহে।

৬। তারপর পুষ্পপাত্র হইতে আর একটি পুষ্প দেবপক্ষের ব্রাহ্মণে দিয়া **'শিরঃ-পাণ্যাদিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ'**—এই বলিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে পূজা করুন। পদ্ধতির ভাষা—'পুষ্পান্তরেণ

* দ্রষ্টব্য—স্তাম্=হউক। অস্‌ধাতু লোট্ প্রথমপুরুষের দ্বিবচন।

শিরপাণ্যাদিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ ইতি পূজয়েৎ'। ইহাও অর্ঘ্য-পাত্রের পুষ্প নহে। কাহাকে পূজা করিবে? দেবপক্ষের ব্রাহ্মণকে।

৭। (ক) এখন দেবপক্ষের একটি অর্ঘ্যপাত্র অপরটির উপর রাখিয়া (কোন্‌টি উপরে থাকিবে তাহার কোনও নিয়ম নাই),

(খ) যুক্তপাত্র দুইটিকে বামহাতের উপর স্থাপন করিয়া,

(গ) ডানহাত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, বলুন—

ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবু-
র্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবী-র্য্যাঃ।
হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ,
শিবাঃ শগুঁ স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু॥ *

[কাত্যায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট]

অনুবাদ—যাঃ (যে) আপঃ (জল) দিব্যাঃ (স্বর্গসম্ভূত), অন্তরীক্ষ্যাঃ (আকাশসম্ভূত) (ও) পার্থিবীঃ (পৃথিবীসম্ভূত), (যাহা) হিরণ্যবর্ণাঃ (রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ) (যাহা) যজ্ঞিয়াঃ (যজ্ঞের উপযোগি), (যাহা) পয়সা (দুগ্ধের সহিত মিলিত হইয়া) সংবভূবুঃ (আছে,) তাঃ (সেই)

---

* দ্রষ্টব্য—দিব্য=স্বর্গসম্ভূত। অন্তরিক্ষ্য=অন্তরীক্ষসম্ভূত অর্থাৎ আকাশসম্ভূত। পার্থিব=পৃথিবীসম্ভূত। 'পার্থিব'-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'পার্থিবী'। তাহার বহুবচনে ভাষাতে 'পার্থিব্যঃ' কিন্তু বেদে 'পার্থিব্যঃ' এবং 'পার্থিবীঃ'। হিরণ্য—স্বর্ণ, রজত। এখানে রজত। যজ্ঞিয়—যজ্ঞের উপযোগী, যজ্ঞের পক্ষে উপযোগী। শগুঁ= শং। স্যোন=সুখকর। স্ত্রীলিঙ্গে 'স্যোনা'। তাহার প্রথমার বহুবচন।

আপঃ (জল) নঃ (আমাদের) শিবাঃ (হিতকর) শং (কল্যাণজনক) (ও) স্যোনাঃ (সুখকর) (হইয়া) সুহবাঃ (সুন্দররূপে অর্পিত) ভবন্তু (হউক)। [সংবভূবুঃ—বর্ত্তমানে লট্। 'ছন্দসি লুঙ্-লঙ্-লিটঃ'। বেদে সর্ব্বকালেই লুঙ্, লঙ্ ও লিট্ হয়। দুগ্ধের সহিত মিলিত হইয়া আছে=দুগ্ধের ন্যায় মাধুর্য্যযুক্ত।]

৮। তারপর উপুড়-করা দক্ষিণ হস্তদ্বারা কোশার জলে ত্রিপত্র ধরিয়া, অর্ঘ্যপাত্রদ্বয়কে বামহাতেই রাখিয়া (দুই হাত যেন পরস্পর সংলগ্ন থাকে এইভাবে)

বিষ্ণুরোঁ বস্বসত্যৌ বিশ্বে দেবা
এতাবর্ঘৌ বাং নমঃ।

বলিয়া অর্ঘ্যে ত্রিপত্রের জলের ছিটা দিয়া, অর্ঘ্য দুইটি তুলিয়া ব্রাহ্মণে দিন্। তারপর অর্ঘ্যপাত্র দুইটিকে নিজ নিজ স্থানে রাখুন। এই কার্য্যে যে ত্রিপত্রটি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাও ব্রাহ্মণে দিয়া দিতে হইবে।

৯। তারপর কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রাহ্মণ-সমীপে বলুন—

ওঁ কৃতৈতদর্ঘ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু।

মাতার অর্ঘ্য-উৎসর্গ

১। ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু।

২। অর্ঘ্যপাত্র হইতে আচ্ছাদন-কুশটি ফেলিয়া দিন্।

৩। অর্ঘ্যপাত্রের পবিত্রটি মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ-হস্তে দিন্।

৪। তারপর কোশা হইতে এক গণ্ডূষ জল লইয়া **দৈবতীর্থ** দ্বারা অমন্ত্রক মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে দিন্।

৫। পরে পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে দিন্।

৬। তারপর পুষ্পপাত্র হইতে আর একটি পুষ্প লইয়া—মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে দিয়া—**'ওঁ শিরঃ-পাণ্যাদিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ'** বলিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে (ব্রাহ্মণদ্বয়কে) পূজা করুন।

৭। এখন মাতার অর্ঘ্যপাত্রটি (ক) বামহাতে লইয়া, (খ) ডানহাত দিয়া আচ্ছাদন করিয়া বলুন—

ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবু-
র্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবী-র্য্যাঃ।
হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ,
শিবাঃ শগুঁ স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু ॥

৮। তারপর উপুড়-করা দক্ষিণ হস্তদ্বারা কোশার জলে ত্রিপত্র ধরিয়া অর্ঘ্যপাত্রটিকে বামহাতেই রাখিয়া (দুই হাত যেন পরস্পর সংলগ্ন থাকে এইভাবে)

'বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতর্ অমুকী-দেবি এষ তেঽর্ঘো নমঃ'—বলিয়া অর্ঘ্যে ত্রিপত্রের জলের ছিটা দিয়া, অর্ঘ্যটি তুলিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে দিন্। অর্ঘ্যপাত্রে কিছু জল যেন অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে **সংস্রব** বা **সংস্রবজল** বলে। যে ত্রিপত্রটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে দিয়া দিতে হইবে।

৯। তারপর কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণসমীপে বলুন—

ওঁ কৃতৈতদর্ঘ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু।

এখন পিতামহী প্রভৃতির অর্ঘ্য-উৎসর্গের কথা বলা যাইতেছে। যেখানে যেখানে ভাষার পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সেইসব স্থলই কেবল লিখিত হইবে।

পিতামহীর অর্ঘ্য-উৎসর্গ

সব কাজই মাতার ন্যায়।

'মাতৃপক্ষ' স্থলে 'মাতৃপক্ষ'-ই থাকিবে। 'মাতার' স্থলে

'পিতামহীর' এবং 'নান্দীমুখি মাতর্' স্থলে 'নান্দীমুখি পিতামহি' পড়িতে হইবে।

প্রপিতামহীর অর্ঘ্য-উৎসর্গ

সব কাজই মাতার ন্যায়। 'মাতৃপক্ষ' স্থলে 'মাতৃপক্ষ'-ই থাকিবে। 'মাতার' স্থলে 'প্রপিতামহীর' এবং 'নান্দীমুখি মাতর্' স্থলে 'নান্দীমুখি প্রপিতামহি' পড়িতে হইবে।

পিতার অর্ঘ্য-উৎসর্গ

সব কাজই মাতার ন্যায়। 'মাতৃপক্ষ' স্থলে 'পিতৃপক্ষ', 'মাতার' স্থলে 'পিতার', 'নান্দীমুখি মাতর্' স্থলে 'নান্দীমুখ পিতর্' এবং 'অমুকী-দেবি' স্থলে 'অমুকশর্ম্মন্' পড়িতে হইবে।

পিতামহের অর্ঘ্য-উৎসর্গ

সব কাজই পিতার ন্যায়। 'পিতার' স্থলে 'পিতামহের' এবং 'নান্দীমুখ পিতর্' স্থলে 'নান্দীমুখ পিতামহ' পড়িতে হইবে।

প্রপিতামহের অর্ঘ্য-উৎসর্গ

সব কাজই পিতার ন্যায়। 'পিতার' স্থলে 'প্রপিতামহের'

এবং 'নান্দীমুখ পিতামহ' স্থলে 'নান্দীমুখ প্রপিতামহ' পড়িতে হইবে।

মাতামহের অর্ঘ্য-উৎসর্গ

সব কাজই পিতার ন্যায়। 'পিতৃপক্ষ' স্থলে 'মাতামহপক্ষ' 'পিতার' স্থলে 'মাতামহের' এবং 'নান্দীমুখ পিতর্' স্থলে 'নান্দীমুখ মাতামহ' পড়িতে হইবে।

প্রমাতামহের অর্ঘ্য-উৎসর্গ

সব কাজই মাতামহের ন্যায়। 'মাতামহের' স্থলে 'প্রমাতামহের' এবং 'নান্দীমুখ মাতামহ' স্থলে 'নান্দীমুখ প্রমাতামহ' পড়িতে হইবে।

বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘ্য-উৎসর্গ

সব কাজই মাতামহের ন্যায়। 'মাতামহের' স্থলে 'বৃদ্ধ-প্রমাতামহের' এবং 'নান্দীমুখ মাতামহ' স্থলে 'নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ' পড়িতে হইবে।

পাত্র-ন্যুব্জীকরণ

ইহার সহিত দেবপক্ষের অর্ঘ্যের কোনও সম্পর্ক নাই।

১। মাতার অর্ঘ্যপাত্রে—পিতামহীর ও প্রপিতামহীর

অর্ঘ্যপাত্রের **সংস্রব** ঢালুন। তারপর প্রপিতামহীর পাত্রদ্বারা মাতার পাত্রকে ঢাকুন। তদুপরি একগাছি কুশ দিন্।

তারপর কুশসহ সমস্ত জিনিষটিকে ন্যুব্জ করিয়া নিজের বাম দিকে স্থাপন করুন। (ন্যুব্জ করিয়া = উল্টাইয়া)

ন্যুব্জ করিয়া স্থাপনের মন্ত্র—

ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি।

[কাত্যায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট]

এখন সকলের নীচে কুশটি আছে। তাহার উপর প্রপিতামহীর পাত্রটি আছে। তদুপরি মাতার পাত্রটি আছে।

২। পিতার অর্ঘ্যপাত্রে পিতামহের, প্রপিতামহের, মাতামহের, প্রমাতামহের এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘ্যপাত্রের 'সংস্রব' ঢালুন। তদুপরি একগাছি কুশ দিন্। তারপর, কুশসহ সমস্ত জিনিষটিকে ন্যুব্জ করিয়া নিজের বামদিকে স্থাপন করুন।

স্থাপনের মন্ত্র—

ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি।

এখন সকলের নীচে কুশটি আছে। তাহার উপর পিতার পাত্রটি আছে। তদুপরি প্রপিতামহের পাত্রটি আছে। *

* দ্রষ্টব্য—নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ—ষষ্ঠীস্থানে চতুর্থী। বেদে বহুস্থানে এরূপ প্রয়োগ আছে। আবার বহুস্থানে চতুর্থীস্থানে ষষ্ঠী পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের মতে পিতৃপাত্রে—মাতৃ

অনুবাদ—(হে সংস্রবজল,) (তুমি) নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ (নান্দীমুখ পিতৃগণের) স্থানম্ (বিশ্রামস্থান) অসি (হও)।

এতক্ষণে অর্ঘ্যদান শেষ হইল।

গন্ধাদিপঞ্চক-দান

(মুখবন্ধ)

গন্ধাদিপঞ্চকদ্বারা (১) সচন্দন তুলসী, (২) সগন্ধ-পুষ্প, (৩) ধূপ; (৪) দীপ এবং (৫) বস্ত্র বুঝিতে হইবে। 'কর্ম্মোপদেশিনী' অবলম্বনে লিখিত সে সব পদ্ধতি বাজারে চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে এই প্রসঙ্গে পাঠবৈষম্য দেখা যায়।

[বটতলা হইতে গণেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কর্ম্মোপ-দেশিনী'তে মুদ্রাকর-প্রমাদসমূহ সংশোধনের পর পদ্ধতি এই—

ততো দৈবে—বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবা এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপ-বাসাংসি বাং নমঃ। ততো এষ বাং গন্ধো নম [ঃ]—ইতি প্রত্যেকেন গন্ধাদীনি দদ্যাৎ। ততো মাতৃপক্ষে—ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাত-রমুকী-দেবি এবং পিতামহীপ্রপিতামহ্যৌ সংবোধ্য—এতানি গন্ধপুষ্প-

---

প্রভৃতি আটটি পাত্রের 'সংস্রব' ঢালিতে হইবে। তারপর প্রপিতামহপাত্রদ্বারা আচ্ছাদন। তারপর তদুপরি কুশ-স্থাপন। তারপর ন্যুব্জীকরণ। মন্ত্র পূর্ব্ববৎ।

ধূপদীপবাসাংসি বাং নমঃ। ততঃ এষ বাং গন্ধো নম [ঃ]—ইতি প্রত্যেকেন গন্ধাদীনি দদ্যাৎ। ততঃ পিতৃপক্ষে—ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকশর্ম্মন্, এবং পিতামহপ্রপিতামহৌ সংবোধ্য— এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপবাসাংসি বাং নমঃ। এবং মাতামহপক্ষে— গন্ধাদীনি দত্ত্বা, দৈবে কৃতাঞ্জলিঃ—ওঁ কৃতৈতদগন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত ইত্যাচ্ছিদ্রং কৃত্বা, মাতৃপক্ষাদৌ অচ্ছিদ্রং কুর্য্যাৎ।

গণেশ ঘোষের 'কর্ম্মোপদেশিনী'তে সর্ব্বত্রই 'বাং' আছে। যুষ্মদ্‌শব্দের চতুর্থীর দ্বিবচনে 'যুবাভ্যাম্, বাম্ (বাং)' এবং বহুবচনে 'যুষ্মভ্যম্, বস্ (বঃ)' হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 'যুবাভ্যাম্' এবং 'যুষ্মভ্যম্'-এর প্রয়োগ নাই। সুতরাং এই পদ্ধতিমতে ব্রাহ্মণসংখ্যাহিসাবেই সব দ্রব্য দেয়। প্রকৃতপক্ষে মাতৃ, পিতৃ ও মাতামহ—প্রত্যেক পক্ষে ব্রাহ্মণ—২। সুতরাং প্রত্যেক পক্ষে প্রত্যেক দ্রব্যসংখ্যাও—২। যথা—

দেবপক্ষে—(১) সচন্দন তুলসী—২, (২) সগন্ধপুষ্প—২, (৩) ধূপ (ধূপকাঠি)—২, (৪) দীপ—২, (৫) সাদা বস্ত্র—২। মাতৃপক্ষে, পিতৃপক্ষে এবং মাতামহপক্ষে—ঠিক ঐরূপ।

প্রকৃত কার্য্যারম্ভ

দেবপক্ষ—একটি পাত্রে সচন্দন তুলসীপত্র—২, সচন্দন পুষ্প—২, ধূপকাঠি—২, দীপ—২ এবং বস্ত্র—২ রাখিয়া উপুড়-করা বামহাতে ধরিয়া, এবং উপুড়-করা ডানহাত দ্বারা কোশার

জলের ত্রিপত্র ধরিয়া (দুই হাত যেন পরস্পর ছোঁয়া থাকে এইরূপ ভাবে)—

'বিষ্ণুরোঁ বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবা এতানি গন্ধপুষ্পধুপদীপবাসাংসি বাং নমঃ'—বলিয়া ত্রিপত্রদ্বারা জলের ছিটা দিয়া শ্রাদ্ধকারী উৎসর্গ করিবেন। তারপর **'এষ বাং গন্ধঃ'**—এই বলিয়া সচন্দন তুলসীপত্র দুইটি, **'এতদ্বাং পুষ্পম্'**—এই বলিয়া সচন্দন পুষ্প দুইটি, দেবপক্ষের ব্রাহ্মণে দিবেন। **'এষ বাং ধূপঃ'**—এই বলিয়া ধূপকাঠি দুইটিতে এবং **'এষ বাং দীপঃ'**—এই বলিয়া দীপ দুইটিতে কয়েকটি আতপ চাউল ছিটাইয়া দিবেন। **'এতদ্বাং বাসঃ'**—এই বলিয়া বস্ত্র দুইখানি একসঙ্গে দেবব্রাহ্মণে দিবেন। তারপর দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ-সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—

ওঁ কৃতৈতদগন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু।

মাতৃপক্ষ ১। বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকী-দেবি,
অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকী-দেবি,
অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকী-দেবি
এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপবাসাংসি বাং নমঃ।

২। এষ বাং গন্ধঃ, এতদ্বাং পুষ্পম্, এষ বাং ধূপঃ, এষ বাং দীপঃ, এতদ্বাং বাসঃ।

৩। ওঁ কৃতৈতদ্গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু।

পিতৃপক্ষ ১। বিষ্ণুরোঁ। অকমুগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকশর্ম্মন্, এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপবাসাংসি বাং নমঃ।

২, ৩। মাতৃপক্ষের ন্যায়।

মাতামহপক্ষ—

১। বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকশর্ম্মন্ এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপবাসাংসি বাং নমঃ।

২, ৩। মাতৃপক্ষের ন্যায়।

দ্বিজদিগের দেবপক্ষে, পিতৃপক্ষে এবং মাতামহপক্ষে দুইটি দুইটি করিয়া ছয়টি যজ্ঞোপবীত দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বাক্যে 'বাসাংসি' স্থলে 'সযজ্ঞোপবীতবাসাংসি' এবং 'বাসঃ' স্থলে 'সযজ্ঞোপবীতবাসঃ' বলিতে হইবে। এখন প্রায় সকল

স্থানেই ধূপকাঠি পাওয়া যায়। প্রত্যেক পক্ষে দুইটি হিসাবে মোট ৮টি ধূপকাঠি আবশ্যক। ধূপকাঠি না মিলিলে, প্রত্যেক পক্ষের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র পাত্রে ধূপ জ্বালিয়া দিতে হইবে। এক একটি খড়্কের সহিত তৈলাক্ত তূলা জড়াইয়া তাহা জ্বালিয়া এক-একটি প্রদীপ তৈয়ার করিতে হইবে। প্রত্যেক পক্ষে এইরূপ দুইটি করিয়া প্রদীপ দিতে হইবে। মোট প্রদীপ-সংখ্যা ৮।

দ্রষ্টব্য—(১) সমাজে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। এজন্য অনেক স্থলে চারিপক্ষে মোট চারিখানা বস্ত্র দেওয়া হয়।

দ্রষ্টব্য—(২) কোনও কোনও পুরোহিত দেবপক্ষে দুইজন দেবতা, মাতৃপক্ষে তিনজন স্ত্রীলোক, পিতৃপক্ষে তিনজন পুরুষ এবং মাতামহপক্ষে তিনজন পুরুষ বলিয়া মোটে ১১খানা বস্ত্র দিতে উপদেশ দেন। এই মত অনুসারে মাতৃ, পিতৃ এবং মাতামহ—প্রত্যেক পক্ষে সচন্দন তুলসী ৩, সচন্দন পুষ্প ৩, ধূপকাঠি ৩ এবং দীপ ৩ দেওয়া কর্ত্তব্য। বাক্যেও এই তিনপক্ষের প্রত্যেক পক্ষে 'বাং' স্থলে 'বঃ' (অর্থাৎ 'বো নমঃ') বলা উচিত, কিন্তু দরিদ্র সমাজে অনেকের পক্ষেই এগারখানা বস্ত্র দেওয়া অসম্ভব।

দ্রষ্টব্য—(৩) অসমর্থ পক্ষে বস্ত্রের পরিবর্ত্তে কিংবা ৮ বা ১১সংখ্যা পূরণের জন্য গামছা দেওয়া যাইতে পারে।

ভোজনপাত্র-স্থাপন

দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ-সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলুন—'ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে ?'

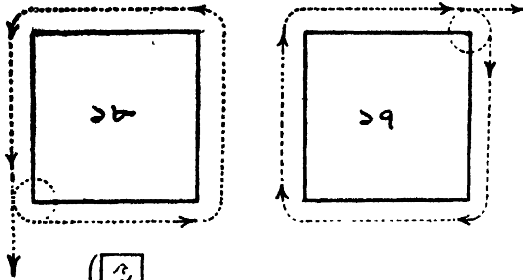
পুরোহিত—ওঁ পাতয়।

এইরূপ মাতৃ, পিতৃ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলুন—

ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে ?

পুরোহিত—ওঁ পাতয়।

তারপর দেবাদিক্রমে (দেব, মাতৃ, পিতৃ, মাতামহ) চারিপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে ১১টি মণ্ডল জল দিয়া আঁকুন। প্রথমতঃ জল দিয়া আঁকিয়া তাহার উপর সাদা চন্দন দিলে ভাল হয়, যদিও এরূপ ব্যবহার নাই। মণ্ডল-সংখ্যা দেবপক্ষে—২, মাতৃপক্ষে—৩, পিতৃপক্ষে—৩, মাতামহপক্ষে—৩, (মণ্ডল = বর্গক্ষেত্র)। প্রত্যেকটি মণ্ডল **ঈশানকোণ হইতে** আরম্ভ করিয়া **দক্ষিণাবর্ত্তে** (অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশানক্রমে) **পূর্ব্বাগ্র** করিয়া (১৭ নং চিত্র) আঁকিতে হইবে। [পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধে দেবপক্ষে এই ভাবেই মণ্ডল আঁকিতে হয় কিন্তু পিতৃ কিংবা মাতামহপক্ষে **নৈঋর্ত কোণ হইতে** আরম্ভ করিয়া



(উত্তর)
(বায়ু)
(ঈশান)
১৮
১৭
(পশ্চিম)
(পূর্ব্ব)
মাতামহপক্ষ
৪
পিতৃপক্ষ
মাতৃপক্ষ
২
দেবপক্ষ
১
কর্ত্তার আসন
(নৈঋর্ত)
(দক্ষিণ)
(অগ্নি)

বামাবর্ত্তে (অগ্নি, ঈশান, বায়ু ও নৈর্ঋত ক্রমে) **দক্ষিণাগ্র** করিয়া (১৮ নং চিত্র) আঁকিতে হয়। প্রেতশ্রাদ্ধে ও একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধে একটি মাত্র মণ্ডল আঁকিতে হয়। তাহাতে পার্ব্বণশ্রাদ্ধের পিতৃ ও মাতামহপক্ষের প্রণালী অনুসরণ করিতে হয়।] এই বিষয়ে সঙ্গীয় চিত্র (৯১ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে আর একটি বড় কথা এই যে, এক পক্ষের কোন কাজ শেষ করিয়া পরবর্ত্তী পক্ষের কাজ আরম্ভ করিবার সময় সেই পক্ষের কাছে সর্ব্বদাই **দক্ষিণাবর্ত্তে** যাইতে হইবে। অজ্ঞতা বা অনবধানতা বশতঃ বামাবর্ত্তে গেলে কাজ ভুল হইবে ; অন্ততঃ মনে মনে ভাবিবেন যে, দক্ষিণাবর্ত্তে গিয়াছেন।

১১টি মণ্ডল আঁকার পর, দেবপক্ষের মণ্ডল দুইটির উপর একটি ভোজন-পাত্র, মাতৃপক্ষের মণ্ডল তিনটির উপর একটি ভোজন-পাত্র, পিতৃপক্ষের মণ্ডল তিনটির উপর একটি ভোজন-পাত্র এবং মাতামহপক্ষের মণ্ডল তিনটির উপর একটি ভোজনপাত্র দক্ষিণ-উত্তর করিয়া স্থাপন করুন। মোট ভোজনপাত্র ৪টি। ১১টি পাত্রস্থাপন খুবই অসুবিধাজনক বলিয়া ৪টি পাত্র স্থাপন করার কথা বলা হইয়াছে। ইহার পর—

অগ্নৌকরণ *

একটি পাত্রে জল রাখুন। এই পাত্রটি দেব ও মাতামহ-পক্ষের মাঝামাঝি কোনও স্থানে রাখিতে হইবে। আর একটি পাত্রে ঘৃতাক্ত কিছু আমান্ন লইয়া—ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের ব্রাহ্মণ-দিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন—

ওঁ অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে ?

পুরোহিত—ওঁ কুরুষ্ব। (মোট চারি পক্ষের জন্য চারিবার)

ঘৃতাক্ত অন্নের পাত্রটি বামহাতে ধরিয়া ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা নখস্পর্শ ব্যতিরেকে তাহা হইতে কিছু অন্ন লইয়া—

'ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা'

[মা-বা-সং—২।২৯, কা-বা-সং—২।৫৪]

---

* দ্রষ্টব্য—অগ্নৌকরণ – সপ্তমীতৎপুরুষসমাস। অলুক্। কাত্যায়নের যজুর্ব্বেদীয় গৃহ্যসূত্রমতে অনুজ্ঞাবাক্য – 'ওঁ অগ্নৌ করিষ্যে ?' 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ' হইতে এই ভাবে আহুতি দেওয়ার প্রথা আসিয়াছে। ঐ যজ্ঞে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নিজের অগ্নিতে এই আহুতি চারিটি দিতেন। এখন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ না থাকাতে তাঁহার সেই অগ্নিও নাই। সাধারণ অগ্নিকে সাগ্নিকের অগ্নির প্রতিনিধি করা যায় না। মৎস্যপুরাণ মতে নিরগ্নি ব্রাহ্মণ এই চারিটি আহুতি ব্রাহ্মণের হাতে, জলে, অজের কর্ণে, অশ্বের কর্ণে, গোষ্ঠে অথবা শৃগালের নিকট অর্পণ করিতে পারেন। যথা—

অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেব জলেঽপি বা।
অজকর্ণেঽশ্বকর্ণে বা গোষ্ঠে বাথ শিবান্তিকে ॥

—এই মন্ত্রটি মনে মনে চিন্তা করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত পাত্রস্থ জলে * একটি আহুতি দিবেন। তৎপর

'ইদমগ্নয়ে কব্যবাহনায়'

বলিয়া দেবতোদ্দেশ করিবেন। পুনরায় ঐ ভাবে কিছু অন্ন লইয়া

'ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা'

[মা-বা-সং—২।২৯, কা-বা-সং—২।৫৪]

—এই মন্ত্রটি মনে মনে চিন্তা করিয়া ঐ জলে আর একটি আহুতি দিবেন। তৎপর

'ইদং সোমায় পিতৃমতে'

—বলিয়া দেবতোদ্দেশ করিবেন।

তৎপরে ঐ ভাবেই আরও দুইবার অন্ন লইয়া জলে আরও দুইটি অমন্ত্রক অতিরিক্ত আহুতি দিবেন।

তারপর অগ্নৌকরণাবশিষ্ট ঘৃতাক্ত অন্নের কতকাংশ দেবপক্ষের পাত্রে, কতকাংশ মাতৃপক্ষের পাত্রে, কতকাংশ পিতৃপক্ষের পাত্রে এবং কতকাংশ মাতামহপক্ষের পাত্রে

*কার্য্যতঃ এখন জলেই 'অগ্নৌকরণ' করার নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাক্যে কিন্তু 'অগ্নৌকরণ'-ই বলিতে হইবে। 'জলকরণ' বলিলে ভুল হইবে। প্রেতশ্রাদ্ধে ও একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধে 'অগ্নৌকরণ' ও তৎপরবর্ত্তী 'পাত্রালম্ভন' নাই। করিলে ভুল হইবে। পার্ব্বণ ও আভ্যুদয়িকেই কেবল 'অগ্নৌকরণ' ও 'পাত্রালম্ভন' আছে। না করিলে ভুল হইবে। সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধের কথা আমরা কোথায়ও উল্লেখ করি নাই, কারণ সপিণ্ডীকরণ প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি পার্ব্বণ ও একটি প্রেতশ্রাদ্ধের সমষ্টি।

পৃথক্ পৃথক্ ১১ ভাগ করিয়া দিতে হইবে। যথা—

দেবপক্ষের পাত্রে—২ ভাগ,

মাতৃপক্ষের পাত্রে—৩ ভাগ,

পিতৃপক্ষের পাত্রে—৩ ভাগ,

মাতামহপক্ষের পাত্রে—৩ ভাগ।

ইহার পর যে অন্ন বাকী থাকিবে, তাহা পরে পিণ্ড-নির্ম্মাণের সময় পিণ্ডান্নের সহিত মিশাইতে হইবে।

অনুবাদ—১। 'আমি 'অগ্নৌকরণ'-নামক কাজ করিতে পারি কি? (আমি অগ্নিতে আহুতি দিতে পারি কি?')

পুরোহিত—'হাঁ, করিতে পার।'

অনুবাদ—২। কব্যবাহন (অর্থাৎ পিতৃলোকের অন্নবহনকারী) অগ্নিকে আহুতি দিলাম। ইহা কব্যবাহন অগ্নির উদ্দেশ্যে অর্পিত হইল।

অনুবাদ—৩। পিতৃমান্ (পিতৃলোকের অধিপতি) সোমকে আহুতি দিলাম। ইহা পিতৃমান্ সোমের উদ্দেশ্যে অর্পিত হইল।

পাত্রালম্ভন

এই কাজ মোট চারিবার করিতে হয়—

দেবপক্ষে—১ বার, মাতৃপক্ষে—১ বার, পিতৃপক্ষে—১ বার এবং মাতামহপক্ষে—১ বার। (পাত্রালম্ভন = পাত্র + আলম্ভন। **'আলম্ভন'-শব্দের অর্থ 'স্পর্শ'**।) **পদ্ধতি—**

অধোমুখ (অর্থাৎ উপুড়-করা) দক্ষিণ-বামহস্ত (অর্থাৎ ডানহাত উপরে এবং বামহাত নীচে) দ্বারা দেবপক্ষের ভোজনপাত্র ধরিয়া শ্রাদ্ধকারী বলিবেন—

ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং, দ্যৌঃ পিধানং, ব্রাহ্মণস্য
মুখেঽমৃতেঽমৃতং জুহোমি স্বাহা

[কাত্যায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট]

তারপর ক্রমে ক্রমে ঠিক ঐ ভাবেই মাতৃ, পিতৃ ও মাতামহপক্ষের ভোজনপাত্র ধরিয়া বলিবেন—

ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং, দ্যৌঃ পিধানং, ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতেঽমৃতং জুহোমি স্বাহা।

অনুবাদ—(হে অন্ন,) পৃথিবী (পৃথিবী) তে (তোমার) পাত্রং (পাত্র,) দ্যৌঃ (আকাশ) (তোমার) পিধানং (আচ্ছাদন,) ব্রাহ্মণস্য (ব্রাহ্মণের) অমৃতে (অমৃতময়) মুখে (মুখে) (তোমাকে) জুহোমি স্বাহা (অর্পণ করিতেছি)।

দ্রষ্টব্য—১। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে দেবপক্ষের পাত্রালম্ভন পূর্ব্বোক্ত ভাবেই করিতে হইবে। কিন্তু পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে (পার্ব্বণে মাতৃপক্ষ নাই) ঊর্দ্ধমুখ অর্থাৎ উত্তান বা চিৎকরা বাম-দক্ষিণহস্ত (বামহাত উপরে, ডানহাত নীচে) দ্বারা পাত্রালম্ভন করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে ছন্দোগপরিশিষ্টকার কাত্যায়নের উপদেশ স্মরণ করা কর্ত্তব্য, যথা—

'সদা পরিচরেদ্ভক্ত্যা পিতৄনপ্যত্র **দৈববৎ**'। অত্র আভ্যুদয়িকে। অনেক পুরোহিত ভ্রমক্রমে পার্ব্বণ-বিধিতেই আভ্যুদয়িকে মাতৃ, পিতৃ ও মাতামহপক্ষের পাত্রালম্ভন করাইয়া থাকেন।

দ্রষ্টব্য—২। প্রেতশ্রাদ্ধে ও একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধে পাত্রালম্ভন নাই। কারণ, এই দুই কাজে অগ্নৌকরণ না থাকাতে, যে অন্নকে অমৃত বলা হইয়াছে সে অন্ন পাত্রমধ্যে বিদ্যমান নাই।

পাত্র-উৎসর্গ

(মূলপদ্ধতি)

ততো দৈবাদিক্রমেণ অন্নব্যঞ্জনাদিকং (**আমং**) পত্নী স্বয়ং বা পরিবেশয়েৎ।

ততঃ সর্ব্বত্র **সজলং** কৃত্বা পাত্রমুৎসৃজেৎ।

দেবপাত্র—প্রথমং দেবপাত্রং বিধৃত্য—ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব-ইতি জলাভ্যুক্ষণম্। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুরে।—ইতি (নখব্যতিরেকেণ) **অঙ্গুষ্ঠমূলনিবেশনম্**। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদ [ঃ]—ইতি **যবান্ বিকীর্য্য** ব্রাহ্মণাভ্যাং **জলগণ্ডূষং** দত্ত্বা, গায়ত্রীং জপেৎ। ততো মধু মধ্বিবতি জপপূর্ব্বকং, মধু দত্ত্বা অন্নমুৎসৃজেৎ—ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবা ইমে আমে অন্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সযবোদকে বাং নম [ঃ] ইতি উৎসৃজ্য, প্রত্যেকেন দ্রব্যং দর্শয়েৎ—ইমে আমে অন্নে সোপকরণে সযবোদকে, ইমে হবিষী। মধু মধ্বিবতি অন্নে মধু দত্ত্বা।—'যথাসুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাম্—ইতি ব্রাহ্মণাভ্যাং জলগণ্ডূষং দদ্যাৎ।

ততো মাতৃপক্ষে পাত্রং বিধৃত্য, পূর্ব্ববৎ এতৎসর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং **রক্ষস্ব** ইত্যাদিকং কৃত্বা, পাত্রং গৃহীত্বা,—

ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতুরমুকীদেবি এবং পিতামহীং প্রপিতামহীং সংবোধ্য—ইমে আমে অন্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সযবোদকে বাং (বো) নম [ঃ]—ইতি উৎসৃজ্য,

প্রত্যেকেন দ্রব্যং দর্শয়িত্বা, মধু দত্ত্বা যথাসুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাম্ (বাগ্‌যতাঃ স্বদত)—ইতি ব্রাহ্মণাভ্যাং জলগণ্ডূষং দদ্যাৎ।

এবং পিতৃপক্ষে মাতামহপক্ষে চান্নমুৎসৃজ্য (চ+অন্নম্+উৎসৃজ্য), **পুনর্**মধু দত্ত্বা, ব্রাহ্মণাভ্যাং জলগণ্ডূষং দদ্যাৎ।

গায়ত্র্যনন্তরং ওঁ মধু মধ্বিবতি জপপূর্ব্বকং, সর্ব্বত্র মধু দত্ত্বা, অন্নমুৎসৃজেৎ। কিন্তু মধুদানে মধুমন্ত্রং (ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে ইত্যাদি) বিবর্জ্জয়েৎ। তথা চ ছন্দোগপরিশিষ্টে কাত্যায়নঃ—

মধু মধ্বিবতি যস্তত্র ত্রির্জপোঽশিতুমিচ্ছতাম্।

গায়ত্র্যনন্তরং সোঽত্র মধুমন্ত্রবিবর্জ্জিতঃ॥ ইতি বচনাদ্

মধুমন্ত্রবর্জ্জনপূর্ব্বকং মধু দাতব্যমেব।

ততো দৈবাদিক্রমেণ কৃতাঞ্জলিঃ—ওঁ আমান্নদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু—ইত্যুক্ত্বা বেদাদিকঞ্চ কিঞ্চিৎ পঠেৎ। **পিতৃসংহিতা তু ন পঠিতব্যা।**

তথা চ ছন্দোগপরিশিষ্টে কাত্যায়নঃ—

ন চাশ্নৎসু জপেদত্র কদাচিৎ পিতৃসংহিতাম্।

অন্য এব জপঃ কার্য্যঃ সোমসামাদিকঃ শুভঃ॥

দ্রষ্টব্য—পিতৃসংহিতামিতি পিতৃমহত্ত্বপ্রকাশকমন্ত্রমাত্রোপলক্ষণম্।

[রঘুনন্দন]

তাদৃশমন্ত্রশ্চ—'সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষ্বিত্যাদিকো রুচিস্তবাদিশ্চ। স চ নান্দীমুখে ন পাঠ্যঃ।—[রঘুনন্দনের টীকাকার কাশিরাম বাচস্পতি।]

পাত্রালম্ভনের পর জলস্পর্শ করিতে হইবে।

দেবপক্ষের পাত্রে দুই ভাগে চাউল দিন্। **মাতৃপক্ষের** পাত্রে মাতার জন্য ১ ভাগ, পিতামহীর জন্য ১ ভাগ এবং প্রপিতামহীর জন্য ১ ভাগ—মোট তিন ভাগ চাউল দিন্। **পিতৃপক্ষের** পাত্রে পিতার জন্য ১ ভাগ, পিতামহের জন্য ১ ভাগ এবং প্রপিতামহের জন্য ১ ভাগ—মোট তিন ভাগ চাউল দিন্। এইরূপ, **মাতামহপক্ষে** মাতামহের জন্য ১ ভাগ, প্রমাতামহের জন্য ১ ভাগ, বৃদ্ধপ্রমাতামহের জন্য ১ ভাগ—মোট তিন ভাগ চাউল দিন্। প্রত্যেক ভাগের জন্য পূর্ব্বপ্রদত্ত **অগ্নৌকরণাবশিষ্ট চাউল** সেই ভাগের জন্য নূতন প্রদত্ত চাউলের সহিত **মিশাইয়া** দিতে হইবে। প্রত্যেক ভাগে গব্যঘৃত ও অন্যান্য উপকরণ দিতে হইবে।

দেবপাত্র— ১। দেবপক্ষের পাত্রটি ধরিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পাত্রে **জলাভ্যুক্ষণ** করিতে হইবে—

ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব।

২। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে **অন্নে অঙ্গুষ্ঠমূল-নিবেশ**—

ওঁ ইদং বিষ্ণু-র্বি চক্রমে, ত্রেধা নি দধে পদম্।
সমূঢ়মস্য পাংশুসুরে।

৩। তারপর অন্নমধ্যে নিম্নলিখিত মন্ত্রে **যব-বিকিরণ**—

ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাগুংসি বেদিষদঃ।

৪। দেবপক্ষের দর্ভময়-ব্রাহ্মণদিগকে **অমন্ত্রক** (বিনামন্ত্রে) জলদান।

৫। তারপর অন্নোপরি **গায়ত্রী**-জপ—

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎসবিতু-র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ।

৬। তারপর

'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'

জপ করিয়া অন্নে **মধুদান**।

৭। **উৎসর্গ**। উৎসর্গ-বাক্য—

'বিষ্ণুরোঁ বসুসত্যৌ বিশ্বে দেবা ইমে আমে অন্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সযবোদকে বাং নমঃ'—এই বলিয়া অন্নপাত্রে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিতে হইবে। উৎসর্গের সময় উপুড়-করা বামহাত অন্নপাত্রে থাকিবে এবং উপুড়-করা ডানহাত কোশাতে জলমধ্যে ত্রিপত্রের সহিত স্পৃষ্ট থাকিবে। হাত দুইখানিও পরস্পর সংলগ্ন থাকা চাই, কারণ **একহাতে** কিছু **উৎসর্গ করিতে নাই**।

৮। তারপর, ইমে আমে অন্নে সোপকরণে সযবোদকে, ইমে হবিষী—এই ভাবে দ্রব্যসমূহ দেবপক্ষের ব্রাহ্মণকে দেখাইতে হইবে।

৯। তারপর 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—বলিয়া পুনরায় (উৎসর্গীকৃত) অন্নে **মধু** দিয়া, 'ওঁ যথাসুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাম্‌'—বলিয়া ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিতে হইবে।

১০। **অচ্ছিদ্রাবধারণ***—ওঁ কৃতৈতদামান্নদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু।

মাতৃপাত্র—১। ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব। (মাতৃপাত্র ধরিয়া তাহাতে জলাভ্যুক্ষণ)

২। ওঁ ইদং বিষ্ণু-র্বি চক্রমে, ত্রেধা নি দধে পদম্‌।
সমূঢ়মস্য পাংশুরে। (অন্নে অঙ্গুষ্ঠমূল-নিবেশ)
[মা-বা-সং—৫।১৫, কা-বা-সং-চৌখাম্বা
—৫।৫।২, কা-বা-সং-উৎকল—৫।২০]

৩। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ। (অন্নে যব-বিকিরণ)

৪। মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে অমন্ত্রক (বিনামন্ত্রে) জলদান।

৫। অন্নোপরি **গায়ত্রী**-জপ।

৬। 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—জপ করিয়া অন্নে **মধুদান**।

৭। উৎসর্গবাক্য—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাত-রমুকী-দেবি, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকী-দেবি, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকী-দেবি ইমে আমে অন্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সযবোদকে বাং নমঃ।

৮। দ্রব্যসমূহ দেখান।

৯। 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—বলিয়া পুনরায় (উৎসর্গীকৃত) অন্নে মধুদান এবং নিম্নলিখিত বাক্য পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণে জলদান—

ওঁ যথাসুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাম্।

১০। দেবপক্ষের মত।

পিতৃপাত্র—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০ মাতৃপক্ষের মত।

৭। উৎসর্গবাক্য—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকশর্ম্মন্ ইমে আমে অন্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সযবোদকে বাং নমঃ।

মাতামহ-পাত্র—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০ মাতৃপক্ষের মত।

৭। উৎসর্গবাক্য—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ

মাতামহ অমুকশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকশর্ম্মন্ ইমে আমে অন্নে ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতে সযবোদকে বাং নমঃ

শ্রাব্যমন্ত্র

এখন মনে মনে ভাবিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণগণ উৎসর্গীকৃত অন্ন ভোজন করিতেছেন। কর্ত্তা যেন তাঁহাদিগকে শুনাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহ পড়িয়া যাইতেছেন—

১। (ক) ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য
মুনয়োঽব্রুবন্।
বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ॥

[যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।১]

(খ) **ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।**
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥

[যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।২]

২। **ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদগুঁ, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।**
দিবীব চক্ষুরাততম্॥

৩। ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা *।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥

[মহাভারত-আদিপর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়,
একসপ্ততিতম শ্লোক]

৪। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥

[মহাভারত-আদিপর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়,
দ্বিসপ্ততিতম শ্লোক]

দ্রষ্টব্য—আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে 'সপ্তব্যাধা' ইত্যাদি এবং রুচিস্তব পাঠ নিষিদ্ধ।

অনুবাদ—১। 'ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব' (৯৯ পৃষ্ঠা)—এখানে 'হবিঃ' দ্বারা যেসকল দ্রব্য উৎসর্গ করা হইতেছে, তাহাই বুঝাইতেছে। **ভাবার্থ**—আমি এইসমস্ত দ্রব্য উৎসর্গ

* দ্রষ্টব্য ১।—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার মহাভারতে তৃতীয় এবং চতুর্থ মন্ত্রে 'শাখা' স্থলে 'শাখাঃ' পাঠ ধরিয়াছেন।

করিতেছি। হে বিষ্ণো, তুমি হব্য (দেবতাদিগের অন্ন) রক্ষা কর।

অনুবাদ—২। 'ওঁ এতৎ············কব্যং রক্ষস্ব' (১০১ পৃষ্ঠা)। **ভাবার্থ**—আমি এই সমস্ত দ্রব্য উৎসর্গ করিতেছি। হে বিষ্ণো, তুমি কব্য (অর্থাৎ পিতৃলোকদিগের অন্ন) রক্ষা কর।

অনুবাদ—৩। 'ওঁ ইদং বিষ্ণু-র্বি' ইত্যাদি (৯৯ পৃষ্ঠা)—বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) (ত্রিবিক্রমাবতারে) ইদং (এই বিশ্বকে) বি চক্রমে (বিভাগ করিয়া পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন)। ত্রেধা (তিন প্রকারে) পদং (পা) নিদধে (স্থাপন করিয়াছিলেন) (ভূমিতে এক পা, অন্তরীক্ষে দ্বিতীয় পা, স্বর্গলোকে তৃতীয় পা অর্থাৎ যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য রূপে)। অস্য (বিষ্ণুর) (পা) পাংসুরে (ধূলিযুক্ত প্রদেশে) সমূঢ়ম্ (অন্তর্হিত, অকৃতাত্মগণ কর্ত্তৃক অজ্ঞাত)।

অনুবাদ—৪। 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ' ইত্যাদি (১০০ পৃষ্ঠা)—

ভূর্ভুবঃস্বঃ (ভূর্লোক, ভুবঃ-লোক এবং স্বঃ-লোক ব্যাপী) তৎ (বেদাদিপ্রসিদ্ধ) দেবস্য (দীপ্তিমান্) সবিতুঃ (সবিতৃদেবের) বরেণ্যং (শ্রেষ্ঠ) ভর্গঃ (তেজকে) (আমরা) ধীমহি (চিন্তা করি) যঃ (যিনি) নঃ (আমাদের) ধিয়ঃ (বুদ্ধিসমূহকে) (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে) প্রচোদয়াৎ (প্রেরণ করেন)। মন্ত্রটির বহুপ্রকারের অর্থ আছে। (ধীমহি—ধ্যৈ বিধিলিঙ্গ, আত্মনেপদ, উত্তমপুরুষের বহুবচন। প্রচোদয়াৎ—প্র-ণিজন্ত চুদ্+লেট্‌তিপ্)।

অনুবাদ—৫। 'ওঁ যোগীশ্বরং' ইত্যাদি (১০৩ (ক) (খ) পৃষ্ঠা) মুনির

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্যগ্‌রূপে পূজা করিয়া বলিলেন—বর্ণ, আশ্রম ও তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বলুন। (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন) মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ এবং বশিষ্ঠ—ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা।

অনুবাদ—৬। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি (১০৩ পৃষ্ঠা)—আকাশে সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশমান, বেদাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, বিষ্ণুর পরম তত্ত্ব, জ্ঞানীরা সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন (অর্থাৎ অনুভব করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—৭। 'ওঁ দুর্য্যোধনো' ইত্যাদি, 'ওঁ যুধিষ্ঠিরো' ইত্যাদি (১০৪ পৃষ্ঠা)—দুর্য্যোধন একটি ক্রোধরূপী মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ (অর্থাৎ গুঁড়ি), শকুনি সেই বৃক্ষের শাখা, দুঃশাসন সেই বৃক্ষের পরিপুষ্ট পুষ্প ও ফল, অমনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই বৃক্ষের মূল। (অপর দিকে) যুধিষ্ঠির একটি ধর্ম্মরূপী মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, ভীমসেন সেই বৃক্ষের শাখা, নকুল ও সহদেব সেই বৃক্ষের পরিপুষ্ট পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ, বেদ এবং ব্রাহ্মণ সেই বৃক্ষের মূল।

বিকিরান্নদান

মূলপদ্ধতি—ততঃ সযবমন্নং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চেতি মন্ত্রেণাদায় দেবপিত্রোর্ম্মধ্যভূমৌ কুশানাস্তীর্য্য তত্র অগ্নিদগ্ধাং দদ্যাৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ ওঁ যেষাং ন মাতেতি মন্ত্রেণ।]

ইহার পর ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্টসমীপে **বিকিরান্নদান** অথবা **অন্নবিকিরণ**। ইহাকে সাধারণ লোকে **অগ্নিদগ্ধাপিণ্ডদান** বলিলেও, ইহাতে পিণ্ডের কোনও কথা নাই, যদিও ব্যবহারে অন্নকে পিণ্ডাকৃতি করিয়াই দেওয়া হয়।

[আমাদের গৃহ্যপরিশিষ্টকার কাত্যায়ন বলেন—'তৃপ্তান্ জ্ঞাত্বা অন্নং প্রকীর্য্য...।' গোভিল পার্ব্বণপ্রসঙ্গে বলেন—'তৃপ্তিং জ্ঞাত্বা সতিলমন্নং বিকীর্য্য।' আভ্যুদয়িকে গোভিলের উপদেশ—'সযবমন্নং বিকীর্য্য...' এইরূপ হইবে। কাত্যায়ন এবং গোভিল উভয়েই বলিতেছেন—অন্ন **ছড়াইয়া** দিতে হইবে। কেহই **পিণ্ড** বলেন নাই। কাহাদের উদ্দেশ্যে ছড়াইতে হইবে, তাহা পরবর্ত্তী মৎস্যপুরাণের মন্ত্র দুইটি হইতে জানা যাইবে।]

প্রণালী—উচ্ছিষ্টসমীপে পূর্ব্বাগ্র করিয়া কয়েকগাছি কুশপত্র পাতিয়া ঐ কুশাচ্ছাদিত ভূমিতে ত্রিপত্রদ্বারা কিছু জল ছিটাইয়া দিন্। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যতপ্রকার ভক্ষ্যবস্তু নিবেদিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক প্রকার হইতে কিছু কিছু লইয়া, যব ও জল মিশাইয়া, ডানহাতের **দৈবতীর্থ** দ্বারা

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥

[মৎস্যপুরাণ]

—এই মন্ত্রটি পড়িয়া পূর্ব্বপাতিত কুশোপরি ছড়াইয়া দিন্। তারপর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করুন—

ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-র্নৈবান্ন-সিদ্ধি-র্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥

[মৎস্যপুরাণ]

অনুবাদ—(১) আমার বংশে যাহারা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিয়াছে, যাহাদের মৃতদেহ অগ্নিতে দাহ করা হয় নাই, তাহারা পৃথিবীতে দত্ত এই অন্নদ্বারা তৃপ্তি লাভ করুক।

অনুবাদ—(২) যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, অন্নলাভের উপায় নাই, অন্নও নাই, তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত এই অন্ন ভূমিতে দত্ত হইল। তাহারাও সেইরূপ (এই অন্ন লাভ করিয়া) সুখময় লোকে গমন করুক। [ভূমৌ—পৃথিবীতে। দত্তেন—দত্তদ্বারা, দত্ত এই অন্নদ্বারা। অন্নসিদ্ধি—অন্নলাভের উপায়। তত্তৃপ্তয়ে—তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত। ভুবি—ভূমিতে। এতৎ—এই। অন্নং ভুবি দত্তমেতৎ—এই অন্ন ভূমিতে দত্ত হইল। সুখায়—সুখময়। লোকায় সুখায়—সুখময় লোকে। তদ্বৎ—সেইরূপ।]

পরে হস্তপ্রক্ষালন, আচমন বা দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ, 'ওঁ হরিঃ'-উচ্চারণ অথবা সপ্রণবসব্যাহৃতি-**গায়ত্রী** একবার জপ।

তারপর—

দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণদিগকে **জলগণ্ডূষদান**।

তারপর—

(দেবব্রাহ্মণসমীপে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধকারীর)

প্রশ্ন—ওঁ রুচিতম্ ? —প্রতিবচন—ওঁ সুরুচিতম্।

(পুনঃ মাতৃব্রাহ্মণসমীপে কৃতাঞ্জলি)

প্রশ্ন—ওঁ সম্পন্নম্ ? —প্রতিবচন—ওঁ সুসম্পন্নম্।

(পুনঃ পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণসমীপে কৃতাঞ্জলি)

প্রশ্ন—ওঁ সম্পন্নম্ ? —প্রতিবচন—ওঁ সুসম্পন্নম্।

(পুনঃ মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণসমীপে কৃতাঞ্জলি)

প্রশ্ন—ওঁ সম্পন্নম্ ? —প্রতিবচন—ওঁ সুসম্পন্নম্।

অনুবাদ—১। (আমার দত্ত অন্ন) তৃপ্তিপূর্ব্বক (আপনাদিগ-কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়াছে ত ? —হাঁ৷ সুন্দররূপে ভুক্ত হইয়াছে।

অনুবাদ—২। (আমার অন্নদানকর্ম্ম) সম্পন্ন হইয়াছে ত ?

—হাঁ৷ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তারপর—

শ্রাদ্ধকারী—ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ?

পুরোহিত—ওঁ ইষ্টেভ্যো৷ যথাসুখং বিনিযুজ্যতাম্।

অনুবাদ—(আমার নিবেদনের পরেও ত) কতক অন্ন বাকী রহিয়াছে। তাহা কি করিব ?

—ইষ্টজনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছামত তাহা আপনাকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হউক। [শেষমন্নমপ্যস্তি = শেষম্ + অন্নম্ + অপি + অস্তি।] 'ইষ্টজন'-দ্বারা এখানে নান্দীমুখ পিতৃগণকেই বুঝাইতেছে। বাকী অনিবেদিত অন্ন দ্বারা তাহাদের জন্য পিণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হইবে—ইহাই ভাবার্থ।

পিণ্ডদান-পদ্ধতি

(মূল)

[তত উদঙ্মুখঃ পিণ্ডস্থানং কৃত্বা উত্তরাগ্রকুশোপরি **দৈবতীর্থেন** পিণ্ডান্ দদ্যাৎ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণং—

দধ্যক্ষতৈঃ সবদরৈঃ প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখোঽপি বা।
দৈবতীর্থেন বা পিণ্ডং দদ্যাৎ কায়েন বা নৃপ॥

তত্র প্রাঙ্মুখ-শ্ছন্দোগানাম্ **উদঙ্মুখো যজুর্ব্বেদিনাম্**। অত্র দ্বির্ব্বাশব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। কায়ং প্রাজাপত্যম্।

তত উত্তরাভিমুখঃ

ওঁ নিহন্মীত্যনেন স্ববামে (উত্তরস্যাংদিশি) ভূমৌ মাতৃ-পিতামহী-প্রপিতামহীনাং ত্রীণি চতুষ্কোণ-পিণ্ডমণ্ডলানি কুর্য্যাৎ।

ততঃ পূর্ব্বতঃ পিত্রাদীনাং মাতামহাদীনাঞ্চ ত্রীণি ত্রীণি পিণ্ডস্থানানি কুর্য্যাৎ।

ততঃ সমূলকুশপত্রদ্বয়েন ওঁ অপহতা-নিহন্মিভ্যাম্ উত্তরাগ্র-রেখাত্রয়ং কুর্য্যাৎ।

ততো রেখামভ্যুক্ষ্য, বামে নীবীং বিধৃত্য, পিণ্ডস্থানোৎসর্গং কুর্য্যাৎ। ত্রিপত্রং গৃহীত্বা,

ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকী-দেবি অবনেনিক্ষ্ব নমঃ। এবং পিতামহী-প্রপিতামহ্যোঃ পিণ্ডস্থানেঽবনেজনং (পিণ্ডস্থানে + অবনেজনং) দদ্যাৎ।

ততোঽমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব—নমঃ।
এবং পিতামহাদিপঞ্চানাম্ অবনেজনং দদ্যাৎ।

ততশ্চ রেখোপরি কুশানাস্তীর্য্য ওঁ আ য়ন্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাস [ঃ]—ইত্যনেন যবান্ বিকীর্য্য সব্যঞ্জনমন্নং (আমম্) একপাত্রে দধি-মধু-যব-বদরান্ মিশ্রীকৃত্য বিল্বপ্রমাণানি নব পিণ্ডান্ কুর্য্যাৎ। কিন্তু যদ্যপি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধন্তু নিরামিষেণ কর্ত্তব্যমিতি ছন্দোগপরিশিষ্টেনোক্তং তথাপি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে মধু দাতব্যং যতো নাত্র মাংসনিষেধে মধুনিষেধঃ। তথা চ ব্রহ্মপুরাণে—

শাল্যন্নং দধিমধ্বক্তং বদরাণি যবাং-স্তথা।
মিশ্রীকৃত্য তু চত্বারি, পিণ্ডান্ শ্রীফলসন্নিভান্।
দদ্যান্নান্দীমুখেভ্যশ্চ পিতৃভ্যো বিধিপূর্ব্বকম্।
তস্মাদ্ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পিণ্ডে চ **মধু দাতব্যমেব**।

তত ত্রিপত্রসহিতং পিণ্ডমেকং মধু মধ্বিবতি জপপূর্ব্বকম্ গৃহীত্বা—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকী-দেবি এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ—ইতি প্রথমাস্তরণ-কুশমূলে পিণ্ডমেকং দদ্যাৎ।

এবং পিতামহী-প্রপিতামহ্যোঃ কুশমধ্যাগ্রয়োঃ পিণ্ডদ্বয়ং দাতব্যম্।

ততোঽপরপিণ্ডমেকং গৃহীত্বা, মধু মধ্বিতি জপপূর্ব্বকং—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিত-রমুকশর্ম্ম-ন্নেতৎপিণ্ডং ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতং সযবোদকং তুভ্যং নম [ঃ]—ইতি দ্বিতীয়াস্তরণকুশমূলে পিণ্ডমেকং দদ্যাৎ।

এবং পিতামহ-প্রপিতামহয়োঃ পিণ্ডদ্বয়ং দাতব্যম্।

এবং মাতামহপক্ষেঽপি আস্তীর্ণকুশমূল-মধ্যাগ্র-প্রদেশে পিণ্ডত্রয়ং দদ্যাৎ।

ততঃ পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষং বিকিরেৎ।

অত্র লেপভুজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তামিত্যাস্তীর্ণ-কুশেন হস্তলেপং প্রপিতামহপিণ্ডে দত্ত্বা, কৃতাঞ্জলিঃ

ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং,
যথাভাগ-মা বৃষায়ধ্বম্—ইতি জপ্ত্বা,
উত্তরাভিমুখো ভবন্, প্রাণান্ সংযম্য—

ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যম্—ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ং পঠিত্বা [জপ্ত্বা], ওঁ ষড়্ভ্য ঋতুভ্যো নম [ঃ] ইতি প্রণমেৎ।

ততঃ ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো,
যথাভাগ-মা বৃষায়িষত।—ইতি পঠন্ (জপ্ত্বা)
শ্বাসং মুঞ্চেৎ।

ততঃ পিণ্ডপাত্রং প্রক্ষাল্য তজ্জলেন পিণ্ডানামুপরি প্রত্যেকং প্রত্যব-নেজনং দদ্যাৎ।

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাত-রমুকী-দেবি এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ।

এবং পিতামহ্যাদীনাং প্রত্যেকেন প্রত্যবনেজনং দদ্যাৎ।

ততঃ—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিত-রমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ।

এবং ক্রমেণ পিতামহ-প্রপিতামহয়ো-র্মাতামহাদীনাঞ্চ প্রত্যেকেন প্রত্যবনেজনং দদ্যাৎ।

ততো নীবীং ত্যক্ত্বা পিণ্ডানামুপরি ষড়ঞ্জলিমন্ত্রং পঠেৎ।

(১) ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শুষ্মায় ;

(২) ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরস্তপসে ;

(৩) ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো যজ্জীবং তস্মৈ ;

(৪) ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো রসায় ;

(৫) ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে ;

(৬) ওঁ পুষ্ট্যৈ বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমঃ।

ততো নবমনবং বা শুক্লদশাভবং বাসঃ-সূত্রম্ ঋজুকুশসহিতং নবপিণ্ডোপরি দদ্যাৎ।—এতদ্বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাস [ঃ] ইত্যনেন প্রত্যেকেন বাসঃসূত্রং জলং চ দত্বা উৎসৃজেৎ—

ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাত-রমুকী-দেবি এতদ্বাস্তভ্যং নমঃ। এবং পিতামহী-প্রপিতামহ্যোর্বাসঃসূত্রমুৎসৃজ্য দদ্যাৎ।

ততোঽমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকশর্ম্মন্নেতদ্বাসস্তুভ্যং নমঃ। এবং পিতামহাদিপঞ্চানাং বাস উৎসৃজ্য দদ্যাৎ।

ততঃ ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্।

পুষ্টয়ঃ স্থ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৃন্ ॥—

ইত্যনেন পিণ্ডান্ সিঞ্চেৎ।

ততস্তূষ্ণীং গন্ধাদিনা পিণ্ডান্ পূজয়েৎ।

ততঃ প্রত্যেকেন ব্রাহ্মণাভ্যাং জলগণ্ডূষং দত্ত্বা কৃতাঞ্জলিঃ—*

ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নমিতি প্রত্যেকেন পৃচ্ছেৎ। ওঁ সুসম্পন্নমস্তু ইতি প্রত্যেকেন ব্রাহ্মণেনোক্তে পিণ্ডমাদায়, ঘ্রাত্বা, পাত্রান্তরে স্থাপয়েৎ।]

মণ্ডল-অঙ্কন

মাতৃপিণ্ডের জন্য—১টি, পিতামহীপিণ্ডের জন্য—১টি, প্রপিতামহীপিণ্ডের জন্য—১টি, পিতার পিণ্ডের জন্য—১টি, পিতামহের পিণ্ডের জন্য—১টি, প্রপিতামহের পিণ্ডের জন্য—১টি, মাতামহের পিণ্ডের জন্য—১টি, প্রমাতামহের পিণ্ডের জন্য—১টি এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডের জন্য—১টি, মোট নয়টি মণ্ডল অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র আঁকিতে হইবে। শ্রাদ্ধকারীর সম্মুখে অর্থাৎ উত্তরদিকে তাঁহার কিছু বামে—

* কোনও কোনও পদ্ধতি মতে পার্ব্বণশ্রাদ্ধের এস্থলে পাঠ—

ততঃ প্রত্যেকেন তূষ্ণীং গন্ধপুষ্পধূপদীপতাম্বূলৈঃ পিণ্ডং পূজয়েৎ। ততো বিষ্ণুং স্মৃত্বা নির্ব্বাপিতে দীপে প্রত্যেকেন ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডূষং দত্ত্বা কৃতাঞ্জলিঃ-ইত্যাদি।

(উত্তর)

(বায়ু) (ঈশান)

৩২	৩৫	৩৮
৩১	৩৪	৩৭
৩০	৩৩	৩৬
মাতৃমণ্ডল।	পিতৃমণ্ডল।	মাতামহমণ্ডল।

(পশ্চিম) (পূর্ব্ব)

৫ মাতামহপক্ষ

৪ পিতৃপক্ষ

৩ মাতৃপক্ষ

২ দেবপক্ষ

১ কর্ত্তার আসন

(নৈঋত) (দক্ষিণ) (অগ্নি)

ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবন্তবে-,
হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া।
রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসংঘা,
হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥

(ব্রহ্মপুরাণ, দেবলস্মৃতি)

—এই মন্ত্রটি পড়িতে পড়িতে জল দিয়া ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া **দক্ষিণাবর্ত্তে** (অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান ক্রমে) একটি পূর্ব্বাগ্র মণ্ডল ১১৫ পৃষ্ঠা, চিত্রের ৩০ নং মাতার পিণ্ডের জন্য আঁকিবেন। ঠিক এই প্রণালীতে ঐ মণ্ডলের ঠিক উত্তরে পিতামহীর পিণ্ডের জন্য দ্বিতীয় মণ্ডল (৩১) আঁকিবেন। দ্বিতীয় মণ্ডলের ঠিক উত্তরে প্রপিতামহীর জন্য ঐ প্রণালীতে তৃতীয় মণ্ডল (৩২) আঁকিবেন।

শ্রাদ্ধকারী ১ম মণ্ডলের ঠিক পূর্ব্বদিকে ঐ প্রণালীতে পিতার পিণ্ডের জন্য ৪র্থ মণ্ডল (৩৩) আঁকিবেন। ৪র্থ মণ্ডলের ঠিক উত্তরে পিতামহের পিণ্ডের জন্য ৫ম মণ্ডল (৩৪) আঁকিবেন। ৫ম মণ্ডলের ঠিক উত্তরে প্রপিতামহের পিণ্ডের জন্য ৬ষ্ঠ মণ্ডল (৩৫) আঁকিবেন।

শ্রাদ্ধকারী ৪র্থ মণ্ডলের ঠিক পূর্ব্বদিকে ঐ প্রণালীতে মাতামহের পিণ্ডের জন্য ৭ম মণ্ডল (৩৬) আঁকিবেন। ৭ম

মণ্ডলের ঠিক উত্তরে ঐ প্রণালীতে প্রমাতামহের পিণ্ডের জন্য ৮ম মণ্ডল (৩৭) আঁকিবেন। ৮ম মণ্ডলের ঠিক উত্তরে ঐ প্রণালীতে বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডের জন্য ৯ম মণ্ডল (৩৮) আঁকিবেন।

৯টি মণ্ডল আঁকা শ্রাদ্ধকারীরই কাজ, পুরোহিতের নহে। **"ওঁ নিহন্মি"**—ইত্যাদি মন্ত্রটি প্রত্যেক মণ্ডলের জন্য একবার করিয়া, **মোট ৯ বার** পড়িতে হইবে।

মণ্ডলোপরি রেখা-অঙ্কন

মোট ৩টি রেখা আঁকিতে হইবে—১টি মাতৃপক্ষের মণ্ডল তিনটির উপর, ১টি পিতৃপক্ষের মণ্ডল তিনটির উপর এবং ১টি মাতামহপক্ষের মণ্ডল তিনটির উপর। **প্রণালী**—

দুইটি কুশ লইয়া তাহাদের মূলদ্বারা ১ম মণ্ডলের দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যবিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া—

(১) **ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবস্তবে-,**
হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া।
রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসংঘা
হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥

(বিষ্ণুপুরাণ, দেবলস্মৃতি)

(২) **ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাওঁসি বেদিষদঃ।**

[মা-বা-সং—২।২৯, কা-বা-সং-চৌখাম্বা —২।৭।১, কা-বা-সং-উৎকল—২।৫৪]

এই মন্ত্র দুইটি পড়িতে পড়িতে তৃতীয় মণ্ডলের উত্তর প্রান্তের মধ্যবিন্দু পর্য্যন্ত একটি রেখা আঁকিতে হইবে।

অনুবাদ—(১) (আমি) নিহন্মি (নষ্ট করিতেছি) সর্ব্বং (সমস্ত) যৎ (যাহা) অমেধ্যবৎ (অপবিত্রের ন্যায়) ভবেৎ (হইবে, আছে) চ (এবং) সর্ব্বে (সমস্ত) অসুরদানবাঃ (অসুর ও দানব) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) হতাঃ (হত হইয়াছে, হত হউক) সপিশাচসঙ্ঘাঃ (পিশাচগণের সহিত) রক্ষাংসি (রাক্ষস সকল) যক্ষাঃ (যক্ষ সকল) চ (ও) সর্ব্বে (সমস্ত) যাতুধানাঃ (যাতুধান) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) হতাঃ (হত হইয়াছে, হত হউক)।

অনুবাদ—(২) বেদিষদঃ (বেদিতে যাহারা বসিয়া আছে তাদৃশ) অসুরাঃ (অসুরগণ) (এবং) রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) অপহতাঃ (দূরীভূত) (হউক)।

ঠিক ঐ প্রণালীতে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ মণ্ডলের উপর দিয়া একটি এবং ৭ম, ৮ম ও ৯ম মণ্ডলের উপর দিয়া আর একটি রেখা আঁকিতে হইবে।

রেখাভ্যুক্ষণ

মাতৃপক্ষের, পিতৃপক্ষের এবং মাতামহপক্ষের রেখাত্রয়ের উপর ত্রিপত্র দ্বারা জল ছিটাইয়া দিতে হইবে।

নীবীবন্ধন

বামদিকের নীবীর মধ্যে একটি ত্রিপত্র গুঁজিয়া দিতে হইবে। (নীবী = নীবি = কটিবস্ত্রবন্ধ।)

অবনেজল-দান

অবনেজনে তন্ত্রতা নাই। অর্থাৎ ৯টি মণ্ডলের উপর ৯বার করিতে হইবে। একখানি কোশাতে অথবা কলার পাচলের একটি ডোঙ্গাতে একটি ত্রিপত্র, জল, যব ও তুলসী রাখিতে হইবে। এই একটি পাত্রেই ৯টি কাজ চলিবে। ত্রিপত্র দ্বারা এক-একটি মণ্ডলে নিম্নক্রমে জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। যথা—

১। (মাতৃমণ্ডলে)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাত-রমুকী-দেবি অবনেনিক্ষ্ব—নমঃ।

২। (পিতামহীমণ্ডলে)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি-অমুকী-দেবি অবনেনিক্ষ্ব—নমঃ।

৩। (প্রপিতামহীমণ্ডলে)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকী-দেবি অবনেনিক্ষ্ব—নমঃ।

৪। (পিতৃমণ্ডলে)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিত-রমুক-শর্ম্ম-ন্নবনেনিক্ষ্ব—নমঃ।

৫। (পিতামহমণ্ডলে)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নবনেনিক্ষ্ব—নমঃ।

৬। (প্রপিতামহমণ্ডলে)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নবনেনিক্ষ্ব—নমঃ।

৭। (মাতামহমণ্ডলে)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নবনেনিক্ষ্ব—নমঃ।

৮। (প্রমাতামহমণ্ডলে)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নবনেনিক্ষ্ব—নমঃ।

৯। (বৃদ্ধপ্রমাতামহমণ্ডলে)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নবনেনিক্ষ্ব নমঃ।

দ্রষ্টব্য—অমুকশর্ম্মন্ + অবনেনিক্ষ্ব = অমুক-শর্ম্ম-ন্নবনেনিক্ষ্ব।

অনুবাদ—অবনেনিক্ষ্ব (শুদ্ধ হও)।

রেখোপরি কুশাস্তরণ

অবনেজনের পর মাতৃপক্ষের রেখার উপর কয়েকগাছি, পিতৃপক্ষের রেখার উপর কয়েকগাছি এবং মাতামহপক্ষের রেখার উপর কয়েকগাছি কুশ **উত্তরাগ্র** করিয়া পাতিতে হইবে।

আস্তরণ-কুশোপরি যব বিকিরণ করিয়া নান্দীমুখ পিতৃপুরুষগণকে আহ্বান

এই কার্য্য **দেবতীর্থ**দ্বারা করিতে হইবে। তিনটি রেখার উপর একবার করিয়া মোট তিনবার বিকিরণ। একবার বিকিরণের মন্ত্র—

ওঁ আ যন্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ

পথিভি-র্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্।

পিণ্ডনির্ম্মাণ

অগ্নৌকরণাবশিষ্ট অন্নের সহিত শেষান্ন মিশ্রিত করিয়া, সমস্ত অন্নকে কলাদ্বারা ভালরূপে চট্‌কাইয়া নিতে হইবে। তারপর সেই অন্নদ্বারা বিল্বপ্রমাণ ৯টি পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে।

প্রত্যেকটি পিণ্ডে ঘৃত, মধু, যব, তুলসী এবং একটি ত্রিপত্র দিতে হইবে। মূলপদ্ধতিতে দধি ও যব দেওয়ার কথা আছে, সুতরাং দধিও দিতে হইবে। অনেক স্থানে অধুনা পিণ্ডে দধি দেওয়ার নিয়ম নাই। কোথায়ও বদর অর্থাৎ কুল দিতে দেখা যায় না। দেওয়ার রীতি থাকিলে দিতে হইবে। মধু দেওয়ার সময় কিংবা দেওয়ার পর 'ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পড়িতে হইবে **না**।

পিণ্ডদান

১। (মাতা)—

(ক) ত্রিপত্র সহিত একটি পিণ্ড ডানহাতে লইয়া,

(খ) বামহাত ডানহাতের পাশাপাশি রাখিয়া,

(গ) 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—জপ করিয়া,

(ঘ) মাতৃপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের **মুলে** মাতার মণ্ডলে,

(ঙ) **দেবতীর্থ** দ্বারা,

(চ) নিম্নোক্ত বাক্য পড়িয়া, দিতে হইবে।

(বাক্য) যথা—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাত-রমুকী-দেবি এতৎ পিণ্ডং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ।

২। (পিতামহী)—

(ক) ত্রিপত্র সহিত একটি পিণ্ড ডানহাতে লইয়া,

(খ) বামহাত ডানহাতের পাশাপাশি রাখিয়া,

(গ) 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—জপ করিয়া,

(ঘ) মাতৃপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের **মধ্যভাগে** পিতামহীর মণ্ডলে,

(ঙ) **দেবতীর্থ** দ্বারা,

(চ) নিম্নোক্ত বাক্য পড়িয়া, দিতে হইবে।

(বাক্য) যথা—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকী-দেবি এতৎ পিণ্ডং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ।

৩। (প্রপিতামহী)—

(ক) ত্রিপত্র সহিত একটি পিণ্ড ডানহাতে লইয়া,

(খ) বামহাত ডানহাতের পাশাপাশি রাখিয়া,

(গ) 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—জপ করিয়া,

(ঘ) মাতৃপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের **অগ্রে** প্রপিতামহীর মণ্ডলে,

(ঙ) **দেবতীর্থ** দ্বারা,

(চ) নিম্নোক্ত বাক্য পড়িয়া, দিতে হইবে।

(বাক্য) যথা—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকী-দেবি এতৎ পিণ্ডং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতম্ সযবোদকং তুভ্যং নমঃ।

৪। (পিতা)—

(ক) ত্রিপত্র সহিত একটি পিণ্ড বামহাতে লইয়া,

(খ) বামহাত ডানহাতের পাশাপাশি রাখিয়া,

(গ) 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—জপ করিয়া,

(ঘ) পিতৃপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের **মূলে** পিতার মণ্ডলে,

(ঙ) **দেবতীর্থ** দ্বারা,

(চ) নিম্নোক্ত বাক্য পড়িয়া, দিতে হইবে।

(বাক্য) যথা—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিত-রমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ পিণ্ডং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ।

৫। (পিতামহ)—

(ক) ত্রিপত্র সহিত একটি পিণ্ড ডানহাতে লইয়া,

(খ) বামহাত ডানহাতের পাশাপাশি রাখিয়া,

(গ) 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—জপ করিয়া,

(ঘ) পিতৃপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের **মধ্যভাগে** পিতামহের মণ্ডলে,

(ঙ) **দেবতীর্থ**দ্বারা,

(চ) নিম্নোক্ত বাক্য পড়িয়া, দিতে হইবে।

(বাক্য) যথা—

বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ পিণ্ডং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ।

৬। (প্রপিতামহ)—

(ক) ত্রিপত্র সহিত একটি পিণ্ড ডানহাতে লইয়া,

(খ) বামহাত ডানহাতের পাশাপাশি রাখিয়া,

(গ) 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—জপ করিয়া,

(ঘ) পিতৃপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের **অগ্রে** প্রপিতামহের মণ্ডলে,

(ঙ) **দেবতীর্থ**দ্বারা,

(চ) নিম্নোক্ত বাক্য পড়িয়া, দিতে হইবে।

(বাক্য) যথা—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ পিণ্ডং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতম্ সযবোদকং তুভ্যং নমঃ।

৭। (মাতামহ)—

(ক) ত্রিপত্র সহিত একটি পিণ্ড ডানহাতে লইয়া,

(খ) বামহাত ডানহাতের পাশাপাশি রাখিয়া,

(গ) 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—জপ করিয়া,

(ঘ) মাতামহপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের **মুলে** মাতামহের মণ্ডলে,

(ঙ) **দেবতীর্থ** দ্বারা,

(চ) নিম্নোক্ত বাক্য পড়িয়া, দিতে হইবে।

(বাক্য) যথা—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ পিণ্ডং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতম্ সযবোদকং তুভ্যং নমঃ।

৮। (প্রমাতামহ)—

(ক) ত্রিপত্র সহিত একটি পিণ্ড ডানহাতে লইয়া,

(খ) বামহাত ডানহাতের পাশাপাশি রাখিয়া,

(গ) 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—জপ করিয়া,

(ঘ) মাতামহপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের **মধ্যভাগে**

প্রমাতামহের মণ্ডলে,

(ঙ) **দেবতীর্থ** দ্বারা,

(চ) নিম্নোক্ত বাক্য পড়িয়া, দিতে হইবে।

(বাক্য) যথা—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ পিণ্ডং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ।

৯। (বৃদ্ধপ্রমাতামহ)—

(ক) ত্রিপত্র সহিত একটি পিণ্ড ডানহাতে লইয়া,

(খ) বামহাত ডানহাতের পাশাপাশি রাখিয়া,

(গ) 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু'—জপ করিয়া,

(ঘ) মাতামহপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের **অগ্রে** বৃদ্ধ-প্রমাতামহের মণ্ডলে,

(ঙ) **দেবতীর্থ** দ্বারা,

(চ) নিম্নোক্ত বাক্য পড়িয়া, দিতে হইবে।

(বাক্য) যথা—

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ পিণ্ডং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ।

প্রত্যেকটি পিণ্ডের উৎসর্গের পর—

ওঁ গয়া গঙ্গা গদাধরো হরিঃ—

এই বাক্যটি যজমানের বলিবার রীতি আছে।

পিণ্ডশেষ-বিকিরণ

পিণ্ডদান শেষ হইলে, পিণ্ডপাত্রে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ৯টি পিণ্ডের সমীপে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

লেপভুক্—

নান্দীমুখ-পিতৃগণের প্রাপ্য—তাঁহাদিগকে দান।

শ্রাদ্ধকারীর হাতে পিণ্ডাবশেষ যাহা লাগিয়া থাকিবে, তাহা আস্তীর্ণ কুশদ্বারা ঘষিয়া পৃথক্ করিয়া

ওঁ লেপভুজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্—

এই বাক্যটি বলিয়া প্রপিতামহপিণ্ডে দিতে হইবে। [বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এবং অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ—এই তিনজনকে **লেপভুক্ পিতৃপুরুষ** বলে। লেপ = যাহা লাগিয়া রহিয়াছে।]

ঋতু-নমস্কার প্রভৃতি কার্য্য

তারপর

১। **ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং, যথাভাগ-মা বৃষায়ধ্বম্।**

[মা-বা-সং—২।৩১, কা-বা-সং—২।৭।৩, ২।২।৬, কা-বা-সং-উৎকল—২।৫৬]

—এই মন্ত্রটি জপ করিয়া,

২। উত্তরাভিমুখ হইয়া (শ্রাদ্ধকারী উত্তরাভিমুখই আছেন),

৩। শ্বাস বন্ধ করিয়া,

৪। (শ্বাসবন্ধ)

(ক) ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ।
বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ-ঋতবে চ নমঃ সদা॥

(খ) হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ।
মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥

—এই মন্ত্রদুইটি মনে মনে পাঠ করিয়া,

ওঁ ষড়্ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ

—বলিয়া শ্রাদ্ধকারী মনে মনে প্রণাম করিবেন।

৫। তারপর উত্তরাভিমুখ থাকিয়াই (শ্বাসবন্ধ রাখিয়াই)

ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগ-মা বৃষায়িষত।

[মা-বা-সং—২।৩১, কা-বা-সং—২।৭।৩,২।২।৬,
কা-বা-সং-উৎকল—২।৫৬।]

—এই মন্ত্রটি মনে মনে পড়িয়া শ্রাদ্ধকারী শ্বাসমোচন করিবেন।

অনুবাদ— (ক) ও (খ) (ওঁ বসন্তায়…) হে পিতঃ, আপনি বসন্তঋতুরূপী, আপনাকে নমস্কার (প্রণাম), আপনি গ্রীষ্মরূপী, আপনাকে নমস্কার। বর্ষারূপী আপনাকে নমস্কার। শরৎ-সজ্ঞকঋতুরূপী আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার। হেমন্তরূপী আপনাকে নমস্কার। শীতরূপী আপনাকে

নমস্কার। মাসসংবৎসর-দিবসরূপী আপনাকে নমস্কার। ছয়টি-ঋতু-রূপী আপনাকে নমস্কার। (শিশির=শীত ঋতু।)

অনুবাদ— (ওঁ অমীমদন্ত......)—নান্দীমুখাঃ (নান্দীমুখ) পিতরঃ (পিতৃগণ) অমীমদন্ত (আনন্দিত হইয়াছেন) (এবং) যথাভাগং (যাঁর যাঁর ভাগ) (গ্রহণ করিয়া) আবৃষায়িষত (তৃপ্ত হইয়াছেন)।

পিণ্ডোপরি প্রত্যবনেজন-দান

তারপর পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন করিয়া, একটি ত্রিপত্র দ্বারা ঐ জল নিম্নোক্ত বাক্যে ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন পিণ্ডে ছিটাইবেন—

১। বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাত-রমুকী-দেবি এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ।

২। বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকী-দেবি এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ।

৩। বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকী-দেবি এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ।

৪। বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিত-রমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ।

৫। বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ।

৬। বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ।

৭। বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ।

৮। বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ।

৯। বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ। *

অনুবাদ—(এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ) এই পুনঃ-প্রক্ষালন-জল আপনাকে উৎসর্গ করিতেছি।

---

* [কাত্যায়নের যজুর্ব্বেদীয় শ্রৌতসূত্রমতে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুকরণে বাক্যসমূহ নিম্নলিখিতরূপ হওয়া উচিত—

১। বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি প্রত্যবনেনিক্ষ্-নমঃ।
২। ” ” ” পিতামহি অমুকীদেবি ” ”
৩। ” ” ” প্রপিতামহি অমুকীদেবি ” ”
৪। বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকশর্ম্মন্ ” ”
৫। ” ” ” পিতামহ অমুকশর্ম্মন্ ” ”
৬। ” ” ” প্রপিতামহ ” ” ”
৭। ” ” ” মাতামহ ” ” ”
৮। ” ” ” প্রমাতামহ ” ” ”
৯। ” ” ” বৃদ্ধপ্রমাতামহ ” ” ”

কিন্তু, এতদ্দেশে এরূপ বাক্যের ব্যবহার নাই—যদিও এইরূপ বাক্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।]

নীবী-মোচন

এখন শ্রাদ্ধকারী বামদিকের নীবী হইতে ত্রিপত্রটি ফেলিয়া দিবেন। ইহাকে নীবীমোচন বলে।

পিণ্ডোপরি ষড়ঞ্জলিমন্ত্র-পাঠ

শ্রাদ্ধকারী এখন পিণ্ডোপরি উপুড়-করা ডানহাত রাখিয়া, বামহাত দিয়া ডানহাত স্পর্শ করিয়া, যজুর্ব্বেদের নিম্নোক্ত মন্ত্র ছয়টি পাঠ করিবেন—

১। **ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শুষ্মায়।**

২। **ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরস্তপসে।**

৩। **ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো যজ্জীবং তস্মৈ।**

৪। **ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো রসায়।**

৫। **ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে।**

৬। **ওঁ পুষ্ট্যৈ বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমঃ।**

[কা-বা-সং—২।৭।৪,
কা-বা-সং-উৎকল—২।৫৭]

ইহা কাণ্বসংহিতার পাঠ।

অনুবাদ—১। হে নান্দীমুখ পিতৃগণ, আপনারা গ্রীষ্মরূপী, আপনাদিগকে নমস্কার।

২। হে নান্দীমুখ পিতৃগণ, আপনারা মাঘ-ফাল্গুন মাসাত্মক, আপনাদিগকে নমস্কার।

৩। হে নান্দীমুখ পিতৃগণ, আপনারা বর্ষাঋতুরূপী, আপনাদিগকে নমস্কার।

৪। হে নান্দীমুখ পিতৃগণ, আপনারা বসন্তঋতুরূপী, আপনাদিগকে নমস্কার।

(বসন্তদ্বারা 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব'-এর হলায়ুধ চৈত্রমাস বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।)

৫। হে নান্দীমুখ পিতৃগণ, আপনারা দুঃখজনক হেমন্তঋতুরূপী, আপনাদিগকে নমস্কার।

৬। হে নান্দীমুখ পিতৃগণ, আপনারা শরৎ-ঋতুরূপী, আপনাদিগকে নমস্কার।

[মাধ্যন্দিন সংহিতার পাঠ, যথা—

১। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো রসায়।

২। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শোষায়।

৩। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো জীবায়।

৪। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ পুষ্ট্যৈ।

৫। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ঘোরায়।

৬। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো মন্যবে।]

[মা-বা-সং—২।৩২]

পিণ্ডোপরি বাসঃসূত্র-দান

তারপর, নূতন বা পুরাতন কাপড়ের কিনারা হইতে বাসঃসূত্র

(কাপড়ের সুতা) লইয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটি পিণ্ডের উপর

এতদ্বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসঃ

[কা-বা-সং—২।৭।৪]

—এই বাক্যটি বলিয়া দিতে হইবে। মন্ত্রটি মোট ৯বার পাঠ।

[মন্ত্রটির মাধ্যন্দিন পাঠ—এতদ্বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাস আধত্ত।]

[মা-বা-সং—২।৩২]

অনুবাদ—(হে) নান্দীমুখাঃ (নান্দীমুখ) পিতরঃ (পিতৃগণ), এতৎ (এই) বঃ (আপনাদের) বাসঃ (আচ্ছাদন)।

[মূলপদ্ধতিতে বাসঃসূত্রের সঙ্গে একটি করিয়া ঋজুদর্ভ অর্থাৎ ত্রিপত্র দেওয়ার কথা আছে। বর্ত্তমান সময়ে পিণ্ডের সহিত একটি একটি করিয়া ত্রিপত্র দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া বাসঃসূত্রের সঙ্গে পুনরায় ত্রিপত্র দেওয়া হয় না।]

পরে, এক-একটি পিণ্ডের উপর এক-একবার জল দিয়া নিম্নোক্ত বাক্যে ঐ সমস্ত বাসঃসূত্র উৎসর্গ করিতে হইবে—

১। (মাতা)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকী-দেবি এতদ্বাস-স্তুভ্যং নমঃ।

২। (পিতামহী)—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকী-দেবি এতদ্বাস-স্তুভ্যং নমঃ।

৩। (প্রপিতামহী)—বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকী-দেবি এতদ্বাস-স্তুভ্যং নমঃ।

৪। (পিতা)—বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিত-রমুক-শর্ম্ম-ন্নেতদ্বাস-স্তুভ্যং নমঃ।

৫। (পিতামহ)—বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতদ্বাস-স্তুভ্যং নমঃ।

৬। (প্রপিতামহ)—বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতদ্বাস-স্তুভ্যং নমঃ।

৭। (মাতামহ)—বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতদ্বাস-স্তুভ্যং নমঃ।

৮। (প্রমাতামহ ;—বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতদ্বাস-স্তুভ্যং নমঃ।

৯। (বৃদ্ধপ্রমাতামহ)—বিষ্ণুরোঁ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-শর্ম্ম-ন্নেতদ্বাস-স্তুভ্যং নমঃ।

পিণ্ডে উর্জ্জধারা দান

প্রত্যেকটি পিণ্ডকে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ —এই ক্রমে নিম্নোক্ত মন্ত্র এক-একবার পড়িয়া জলধারা সিক্ত

করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্।
পুষ্টয়ঃ স্থ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৄন্॥

[মা-বা-সং—২।৩৪, কা-বা-সং—
২।৭।৭, কা-বা-সং-উৎকল—২।৬০]

মন্ত্রটি মোট ৯বার পাঠ।

অনুবাদ—(হে জল,) (তুমি) উর্জ্জং (অন্নসংক্রান্ত) ঘৃতং (ঘৃতসংক্রান্ত) (ও) পয়ঃ (দুগ্ধসংক্রান্ত) অমৃতং (মৃত্যুনিবারক) (ও) কীলালং (সর্ব্ববন্ধ-বারক) পরিস্রুতং (সারপদার্থ) বহন্তীঃ (বহন করিয়া) পুষ্টয়ঃ (পিতৃগণের অন্নের আকৃতি) স্থ (হও, ধারণ কর) (এবং) মে (আমার) নান্দীমুখান্ (নান্দীমুখ) পিতৄন্ (পিতৃগণকে) তর্পয়ত (তৃপ্তিদান কর)।

[**অঙ্গুষ্ঠ** এবং **অনামিকার** মূলকে **কায়** বা **প্রাজাপত্যতীর্থ** বলে। দুইহাত একত্র করিয়া কায়তীর্থ দ্বারা পিণ্ডোপরি জল-সেচনের প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এইভাবে জলসেচন কষ্টকর ও অসুবিধাজনক। **কায়তীর্থ** ব্যবহারের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ'-প্রসঙ্গেও কাত্যায়ন যজুর্ব্বেদীয় শ্রৌতসূত্রে লিখিয়াছেন—

"উর্জ্জ"-মিত্যপো নিষিঞ্চতি।

অতএব, যিনি যেভাবে ভাল মনে করেন, তিনি সেইভাবেই সেচন করিতে পারেন। তবে, জলের **ধারা হওয়া আবশ্যক**।]

পিণ্ডপূজা

তৎপর, গন্ধাদি দ্বারা বিনামন্ত্রে প্রত্যেকটি পিণ্ডকে পূজা করিতে হইবে।

তারপর প্রত্যেক পক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়কে **জলগণ্ডূষ-দান**।

তারপর, যজমান মাতৃপক্ষের দর্ভময়-ব্রাহ্মণদের কাছে কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—

ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্ ?

পুরোহিত (প্রতিবচন)—ওঁ সুসম্পন্নমস্তু।

দ্বিতীয় বার—ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্ ?

পুরোহিত (প্রতিবচন)—ওঁ সুসম্পন্নমস্তু।

তৃতীয় বার—ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্ ?

পুরোহিত (প্রতিবচন)—ওঁ সুসম্পন্নমস্তু।

পিতৃপক্ষে—১। ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্ ? —ওঁ সুসম্পন্নমস্তু।

২। ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্ ? —ওঁ সুসম্পন্নমস্তু।

৩। ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্ ? —ওঁ সুসম্পন্নমস্তু।

মাতৃপক্ষে—১। ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্ ? —ওঁ সুসম্পন্নমস্তু।

২। ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্ ? —ওঁ সুসম্পন্নমস্তু।

৩। ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্ ? —ওঁ সুসম্পন্নমস্তু।

মোট ৯ বার।

তারপর পিণ্ডাঘ্রাণ।

তারপর পিণ্ডগুলি পাত্রান্তরে স্থাপন।

* [দ্রষ্টব্য—(১) ভবেদ্ধতাশ্চ (১১৬ পৃষ্ঠা) =ভবেৎ+হতাঃ+চ। (২) সর্ব্বেঽসুরদানবাঃ (১১৬ পৃঃ)=সর্ব্বে+অসুরদানবাঃ। (৩) যাতুধান (১১৬ পৃঃ)—রাক্ষসদিগের একটি প্রধান শ্রেণী। 'যাতুধান'-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'যাতুধানী'। 'যাতুধানী'-শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'যাতুধান্যঃ'। যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ে আছে—'সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যোঽধরাচীঃ। (৪) রক্ষাংসি (১১৬ পৃঃ)—'ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং'–ইত্যাদি মন্ত্রটি পৌরাণিক, এই জন্য এই মন্ত্রের 'রক্ষাংসি' স্থলে 'রক্ষাগুঁসি' হইবে না। এইরূপ, 'ওঁ যজ্ঞেশ্বরো' —ইত্যাদি মন্ত্রটিও পৌরাণিক। এই জন্য এই মন্ত্রের ' রক্ষাংস্যসুরাশ্চ সর্ব্বে ' স্থলেও 'রক্ষাগুঁস্যসুরাশ্চ সর্ব্বে' হইবে না। কিন্তু, ' ওঁ অপহতা রক্ষাগুঁসি বেদিষদঃ '—এই মন্ত্রটি বৈদিক বলিয়া ইহাতে 'রক্ষাংসি' স্থলে 'রক্ষাগুঁসি' হইয়াছে। (৫) বেদিষদঃ (১১৭ পৃঃ)–'বেদিষদ্'-শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার বহুবচন। বেদ্যাং সীদন্তি ইতি বেদিষদঃ। বেদি-সদ্+ক্বিপ্। ইহা পুংলিঙ্গ 'অসুরাঃ' এবং ক্লীবলিঙ্গ 'রক্ষাগুঁসি'–এই উভয় পদের বিশেষণ। (৬) অবনেনিক্ষ্ব (১১৯ পৃঃ)–ণিজির্ (নিজ্)+লোট্ স্ব (আত্মনেপদ মধ্যমপুরুষের একবচন)। ণিজির্–(উভয়পদী) শৌচপোষণয়োঃ। এখানে শৌচে। 'ণিজির্' কার্য্যকালে 'নিজ্' হইয়া যায়। ধাতুটি জুহোত্যাদিগণীয়। 'অবনেনিক্ষ্ব' ক্রিয়াপদ কিন্তু 'অবনেজন' অর্থে 'অবনেনিক্ষ্ব' নামে কোনও বিশেষ্য অথবা অব্যয় নাই। এতদ্দেশীয় প্রচলিত পদ্ধতিসমূহে 'অবনেনিক্ষ্ব নমঃ' স্থলে 'এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ'-পাঠ দেখা যায়। সুতরাং প্রচলিত পাঠ ভ্রমাত্মক। ইহা যে ভ্রমাত্মক তাহা অন্যভাবেও দেখান যায়। কাত্যায়নের যজুর্ব্বেদীয় শ্রৌতসূত্রে "পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ'-প্রসঙ্গে ৪।১০ সূত্রে আমরা—অসাববনেনিক্ষ্বেতি যজমানস্ত পিতৃপ্রভৃতি ত্রীন্—পাই। অসাববনেনিক্ষ্ব=অসৌ+অবনেনিক্ষ্ব। অসৌ–'অদস্'-শব্দের সম্বোধনের একবচন। (৭) মাদয়ধ্বম্ (১২৭ পৃঃ)—ণিজন্ত মদ্ ধাতু লোট্ মধ্যমপুরুষ—(আত্মনেপদের) বহুবচন। স্বার্থে ণিচ্। পূর্ব্বে এই ক্রিয়াপদটি আর একবার পাওয়া গিয়াছে। (৮) আবৃষায়ধ্বম্ (১২৭ পৃঃ)–বৃষ+ক্যঙ্=বৃষায়। 'বৃষায়' একটি নামধাতু। আত্মনেপদ। আ—বৃষায়+ধ্বম্ (লোট্ মধ্যমপুরুষের বহুবচন)=আবৃষায়ধ্বম্। (৯) অমীমদন্ত (১২৮ পৃঃ)—ণিজন্ত মদ্ ধাতু লুঙ্ প্রথমপুরুষ (আত্মনেপদের) বহুবচন। স্বার্থে ণিচ্।

(১০) আবৃষায়িষত (১২৮ পৃঃ)—আ-পূর্ব্বক বৃষায় ধাতুর লুঙ্ প্রথমপুরুষের বহুবচন। অট্ আগম নিষেধ ছান্দস। (১১) ষড়ঙ্গুলি মন্ত্রসমূহ (১৩১ পৃঃ)—মূল বেদে মন্ত্রগুলি এইরূপ—(ক) ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়। (খ) ওঁ নমো বঃ পিতরস্তপসে। (গ) ওঁ নমো বঃ পিতরো যজ্জীবং তস্মৈ। (ঘ) ওঁ নমো বঃ পিতরো রসায়। (ঙ) ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে। (চ) ওঁ স্বধায়ৈ বঃ পিতরো নমঃ। মাধ্যন্দিন পাঠ—(ক) ওঁ নমো বঃ পিতরো রসায়। (খ) ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শোষায়। (গ) ওঁ নমো বঃ পিতরো জীবায়। (ঘ) ওঁ নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ। (ঙ) ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরায়। (চ) ওঁ নমো বঃ পিতরো মন্যবে। 'স্বধা'—শব্দের চতুর্থীর একবচনে 'স্বধায়ৈ'। 'পুষ্টি'-শব্দের চতুর্থীর একবচনে 'পুষ্ট্যৈ'। এইজন্য 'স্বধায়ৈ' স্থলে আভ্যুদয়িকে 'পুষ্ট্যৈ' হইয়াছে। আভ্যুদয়িকে সর্ব্বত্র 'পিতরঃ'-শব্দের পূর্ব্বে 'নান্দীমুখাঃ'-শব্দ বসাইতে হইয়াছে। শুষ্ম—গ্রীষ্মঋতু। তপঃ—মাঘ মাস, কিন্তু এখানে মাঘ-ফাল্গুন। যজ্জীবং—জল অর্থাৎ বর্ষাঋতু। রস—বসন্তঋতু। ঘোর—হেমন্ত ঋতু। মন্যু—দুঃখজনক। পুষ্টি বা স্বধা—শরৎকাল। মাধ্যন্দিন পাঠের—শোষ—গ্রীষ্মঋতু, জীব—বর্ষাঋতু, মন্যু—শিশির অর্থাৎ শীতঋতু। মুদ্রিত পদ্ধতিসমূহে কোনও কোনও স্থানে বিকৃত পাঠ দৃষ্ট হয়। (১২) 'ঊর্জ্জং বহন্তীর্' ইত্যাদি (১৩৫ পৃঃ)—প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্রটি এই—

ঊর্জ্জং বহন্তী-রমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্।
স্বধাঃ স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥

(ক) বহন্তীঃ—'বহন্ত্যঃ' স্থলে 'বা ছন্দসি'—এই সূত্রানুসারে ছান্দস প্রয়োগ। ভাষাতে 'বহন্ত্যঃ'। বেদে 'বহন্ত্যঃ, বহন্তীঃ'। (খ) পুষ্টয়ঃ—'স্বধা'-শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'স্বধাঃ'। 'পুষ্টি'-শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'পুষ্টয়ঃ'। সুতরাং 'স্বধাঃ' স্থলে আভ্যুদয়িকে 'পুষ্টয়ঃ' হইয়াছে। (গ) স্থ—অদাদি অস্ ধাতু লট্ মধ্যমপুরুষের বহুবচন। (ঘ) এই মন্ত্রে জলের সংস্কৃত 'অপ্'-শব্দ বহুবচনান্ত। এইজন্য 'বহন্তীঃ', 'স্বধা', 'পুষ্টয়ঃ', 'স্থ' ও 'তর্পয়ত' বহুবচনান্ত হইয়াছে। আবার 'অপ্'-শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। এজন্য তাহার বিশেষণ 'বহন্তীঃ' স্ত্রীলিঙ্গ।]

পিণ্ড-শব্দের লিঙ্গ

'পিণ্ড'-শব্দ সাধারণতঃ পুংলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু, যজুর্ব্বেদীয় অভিলাপে অর্থাৎ বাক্যে ইহা ক্লীবলিঙ্গ এবং সামবেদীয় অভিলাপে পুংলিঙ্গ। যথা—যজুর্ব্বেদীয় বাক্যে 'এতত্তে পিণ্ডম্' কিন্তু সামবেদীয় বাক্যে 'এষ তে পিণ্ডঃ'। কাত্যায়নের যজুর্ব্বেদীয় শ্রৌতসূত্রের ৪।১১তে আছে—উপমূলগুঁ সকৃদাচ্ছিন্নানি লেখায়াং কৃত্বা যথাবনিক্তং **পিণ্ডান্** দদাত্যসা-**বেতত্ত** ইতি। এখানে 'দদাত্যসাবেতত্ত ইতি' = দদাতি + অসৌ + এতৎ + তে + ইতি। 'পিণ্ডান্' এবং 'এতৎ'—এই দুইটি শব্দের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রথমটি পুংলিঙ্গ, দ্বিতীয়ার বহুবচন, কিন্তু একবচনান্ত 'পিণ্ড'-শব্দের প্রতিনিধিস্বূচক 'এতৎ' ক্লীবলিঙ্গ। 'অসৌ' সম্বোধনের একবচন। সাধারণভাবে সূত্রে কাত্যায়নের মতে 'পিণ্ড'-শব্দ পুংলিঙ্গ কিন্তু অভিলাপে উহা ক্লীবলিঙ্গ। 'অসৌ এতৎ তে'-এর উদাহরণ—'অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিত-রমুকশর্ম্ম-ন্নেতৎ তে পিণ্ডম্' ইত্যাদি। 'কর্ম্মোপদেশিনী'-নামক পদ্ধতিতে অভিলাপ ব্যতীত অন্যত্রও 'পিণ্ড'-শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও তাঁহার যজুর্ব্বেদীয়-শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিয়াছেন—'অত্র পিণ্ডানিতি পুংলিঙ্গ-নির্দ্দেশেঽপি পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞীয়-পিণ্ডদানাভিলাপে পিণ্ডবিশেষণে এতদিতি নির্দ্দেশাদ্ যজুর্ব্বেদীয়াভিলাপে পিণ্ডশব্দস্য নপুংসকেন নির্দ্দেশোঽপি প্রতীয়তে, পিণ্ডশব্দস্য নপুংসকত্বমন্যত্র দৃষ্টম্—ইত্যাদি।

পিণ্ডদান সম্বন্ধে অতিরিক্ত দুই-একটি কথা

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ হইতেই পিণ্ডদানের প্রথা আসিয়াছে। দেবপক্ষে পিণ্ডদান নাই। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের মন্ত্রসমূহ মাধ্যন্দিন-বাজসনেয়ি-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঊনত্রিংশ হইতে চতুস্ত্রিংশ কণ্ডিকায়, কাণ্বসংহিতার চৌখাম্বা-সংস্করণে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম অনুবাকে, এবং কাণ্বসংহিতার উৎকল সংস্করণে ২।৫৪ হইতে ২।৬০এ আছে। নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ হইতে গৃহীত—

১। ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা।

২। ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা।

৩। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।

৪। ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং, যথাভাগ-মা বৃষায়ধ্বম্।

৫। ওঁ অমীমদন্ত পিতরো, যথাভাগ-মা বৃষায়িষত।

৬। ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায় ইত্যাদি (ষড়ঞ্জলিমন্ত্র)।

৭। ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ। ৮। এতদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত। ৯। ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্। স্বধাঃ স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥

পিণ্ডস্থানে জলদান

১। মাতৃপিণ্ডস্থানে জলদান। মন্ত্র – ওঁ সুসুপ্রোক্ষিতমস্তু। পুরোহিত—ওঁ অস্তু।

২। পিতামহীপিণ্ডস্থানে ,, ,, ,,

৩। প্রপিতামহী পিণ্ডস্থানে ,, ,, ,,

৪। পিতৃপিণ্ডস্থানে জলদান। মন্ত্র—ওঁ সুসুপ্রোক্ষিতমস্তু। পুরোহিত ওঁ অস্তু।

৫। পিতামহপিণ্ডস্থানে ,, ,, ,,

৬। প্রপিতামহপিণ্ডস্থানে ,, ,, ,,

৭। মাতামহপিণ্ডস্থানে ,, ,, ,,

৮। প্রমাতামহপিণ্ডস্থানে ,, ,, ,,

৯। বৃদ্ধ-প্রমাতামহপিণ্ডস্থানে ,, ,,

অনুবাদ—(পিণ্ডভূমি) অতিসুষ্ঠুভাবে সিক্ত হউক। —হাঁ, হউক।

ব্রাহ্মণহস্তে জলদান

১। দেবপক্ষে। মন্ত্র—ওঁ শিবা আপঃ সন্তু। পুরোহিত—ওঁ সন্তু। (১বার)

২। মাতৃপক্ষে। ,, ,, ,, ,, (৩ বার)

৩। পিতৃপক্ষে। ,, ,, ,, ,, (৩ বার)

৪। মাতামহপক্ষে। ,, ,, ,, ,, (৩ বার)

অনুবাদ—(এই) জল শুভজনক হউক। —হাঁ, হউক।

ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্পদান

১। দেবপক্ষে। মন্ত্র—ওঁ সৌমনস্যমস্তু। পুরোহিত—ওঁ অস্তু। (১ বার)

২। মাতৃপক্ষে। ,, ,, ,, ,, (৩ বার)

৩। পিতৃপক্ষে। ,, ,, ,, ,, (৩ বার)

৪। মাতামহপক্ষে। ,, ,, ,, (৩ বার)

অনুবাদ—(এই পুষ্পের আঘ্রাণে) মনের তৃপ্তি হউক। —হাঁ, হউক।

ব্রাহ্মণহস্তে দূর্ব্বাক্ষতদান

১। দেবপক্ষে। মন্ত্র – ওঁ অক্ষতাঞ্চারিষ্টাঞ্চাস্তু। পুরোহিত – ওঁ অস্তু। (১ বার)

২। মাতৃপক্ষে। ,, ,, ,, ,, (৩ বার)

৩। পিতৃপক্ষে। ,, ,, ,, ,, (৩ বার)

৪। মাতামহপক্ষে। ,, ,, ,, (৩ বার)

অনুবাদ—(এই দূর্ব্বাক্ষত) অক্ষতং চ (বিঘ্ননাশক) অরিষ্টং চ (এবং শুভকর) অস্তু (হউক)। —হাঁ, হউক।

অক্ষয্যদান

[অক্ষয্য = অক্ষয় ফলযুক্ত।]

একটি পাত্রে (১) যব, (২) মধু, (৩) ঘৃত, (৪) জল, (৫) তুলসীপত্র এবং (৬) একটি ত্রিপত্র রাখুন। তারপর ঐ ত্রিপত্র দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঐ পাত্র হইতে ৯বার জল লইয়া— (১) মাতৃব্রাহ্মণে মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহীর জন্য, (২) পিতৃব্রাহ্মণে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের জন্য, এবং (৩) মাতামহব্রাহ্মণে মাতামহ, প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহের জন্য নিম্নলিখিত বাক্যে সেচন করিতে হইবে। বাক্য, যথা—

১। মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে—

বিষ্ণুরোঁ তৎসদ্ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ অমুকগোত্রস্য মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতু-রমুকী-দেব্যা আভ্যুদয়িকে শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেনানেনান্নপানাদিনা নান্দীমুখ্যো মাতরঃ প্রীয়ন্তাম্।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু প্রীতিঃ।

যজমান—ওঁ সর্ব্বং তেভ্য উপতিষ্ঠতাম্—এই বাক্যে ব্রাহ্মণহস্তে পুনরায় জল দিতে হইবে।

[দত্তেনানেনান্নপানাদিনা=দত্তেন+অনেন+অন্নপানাদিনা।]

২। মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে—

........পিতামহ্যা অমুকী-দেব্যাঃ......পিতামহ্যঃ.........

৩। মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে—

........প্রপিতামহ্যাঃ ....প্রপিতামহ্যঃ........

৪। পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে—

.......নান্দীমুখস্য পিতু-রমুকশর্ম্মণঃ....নান্দীমুখাঃ পিতরঃ....

৫। পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে—

……পিতামহস্য ……….পিতামহাঃ……

৬। পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে—

……..প্রপিতামহস্য ……….প্রপিতামহাঃ……..

৭। মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে—

……..মাতামহস্য ……….মাতামহাঃ……….

৮। মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে—

……..প্রমাতামহস্য ……..প্রমাতামহাঃ……..

৯। মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে—

……..বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য ……………..বৃদ্ধপ্রমাতামহাঃ……..

মতান্তর—(১) প্রচলিত প্রায় সকল পদ্ধতিতেই, এই কার্য্যে **তন্ত্রতা নাই**—এই ধারণার ফলে, পূর্ব্বোক্তরূপ পৃথক্ পৃথক্ নয়টি বাক্য বলিয়া ৯বার জল দেওয়ার উপদেশ আছে। আমাদের গৃহ্যপরিশিষ্টকার কাত্যায়নের 'নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তানক্ষয্যস্থানে'—এই সূত্রটি অবলম্বন করিয়া রঘুনন্দন যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধতত্ত্বে বিচার করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, কাত্যায়নের এই সূত্রানুসারে আভ্যুদয়িকে অক্ষয্যদানে ছন্দোগ-পরিশিষ্টকার কাত্যায়নের তন্ত্রতার বিনিবৃত্তি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। রঘুনন্দনের বিচারফল এই—

অক্ষয্যদানে যজুর্ব্বিদাম্ অক্ষয্যমস্ত্বিত্যনুক্ত্বা প্রাপ্তপিতৃ-

লোকোপাধিকত্বেন সর্ব্বানুদ্দিশ্য নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্ ইত্যনেন সকৃদ্ এব জলং দাতব্যম্ আবাহনবৎ।

অর্থাৎ রঘুনন্দনের মতে 'ওঁ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্' এই বাক্য যজমান (নয় বারের পরিবর্ত্তে) একবার মাত্র পড়িয়া মাতৃ, পিতৃ এবং মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে অক্ষয্যজল দিবেন। [ওঁ অস্তু প্রীতিঃ। ওঁ সর্ব্বং তেভ্য উপতিষ্ঠতাম্।]

মতান্তর— (২) কোনও কোনও স্থানে (নয় বারের পরিবর্ত্তে) তিনবার মাত্র অক্ষয্যদান প্রচলিত আছে। যথা—

১। মাতৃপক্ষে—ওঁ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্ ।—
ওঁ অস্তু প্রীতিঃ। ওঁ সর্ব্বং তেভ্য উপতিষ্ঠতাম্ ।

২। পিতৃপক্ষে— ঐ ঐ

৩। মাতামহপক্ষে ঐ ঐ

তারপর—

১। যজমান—(কৃতাঞ্জলি হইয়া)

ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্তু।

পুরোহিত—

ওঁ সন্তু।

২। যজমান—(কৃতাঞ্জলি হইয়া)

ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্।

পুরোহিত—

ওঁ বর্দ্ধতাম্।

অনুবাদ—(১) নান্দীমুখ পিতৃগণ (আমাদের প্রতি) প্রসন্ন হউন। —হাঁ হউন।

(২) আমাদের বংশ বৃদ্ধি পাউক। —হাঁ পাউক।

দ্রষ্টব্য—মন্ত্র দুইটি আশীর্ব্বাদসূচক মনে হইলেও ইহার কোনটিই পারিভাষিক-আশীর্ব্বাদসূচক নহে। এইজন্য প্রেতশ্রাদ্ধেও এই মন্ত্র দুইটি পড়িতে হয় এবং পুরোহিত হইতে ইহাদের প্রত্যেকের প্রতিবচন গ্রহণ করিতে হয়। তবে সেই সময় প্রথম মন্ত্রটি এইরূপ হইবে—ওঁ অঘোরঃ প্রেতোঽস্তু।

প্রতিবচন—ওঁ অস্তু।

তারপর—

আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ

১। যজমান—(কৃতাঞ্জলি হইয়া)

ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্।

২। পুরোহিত—

ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্।

অনুবাদ—(১) আমাকে বরদান করুন।

(২) বর গ্রহণ করুন।

[বাক্য দুইটি কর্ম্মবাচ্যে আছে, অনুবাদ কর্ত্তৃবাচ্যে দেওয়া হইয়াছে।]

তারপর যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেন—

১। **ওঁ দাতারো নোঽভি বর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততি-রেব চ।**
শ্রদ্ধা চ নো ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥

[কাত্যায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট]

২। **ওঁ অন্নঞ্চ নো বহু ভবে-দতিথীং-শ্চ লভেমহি।**
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥*

[মৎসপুরাণ]

৩। **ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু।**

[মৎস্যপুরাণ]

পুরোহিত—

ওঁ সন্তু।

অনুবাদ—(১) আমাদের বংশে দানশীল ব্যক্তি (অর্থাৎ ব্যক্তির সংখ্যা) বৃদ্ধি পাউক, আমাদের বংশে বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বৃদ্ধি পাউক, আমাদের বংশে সন্তান (অর্থাৎ সন্তান সংখ্যা) বৃদ্ধি পাউক। (বেদবাক্যে) শ্রদ্ধা যেন আমাদের (আমাদের বংশ হইতে) লোপ না পায়। আমাদের দানযোগ্য বহুদ্রব্য হউক।

*দ্রষ্টব্য—(১) ব্যগমৎ—বি-গম্ + লুঙ্ প্রথমপুরুষের একবচন। (২) ভবেদতিথীং-শ্চ =ভবেৎ+অতিথীন্+চ। (৩) লভেমহি=লভ্ + বিধিলিঙ্ (আত্মনেপদ) উত্তম-পুরুষের বহুবচন। (৪) যাচিতারশ্চ=যাচিতারঃ+চ। (৫) যাচিষ্ম—যাচ্ + লুঙ্ উত্তম-পুরুষের বহুবচন (আত্মনেপদ)। 'ছন্দসি লুঙ্-লঙ্-লিটঃ'। বেদে সকল কালেই লুঙ্, লঙ্ ও লিট্ হয়। এখানে বিধিলিঙ্গের অর্থে লুঙ্ হইয়াছে। 'অগমৎ'-এও এইরূপ।

অনুবাদ—(২) আমাদের যেন প্রচুর অন্ন হয়। আমরা যেন অনেক অতিথি লাভ করিতে পারি। আমাদের যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে না হয়।

অনুবাদ—(৩) এই সকল বর সত্য হউক।

—হাঁ, সত্য হউক।

পুষ্টিবাচন

আভ্যুদয়িকের প্রকৃতি পার্ব্বণে ইহাকে স্বধা-বাচন বলে। আভ্যুদয়িকে 'স্বধা' স্থানে 'পুষ্টি' উহ করিয়া 'পুষ্টিবাচন' হইয়াছে। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পিণ্ডস্থান নয়টি। তথায় এখন আর পিণ্ড নাই। অর্ঘ্যে (১) দেবব্রাহ্মণে দুইটি, (২) মাতৃব্রাহ্মণে মাতার জন্য একটি, পিতামহীর জন্য একটি, প্রপিতামহীর জন্য একটি—মোট ৩টি, (৩) পিতৃব্রাহ্মণে পিতার জন্য একটি, পিতামহের জন্য একটি, প্রপিতামহের জন্য একটি—মোট ৩টি এবং (৪) মাতামহব্রাহ্মণে মাতামহের জন্য একটি, প্রমাতামহের জন্য একটি এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহের জন্য একটি—মোট ৩টি পবিত্র দেওয়া হইয়াছে। এখন শেষের ৯টি পবিত্রের প্রয়োজন হইবে। কোন্ পবিত্রটি কাহার অর্ঘ্যপাত্রে দেওয়া হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

১। যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতৃব্রাহ্মণ-সমীপে বলিবেন—

ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৃন্ বাচয়িষ্যে।

[কাত্যায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট]

পুরোহিত—ওঁ বাচয়।

২। ····················পিতৃব্রাহ্মণসমীপে····························

৩। ····················মাতামহব্রাহ্মণসমীপে························

তারপর একটি একটি করিয়া মাতৃব্রাহ্মণপাত্র, পিতৃব্রাহ্মণ-পাত্র এবং মাতামহব্রাহ্মণপাত্র হইতে অর্ঘ্যসম্বন্ধি পবিত্র লইয়া, গ্রন্থি মোচন করিয়া, জলসহ তত্তৎ **পিণ্ডস্থানে** দিতে হইবে।

তাহার ক্রম—

১। (মাতা) —ওঁ নান্দীমুখীভ্যো মাতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু প্রীতিঃ।

২। (পিতামহী)—ওঁ নান্দীমুখীভ্যঃ পিতামহীভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু প্রীতিঃ।

৩। (প্রপিতামহী)—ওঁ নান্দীমুখীভ্যঃ প্রপিতামহীভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু প্রীতিঃ।

৪। (পিতা) —ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু প্রীতিঃ।

৫। (পিতামহ) —ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্।
পুরোহিত—ওঁ অস্তু প্রীতিঃ।

৬। (প্রপিতামহ)—ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্
পুরোহিত—ওঁ অস্তু প্রীতিঃ।

৭। (মাতামহ)—ওঁ নান্দীমুখেভ্যো মাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্।
পুরোহিত—ওঁ অস্তু প্রীতিঃ।

৮। (প্রমাতামহ) ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ প্রমাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্।
পুরোহিত—ওঁ অস্তু প্রীতিঃ।

৯। (বৃদ্ধপ্রমাতামহ)—ওঁ নান্দীমুখেভ্যো বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্। পুরোহিত—ওঁ অস্তু প্রীতিঃ।

[বাক্যগুলিতে সর্ব্বত্র **গৌরবে** বহুবচন হইয়াছে।]

অনুবাদ -('ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄন্'…)—হে ব্রাহ্মণগণ, আপনাদিগদ্বারা **পুষ্টি** বলাইতে চাই। অর্থাৎ অন্নাদিদানদ্বারা পিতৃলোকেরা প্রীতিলাভ করিলেন কিনা, এই কথা বলাইতে চাই। —হাঁ বলাও।

অনুবাদ—(১) নান্দীমুখী মাতার উদ্দেশে (যে অন্নাদি দেওয়া হইল, (তাহাতে তিনি) প্রীতি লাভ করুন। —হাঁ, তাঁর প্রীতি হউক।

অনুবাদ—(২) ………পিতামহীর……। (৩)……প্রপিতামহীর (৪) নান্দীমুখ পিতার……। (৫)……পিতামহের……। (৬) ……… প্রপিতামহের। (৭) ………মাতামহের……। (৮)……প্রমাতামহের ……। (৯)……বৃদ্ধপ্রমাতামহের……।

পিণ্ডস্থানে পুনরায় উর্জ্জধারাদান

১। (মাতৃপিণ্ডস্থানে)—

ওঁ উর্জ্জং বহন্তী-রমৃতং ঘৃতং পয়ঃ
কীলালং পরিস্রুতম্।

পুষ্টয়ঃ স্থ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৃন্॥

২। (পিতামহীপিণ্ডস্থানে)— ঐ

৩। (প্রপিতামহীপিণ্ডস্থানে)— ঐ

৪। (পিতৃপিণ্ডস্থানে)— ঐ

৫। (পিতামহপিণ্ডস্থানে)— ঐ

৬। (প্রপিতামহপিণ্ডস্থানে)— ঐ

৭। (মাতামহপিণ্ডস্থানে)— ঐ

৮। (প্রমাতামহপিণ্ডস্থানে)— ঐ

৯। (বৃদ্ধপ্রমাতামহপিণ্ডস্থানে)— ঐ



পূর্ব্বে অর্ঘ্যসংস্রবজল ন্যুব্জীকৃত দুইটি পাত্রে রাখা হইয়াছে। এখন তাহাদিগকে উত্তান করিয়া পাত্রস্থ কিছু জল মস্তকে দিন্।

দক্ষিণাদান

[মূল পদ্ধতি—ততো দক্ষিণা পিতৃপূর্ব্বিকা দাতব্যা।
কিন্তু দ্রাক্ষামলকমূলানি দাতব্যানি।]

প্রথমতঃ মাতৃপক্ষের, তারপর পিতৃপক্ষের, তারপর মাতামহপক্ষের এবং সর্ব্বশেষে দেবপক্ষের দক্ষিণা দিতে হইবে। আভ্যুদয়িকে দ্রাক্ষা (আঙ্গুর ফল), আমলক এবং মূল (অর্থাৎ আদা প্রভৃতি) দক্ষিণার পক্ষে প্রশস্ত। সমর্থ হইলে ইহার সমস্তই দক্ষিণার্থ দান করিবেন। অসমর্থ হইলে এক-একটিও দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে পারা যায়। এখন এইরূপ দ্রব্য দক্ষিণার্থ দেওয়ার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে রজতাদি দ্বারা দক্ষিণা করিতে হয়। কিন্তু বাক্যে 'দ্রাক্ষামলকমূলমূল্য' বলিতেই হইবে।

দক্ষিণা দেওয়ার পূর্ব্বে দক্ষিণার দ্রব্যকে অর্চ্চনা করিয়া নিতে হইবে। চারিপক্ষের দক্ষিণাদ্রব্যকে স্বতন্ত্রভাবে চারিবার অর্চ্চনা করিতে হইবে। ক্রম এইরূপ—

১। মাতৃপক্ষের দক্ষিণাদ্রব্যের অর্চ্চনা। তৎপরে ঐ পক্ষের দক্ষিণা দান।

২। পিতৃপক্ষের	”	”	”
৩। মাতামহপক্ষের	”	”	”
৪। দেবপক্ষের	”	”	”

দক্ষিণাদ্রব্য কোনও আধারের উপর রাখিয়া প্রত্যেকবার নিম্নোক্তক্রমে অর্চ্চনা করিবেন—

(ক) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দক্ষিণার্থদ্রাক্ষামলকমূলমূল্যায় নমঃ।

(খ) ঐ ঐ

(গ) ঐ ঐ

(ঘ) এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

(ঙ) এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।

[এইবারের গন্ধপুষ্প দক্ষিণাদ্রব্যের নিকটে কোন স্থানে দিবেন।]

(চ) ওঁ সু-সুপ্রোক্ষিতমস্তু। [দক্ষিণাদ্রব্যে কোশাস্থ ত্রিপত্রদ্বারা জলসেচন।]

(ছ) ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু। [এই বলিয়া ডান-হাতের অঙ্গুষ্ঠের মূলদ্বারা দক্ষিণাদ্রব্য-স্পর্শ।]

মাতৃপক্ষের দক্ষিণাদান

বাক্য (দক্ষিণাদ্রব্যের অর্চ্চনার পরে)—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ

(অমুকগোত্র শ্রীঅমুকশর্ম্মা) মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্

অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতু-রমুকী-দেব্যাঃ,

অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুকী-দেব্যাঃ,

অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুকী-দেব্যাঃ

কৃতৈত-দাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।

দ্রষ্টব্য—ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক পক্ষের দক্ষিণাবাক্য হইতে 'অমুকগোত্র শ্রীঅমুকশর্ম্মা'—এই অংশ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য বাক্যেও যেখানে-যেখানেই এই অংশ আছে, সেখানে সেখানে ইহা বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

দক্ষিণা দেওয়ার সময় যজমানের উপুড়-করা বামহাত দক্ষিণা-দ্রব্যের উপর থাকিবে এবং উপুড়-করা ডানহাত জলপূর্ণ কোশার মধ্যে ত্রিপত্রের সহিত যুক্ত থাকিবে। অধিকন্তু, ডানহাত ও বামহাত পরস্পর সংলগ্ন থাকা চাই। দক্ষিণা দেওয়া হইলে, তাহাতে ত্রিপত্র দ্বারা জল ছিটাইয়া দিতে হইবে।

তারপর—'অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু'—এই বলিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিতে হইবে।

পুরোহিত—ওঁ অস্তু।

পিতৃপক্ষের দক্ষিণাদান

বাক্য—(দক্ষিণাদ্রব্যের অর্চ্চনার পরে)—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ (অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা) মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্

অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতু-রমুকশর্ম্মণঃ,

অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকশর্ম্মণঃ,

অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকশর্ম্মণঃ

কৃতৈত-দাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।

দক্ষিণাদ্রব্যে জলপ্রোক্ষণ।

অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু। —ওঁ অস্তু।

মাতামহপক্ষের দক্ষিণাদান

বাক্য (দক্ষিণাদ্রব্যের অর্চ্চনার পরে)—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ (অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা) মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুক-শর্ম্মণঃ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্

অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকশর্ম্মণঃ,
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুকশর্ম্মণঃ,
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকশর্ম্মণঃ

কৃতৈত-দাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।

দক্ষিণাদ্রব্যে জলপ্রোক্ষণ।

অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু। —ওঁ অস্তু।

দেবপক্ষের দক্ষিণাদান

বাক্য (দক্ষিণাদ্রব্যের অর্চ্চনার পরে)—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ (অমুকগোত্র শ্রীঅমুকশর্ম্মা) মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈত-দাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলক-মূলমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।

তৎপর দক্ষিণাদ্রব্যে জলপ্রোক্ষণ।

তৎপর দেবপক্ষের ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া বলিতে হইবে—

'ওঁ বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাম্।'

[কাত্যায়ণগৃহ্যপরিশিষ্ট।]

পুরোহিত—ওঁ প্রীয়ন্তাম্।

অনুবাদ—বিশ্বদেবেরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন ত ? —হাঁ, তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, মাত্র চারিটি কার্য্যের সঙ্কল্প করিতে হইয়াছে। যথা—(১) সগণাধিপ-ষোড়শমাতৃকাপূজা, (২) বসুধারাসম্পাতন, (৩) আয়ুষ্যসূক্তজপ এবং (৪) আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ। দক্ষিণাদানের বাক্যেও এই চারিটি কার্য্যের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু, মূলপদ্ধতিতে প্রথম তিনটি কার্য্যের উল্লেখ না থাকাতে আমরাও তাহাদের উল্লেখ করি নাই।

এখন পুনরায়

প্রত্যেক পক্ষে ত্রির্দৈবতাপাঠ

দেবপক্ষে (কৃতাঞ্জলি)—

(১) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(২) ও দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(৩) ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি।

মাতৃপক্ষে (কৃতাঞ্জলি)—(১) ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি।
(২) ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি।
(৩) ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি।

পিতৃপক্ষে (কৃতাঞ্জলি)—(১) ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি।
(২) ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি।
(৩) ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি।

মাতামহপক্ষে(কৃতাঞ্জলি)-(১) ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি।
(২) ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি।
(৩) ওঁ দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি।

প্রথমতঃ মাতৃপক্ষের, **দ্বিতীয়তঃ** পিতৃপক্ষের, **তৃতীয়তঃ** মাতামহপক্ষের এবং **সর্ব্বশেষে** দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিতে হয়। নিম্নলিখিত মন্ত্রটি এক-একবার পড়িয়া মাতৃপক্ষ, পিতৃপক্ষ এবং মাতামহপক্ষ—এই ক্রমে কোশা হইতে জল লইয়া কোশার **ত্রিপত্রের মূলদেশ দ্বারা** প্রত্যেক পক্ষের ব্রাহ্মণে জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। তৎপর মন্ত্রটি আর

একবার পড়িয়া ঐ **ত্রিপত্রের অগ্রভাগদ্বারা** দেবপক্ষের ব্রাহ্মণে কোশা হইতে জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ করিলেই ব্রাহ্মণ-বিসর্জ্জন হইবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো
ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং
তৃপ্তা যাত পথিভি-র্দেবযানৈঃ॥

[মা-বা-সং—৯।১৮, ২১।১১,
কা-বা-সং-চৌখাম্বা—১০।৩।১১,
কা-বা-সং-উৎকল—১০।২৪,
ঋগ্বেদ—৭।৩৮। ৮।]

মূলপদ্ধতির উক্তি—ততো বাজে বাজে ইতি মন্ত্রেণ প্রথমং কুশমূলেন পিতৃব্রাহ্মণং, পশ্চাৎ কুশাগ্রেণ দেবব্রাহ্মণঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ। [পিতৃব্রাহ্মণ= মাতৃব্রাহ্মণ, পিতৃব্রাহ্মণ এবং মাতামহব্রাহ্মণ।]

এইভাবে ব্রাহ্মণদের সহিত ব্রাহ্মণস্থ পিতৃলোকদিগেরও বিসর্জ্জন করা হইল।

অনুবাদ—বাজিনঃ (হে অন্নভোজনকারী-নান্দীমুখ-পিতৃগণ,) বাজে বাজে (সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ যে অন্ন শ্রাদ্ধার্থ উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহাদের সকলের বিষয়ে) নঃ (আমাদিগকে) (আপনারা)

অবত (রক্ষা করুন)। আপনারা কিরূপ? বিপ্রাঃ (বিপ্রমূর্ত্তি, বিপ্রদেহস্থ), অমৃতাঃ (অমরধর্ম্মা) (অথচ) ঋতজ্ঞাঃ (সত্যজ্ঞান-শালী)। (আমাদিগকে রক্ষা করিয়া) অস্য মধ্বঃ (এই অন্নের সহিত দত্ত মধু) পিবত (পান করুন)। (পান করিয়া) মাদয়ধ্বম্ (তৃপ্তি লাভ করুন)। তৃপ্তাঃ (তৃপ্ত হইয়া) পথিভির্ দেবযানৈঃ (দেবযান পথদ্বারা) যাত (গমন করুন)। [অস্য মধ্বঃ=ইদং মধু। 'পিবত' ক্রিয়ার কর্ম্মে দ্বিতীয়াস্থানে ষষ্ঠী। 'মধু'-শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'মধুনঃ' হয়। এখানে ব্যত্যয়ে 'মধুনঃ' স্থানে ষষ্ঠীর একবচনে 'মধ্বঃ' হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে 'মাদয়ধ্বম্-ক্রিয়াটি পূর্ব্বে আরও দুইবার পাওয়া গিয়াছে। বাজে+অবত=বাজেঽবত। 'এঙঃ পদান্তাদতি' এবং 'প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে'—সন্ধির এই দুইটি সূত্র দ্রষ্টব্য।]

মাতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে নমস্কার

(ক) 'ওঁ অভিরম্যতাম্', (খ) 'ওঁ ক্ষমস্ব'—এই বলিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণাসন সঞ্চালন করিয়া,

ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যা-
দেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে।
আ মা গন্তং পিতরামাতরা
যুব-মা মা সোমো অমৃতত্বায় গম্যাৎ॥

[কা-বা-সং-চৌখাম্বা—১০।৩।১২,
কা-বা-সং-উৎকল—১০।২৫]

এই মন্ত্রটি পড়িয়া ব্রাহ্মণে জলপুষ্প দিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতে হইবে।

মন্ত্রটির মাধ্যন্দিন পাঠ—

ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যা-
দেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে।
আ মা গন্তাং পিতরামাতরা
চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ ॥

[মা-বা-সং—৯।১৯]

পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে নমস্কার

ঠিক মাতৃপক্ষের ন্যায়।

মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে নমস্কার

ঠিক মাতৃপক্ষের ন্যায়।

দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে নমস্কার

ঠিক মাতৃপক্ষের ন্যায়।

অনুবাদ—১। অভিরম্যতাম্ (বিশ্রাম করুন)।

অনুবাদ—২। ক্ষমস্ব (ক্ষমা করুন)।

অনুবাদ—৩। ('ওঁ আ মা বাজস্য' ইত্যাদি)—বাজস্য (অন্নের, অন্নদানের) প্রসবঃ (উৎপত্তি, ফল) মা (আমার কাছে) আজগম্যাৎ (আসুক)। ইমে (এই) বিশ্বরূপে (সর্ব্বরূপাত্মিকা) দ্যাবাপৃথিবী

(দ্যৌঃ এবং পৃথিবী) (আমার কাছে) আ (আসুক)। পিতরামাতরা (হে মাতঃ এবং পিতঃ,) যুবম্ (আপনারা দুইজনে) মা (আমার কাছে) আগন্তম্ (আসুন)। সোমঃ (সোম) অমৃতত্বায় (অমৃতত্বের নিমিত্ত, আমাকে অমৃতত্ব দেওয়ার জন্য) মা (আমার কাছে) আগম্যাৎ (আসুক)। [মা=আমাকে, আমার কাছে। মাধ্যন্দিন পাঠের 'পিতরামাতরা'=মাতা এবং পিতা (সম্বোধন নহে)। আগন্তাম্= আসুক।] **ভাবার্থ**—এই শ্রাদ্ধে দত্ত অন্নদানের ফল পুনঃ পুনঃ আমার কাছে ফিরিয়া আসুক। পৃথিবী-সম্বন্ধি ও স্বর্গ-সম্বন্ধি যাবতীয় কল্যাণ আমার কাছে আসুক। হে মাতৃগণ ও পিতৃগণ, আপনারা আমার কাছে আসুন অর্থাৎ যখন যখনই আমি শ্রাদ্ধ করি, তখন তখনই যেন আমার মাতৃগণ ও পিতৃগণ আমার কাছে আসেন। পিতৃলোকের রাজা সোম আমার মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত আসুন।

দ্রষ্টব্য—১। মাধ্যন্দিন শাখার মন্ত্রটির চারিভাগ এই—(ক) আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাৎ, (খ) এমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে, (গ) আ মা গন্তাং পিতরামাতরা চ এবং (ঘ) আ মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ। ২। এমে=আ+ইমে ৩। আ-জগম্যাৎ, আ-গন্তম্, আ-গন্তাম্, আ-গম্যাৎ—এরূপ অন্বয় করিতে হইবে। ৪। (ক) জগম্যাৎ—জুহোত্যাদিগণীয় গম্-ধাতু বিধিলিঙ্ প্রথমপুরুষের একবচন। (খ) গন্তম্—অদাদিগণীয় গম্-ধাতু লোট্ মধ্যমপুরুষের দ্বিবচন। (গ) গন্তাম্—অদাদিগণীয় গম্ ধাতু লোট্ প্রথমপুরুষের দ্বিবচন। (ঘ) গম্যাৎ—অদাদিগণীয় গম্-ধাতু বিধিলিঙ্ প্রথমপুরুষের একবচন। (ঙ) গম্-ধাতু ভ্বাদিগণীয় কিন্তু এসবস্থলে ব্যত্যয়ে জুহোত্যাদিগণীয় ও অদাদিগণীয় হইয়াছে। ৫। দ্যাবাপৃথিবী—স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার দ্বিবচন। ঔ বিভক্তির লুক্ (লোপ) হইয়াছে। ৬। পিতরামাতরা—মাতা চ পিতা চ ইতি পিতরৌ, মাতাপিতরৌ, মাতরপিতরৌ। বেদে ইহাদের অতিরিক্ত 'পিতরামাতরা' এবং 'মাতরাপিতরা' ও-পাওয়া যায়। ৭। যুবম্—

'যুষ্মদ্' শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে ভাষাতে 'যুবাম্' হয়। বেদে 'যুবম্'-ও হয়। ৮। সোমো অমৃতত্বায়—ভাষাতে 'সোমোঽমৃতত্বায়' হইবে। 'এঙঃ পদান্তাদতি' এবং 'প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে'—সন্ধির এই দুইটি সূত্র দ্রষ্টব্য। সোমস্+অমৃতত্বায়=সোমর্ +অমৃতত্বায়=সোম উ+অমৃতত্বায়=সোমো+অমৃতত্বায়=সোমো অমৃতত্বায়। ভাষাতে কিন্তু 'সোমোঽমৃতত্বায়' হইবে। তুলনা কর—'বাজেঽবত'। বাজে+অবত=বাজেঽ-বত। এখানে অকারের পর 'ব' থাকাতে সন্ধি হইয়া গেল। ৯। মাধ্যন্দিন পাঠের চা=চ+আ। ১০। 'পিতরামাতরা' স্থলে 'নান্দীমুখ-পিতরামাতরা' বলিতে হইবে না।

পিতৃপুরুষগণকে প্রণাম

প্রণাম-মন্ত্র—

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতি-মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

অন্নপ্রতিপত্তি

'প্রতিপত্তি'-শব্দের অর্থ 'দান' বা 'সমর্পণ'।

পিতৃ-মাতৃ-মাতামহপক্ষের—মাতৃপক্ষের, পিতৃপক্ষের এবং মাতামহপক্ষের **অন্নপ্রতিপত্তি** একসঙ্গে করিতে হয়। একটি পাত্রে কিছু জল লইয়া তাহাতে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলনারায়ণায় নমঃ'—বলিয়া জলে নারায়ণের অর্চ্চনা করুন। তারপর মাতৃপক্ষের, পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের অন্নের পাত্রগুলি হইতে কিছু কিছু অন্ন লইয়া—

ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষা-মক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে

পাত্রীয়-মামান্নং সমর্পিত-মস্তু—

বলিয়া ঐ জলে দিতে হইবে।

দেবপক্ষের (অন্নপ্রতিপত্তি)—

ওঁ যয়োঃ শ্রাদ্ধং কৃতং তয়োরক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে

পাত্রীয়-মামান্নং জলনারায়ণে সমর্পিত-মস্তু—

বলিয়া ঐ জলে দিতে হইবে।

এইরূপ করিবার কারণ, জল নারায়ণতুল্য এবং মন্ত্রপাঠ করিয়া জলে অন্ন দিলে তাহা নারায়ণকে দেওয়া হইল।

পিণ্ডসমর্পণ

সকল পিণ্ড হইতে কিছু কিছু অন্ন লইয়া—

ওঁ পিণ্ডান্যপি সমর্পয়ামি

এই বাক্য বলিয়া শ্রাদ্ধকারী উহা ঐ জলে দিবেন। পরে

ওঁ পিণ্ডানি গয়াং গচ্ছত

বলিয়া পিণ্ডগুলিকে **গয়ার** দিকে ঠেলিয়া দিবেন।

পাত্রীয় অন্নের এবং পিণ্ডের যাহা বাকী থাকিবে তাহা কোনও ভাল ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে। ভাল ব্রাহ্মণের অভাব ঘটিলে, কুশগুলি বাদে তাহা কোনও জলাশয়ে ফেলিবেন। পিণ্ডের অন্ন গরুকেও খাওয়ান যায়। যেখানে যেরূপ রীতি তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে। [পিণ্ডান্যপি = পিণ্ডানি + অপি]

মূলপদ্ধতি—ততো ভবদ্ভ্যামহং কৃতার্থীকৃত [ঃ] ইতি প্রার্থয়েৎ। কৃতার্থো ভব ইতি ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ। ততো বেদাদিভির্যুতং ব্রাহ্মণমভ্যর্চ্চ্য প্রথমং মাতৃপক্ষাদিপাত্রং পশ্চাদ্দেবপাত্রঞ্চ প্রদদ্যাৎ।

ততঃ পাত্রাভাবে মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য ভূমৌ তোয়ং বিনিক্ষিপেৎ। পিণ্ডাংস্তু গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্ অগ্নৌ জলেঽপি বা। এবং পাত্রং পিণ্ডঞ্চ সমর্প্য অচ্ছিদ্রং কুর্য্যাৎ।

দীপাচ্ছাদন—অতঃপর দক্ষিণহস্ত দ্বারা দীপাচ্ছাদন করিবেন। কোনও মন্ত্র নাই।

কুশাঙ্গুরীয় ত্যাগ—তারপর কুশাঙ্গুরীয় ত্যাগ করিবেন।

সূর্য্যনমস্কার—(কৃতাঞ্জলি হইয়া)

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

অচ্ছিদ্রাবধারণ—শ্রাদ্ধকারী বলিবেন—

ওঁ কৃতৈতদাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

পুরোহিত—

ওঁ অস্তু।

যে কর্ম্ম করা হইল তাহা যে অচ্ছিদ্র (অর্থাৎ নির্দ্দোষ) হইয়াছে, সেই বিষয়ে অবধারণকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সম্মতি লইয়া নিশ্চয় করাকে) অচ্ছিদ্রাবধারণ বলে।

বৈগুণ্য-সমাধান

উপুড়-করা বামহাত দ্বারা স্পৃষ্ট উপুড়-করা ডানহাত কোশার জলের মধ্যে ধরিয়া বলিবেন—

'বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে

অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ (অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা) কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে'—

এই বলিয়া—

'ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদগু সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

—এই মন্ত্রটি মনে মনে পড়িয়া, ১০ বার 'ওঁ বিষ্ণুঃ' জপ করিতে হইবে।

অতঃপর (ইচ্ছা থাকিলে এবং সময়ে কুলাইলে) নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটি পড়িবেন—

(১) ওঁ অজ্ঞানাদ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥

[প্রচ্যবেতাধ্বরেষু = প্রচ্যবেত + অধ্বরেষু। অধ্বর = যজ্ঞ, (এখানে) শ্রাদ্ধ।]

(২) ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

তারপর বলিবেন—'ওঁ হরিঃ, ওঁ হরিঃ, ওঁ হরিঃ'।

তারপর এক গণ্ডূষ জল লইয়া

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥

—এই মন্ত্রটি পড়িয়া

এতৎকর্ম্ম ভগবান্নারায়ণচরণে সমর্পিত-মস্তু

—বলিয়া, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ঐ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন।

শান্তিকরণ

নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি পড়িতে পড়িতে পুরোহিত কোশা হইতে ত্রিপত্র দ্বারা (অথবা অধিবাসের ঘট নিকটে থাকিলে, তাহার উপরের আম্রপল্লব দ্বারা) যজমানের শরীরে জল ছিটাইয়া দিবেন—

(শান্তি)

১। **ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনো যজুঃ প্রপদ্যে,**
সাম প্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে।
বাগোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপানৌ ॥

[মা-বা-সং—৩৬।১, কা-বা-সং-উৎকল—৩৮।১]

২। **ওঁ যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো**
বাতিতৃণ্ণং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু।
শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ ॥

[মা-বা-সং—৩৬।২, কা-বা-সং-উৎকল—৩৮।২]

৩। **ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ,**
স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ।
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

[মা-বা-সং—২৫।১৯, কা-বা-সং-উৎকল—২৭।২৩]

৪। **ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।**

অনুবাদ—১। (আমি) ঋচং (ঋগ্বেদরূপ) বাচং (বাক্যের, বাক্‌শক্তির) (আশ্রয়) প্রপদ্যে (প্রার্থনা করিতেছি)। (সেইরূপ) মনো যজুঃ (যজুর্ব্বেদরূপ মনের, যজুর্ব্বেদরূপ মানসিক শক্তির) (আশ্রয়) প্রপদ্যে (প্রার্থনা করিতেছি)। (তদ্রূপ) সাম প্রাণং (সামবেদরূপ প্রাণের, সামবেদরূপ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের শক্তির) (আশ্রয়) প্রপদ্যে (প্রার্থনা করিতেছি)। চক্ষুঃ (দৃষ্টিশক্তি) শ্রোত্রং (শ্রবণশক্তি) (লাভের জন্য) প্রপদ্যে (প্রার্থনা করিতেছি)। বাক্ (বাক্) ওজঃ (শারীরিক তেজ) ওজঃ (মানসিক তেজ) প্রাণাপানৌ (নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্ষমতা) ময়ি (আমাতে) সহ (একত্র) (মিলিত হউক)।

অনুবাদ—২। মে (আমার) চক্ষুষঃ (চক্ষুর) হৃদয়স্য (হৃদয়ের) বা (এবং) মনসঃ (মনের) অতিতৃণ্ণং (পরহিংসা-চিন্তনাদিজনিত) যৎ (যে) ছিদ্রং (ন্যূনতা) (ঘটিয়াছে), বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি) মে (আমার) তৎ (তাহা, সেই ন্যূনতা) দধাতু (পূর্ণ করুন, দূর করুন)। ভুবনস্য (ভুবনের) যঃ (যিনি) পতিঃ (পতি) (তিনি) নঃ (আমাদের প্রতি) শং (শান্তিদায়ক) ভবতু (হউন)।

দ্রষ্টব্য—(১) জনন ও মরণাশৌচমধ্যে তিন বেলার কোন বেলাই বৈদিক সন্ধ্যা কর্ত্তব্য নহে। তৎপরিবর্ত্তে ১০ বার অথবা ১০৮ বার করিয়া প্রত্যেক বেলাতে গায়ত্রীর মানস জপ কর্ত্তব্য। উভয়প্রকার অশৌচ মধ্যেও কালী, তারা এবং ষোড়শী—এই তিনজন শক্তি-দেবতার পূজা করা যাইতে পারে। (২) আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ,

বারটি মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটি ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ—এই ষোলটি শ্রাদ্ধের পর বৈদিক সায়ংসন্ধ্যা নাই। (৩) একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধের পর বৈদিক সায়ংসন্ধ্যা আছে। (৪) পার্ব্বণশ্রাদ্ধের পর বৈদিক সায়ংসন্ধ্যা নাই। (৫) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের পর বৈদিক সায়ং-সন্ধ্যা আছে। (৬) তান্ত্রিক সায়ং-সন্ধ্যা কোনও দিনেই নিষিদ্ধ নহে। স্থানভেদে এইসব নিয়মের এক-আধ-টুকু ব্যতিক্রম থাকিতে পারে। সন্দেহস্থলে একজন অভিজ্ঞ পুরোহিতের নিকট হইতে নিয়ম জানিয়া নিতে হইবে।

পরিশিষ্ট—১

পার্ব্বণশ্রাদ্ধের ক্রমনির্দ্দেশক সূত্রসংগ্রহ।

কোনও কোনও স্থানে যজুর্ব্বেদীদিগের পার্ব্বণশ্রাদ্ধে কাজের ক্রম মনে রাখিবার জন্য পুরোহিতগণ 'কর্ম্মোপদেশিনী'-অবলম্বনে নিম্নলিখিত সূত্রসংগ্রহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা—

১ ২
স্নানসন্ধ্যাদিকং কৃত্বা পকান্নঞ্চ যথাবিধি।
৩
আসনানি চ সংস্থাপ্য দৈবাদিক্রমতঃ সুধীঃ ॥ ১ ॥
৪ ৫ ৬
কুরুক্ষেত্রং, ততো দানং, দানাচ্ছিদ্রং ততঃপরম্।
৭ ৮ ৯ ১০
পুনঃ কুরু, দ্বিজস্নানং, পাদ্যং, যজ্ঞেশ্বরার্চ্চনম্ ॥ ২
১১ ১২ ১৩
যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইতি, বাস্তু ভূস্বামিপূজনম্।

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
নিমন্ত্রণং, স্বাগতঞ্চ, পাত্তং, সিদ্ধং, ত্রিদেবতাম্ ॥ ৩ ॥
১৯,২০ ২১ ২২ ২৩
গায়ত্র্যনু, কুশোৎসর্গং, মৃজ্জলাবাহনে ততঃ।
২৪, ২৫ ২৬,২৭ ২৮ ২৯
অর্ঘ্যগন্ধাদিদানঞ্চ, পাত্রাগ্নৌ, পৃথিবী, ইদম্ ॥ ৪ ॥
৩০ ৩১ ৩২,৩৩ ৩৪
অপহতা, জলগণ্ডূষং, গায়ত্র্যন্নং, ততো মধু।
৩৫ ৩৬ ৩৭, ৩৮ ৩৯
রুচিস্তবং, সপ্ত ব্যাধা, অগ্নিদগ্ধাচমনং, জলম্ ॥ ৫ ॥
৪০ ৪১ ৪২
সব্যাহৃতিকাংগায়ত্রীং, তৃপ্তাঃ স্থ, শেষমন্নকম্।
৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬, ৪৭ ৪৮
নিহন্মি, মণ্ডলী, রেখা, নীব্য-বনেজনে, কুশাস্তরম্ ॥ ৬ ॥
৪৯ ৫০ ৫১ ৫২
পিণ্ডং, লেপভুজোঽত্রেতি, উদীচ্যাং শ্বাসধারণম্।
৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬
বসন্ত-শ্বাসমোক্ষঞ্চ, অমী, প্রত্যবনেজনম্ ॥ ৭ ॥
৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১
নীবীং, ষড়ঙ্গুলির্বাস, ঊর্জ্জং, পিণ্ডার্চ্চনং ততঃ।
৬২ ৬৩ ৬৪
পিণ্ডোত্তলনমাঘ্রাণং পিণ্ডস্থাপনমেব চ ॥ ৮ ॥
৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮
সুপ্রোক্ষিতং, শিবা আপোঽক্ষতাক্ষয্যদানকে।
৬৯ ৭০ ৭১ ৭২
অঘোরেতি চ, গোত্রন্নো, দাতারোঽথ, স্বধাং বচঃ ॥ ৯ ॥

৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬
পুনরূর্জ্জং, ন্যুব্জোত্তানং, দক্ষিণা, বিশ্ববাচনম্।
৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১
দেবতা, বাজ, আমেতি, নত্বা, পাত্রসমর্পণম্ ॥ ১০ ॥
৮২ ৮৩ ৮৪
অচ্ছিদ্রং, বিষ্ণুস্মরণং, দীপকাচ্ছাদনং ততঃ।
৮৫ ৮৬
শান্ত্যা-শীশ্চৈব যজুষাং ক্রম এষ উদাহৃতঃ ॥ ১১ ॥

সূত্র কয়টির ভাষা সর্ব্বত্র শুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলেও, এই কয়টি সূত্র মনে রাখিলে ক্রমসম্বন্ধে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। দুই-এক স্থলে পাঠান্তরও আছে। তাহার আলোচনা করিয়া বিশেষ লাভ হইবে না।

বক্তব্য—

(১) এখন পার্ব্বণে এবং আভ্যুদয়িকে পক্কান্নের ব্যবহার নাই। সুতরাং ২য় নম্বরের কার্য্য নিরর্থক।

(২) আভ্যুদয়িকে ৪, ৫, ৬, ১২, ১৩, ৩৫, ৩৬, ৪০ নাই।

(৩) ৭, ৮, ৯, ১০, ১১-এর ক্রম অন্যরূপ। যথা—৭, ১০, ১১, ৮, ৯।

(৪) গায়ত্র্যনু = গায়ত্রী + অনু = গায়ত্রীপাঠ + অনুজ্ঞা।

(৫) ৫৩, ৫৪, ৫৫ স্থলে 'কর্ম্মোপদেশিনী'র ক্রম—৫৩, ৫৫, ৫৪।

(৬) '৭২ স্বধা' স্থলে আভ্যুদয়িকে '৭২ পুষ্টি' হইবে।

পরিশিষ্ট—২

পিণ্ডাদি বিচার

শ্মশান-ঘাটে পিণ্ডদান।

(শবদাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে)

যজুর্ব্বেদীয় পদ্ধতিকার হলায়ুধ **'কর্ম্মোপদেশিনী'তে** লিখিয়াছেন—

ততো ব্রাহ্মণশ্চামপাত্রে **সিদ্ধান্নং** গৃহীত্বা শবমনুগচ্ছেৎ। অন্যশ্চ ব্রাহ্মণঃ পাকাগ্নিং গৃহীত্বা শবমনুগচ্ছেৎ। ততঃ কিয়দ্দূরে শবং সংস্থাপ্য অধ্বানং গত্বা আমপাত্রস্থমর্দ্ধং পথি ত্যজেৎ। **অর্দ্ধমন্নং চিতাপিণ্ডার্থং স্থাপয়িতব্যম্**। ততঃ শবং ভূমৌ সংস্থাপ্য নদীতীরং গত্বা তদভাবে জলসমীপং গত্বা শবদাহস্থানং গোময়েনোপলিপ্য চিতারচনং কৃত্বা কাষ্ঠাদিকমপি ব্রাহ্মণা নয়েয়ুঃ। অশক্তৌ চিতায়ামপি দহ্যুঃ।

ততশ্চিতায়াং বহুতরকুশং পাতয়িত্বা তস্যাং **শবমুত্তরশিরসং পুরুষমনুত্তানং স্ত্রিয়মুত্তানাং** কৃত্বা সপিণ্ডঃ সমারোপয়েৎ।

তথা চাদিপুরাণে—

সগোত্রজৈ-র্গৃহীত্বা তু চিতায়ামারোপ্যতে শবঃ।
অধোমুখো দক্ষিণাদিক্-চরণস্তু পুমানপি।

উত্তানদেহা তু নারী তু সপিণ্ডৈরপি বন্ধুভিঃ ॥

দক্ষিণাদিক্‌ চরণ ইত্যনেন উত্তরশিরস্কত্বমিত্যুক্তম্। ততঃ শবস্যোপরি বহুতরকুশান্‌ দত্ত্বা পূর্ব্বস্থিতেনান্নেন চিতাপিণ্ডং দদ্যাৎ।

('কর্ম্মোপদেশিনী'র 'ব্রাহ্মণ'-শব্দ দ্বিজাতিপর বুঝিতে হইবে)

(স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য)—

আমপাত্রেঽ**ন্নমাদায়** প্রেতমগ্নিপুরঃসরম্।
একোঽনুগচ্ছেত্তস্যার্দ্ধমর্দ্ধং পথ্যুৎসৃজেদ্ভুবি।
অর্দ্ধমাদহনংপ্রাপ্ত আসীনো দক্ষিণামুখঃ।
সব্যং জান্বাচ্য শনকৈঃ সতিলং পিণ্ডদানবৎ ॥
অথ পুত্রাদিরাপ্লুত্য কুর্য্যাদ্দারুচয়ং মহৎ।
তু প্রদেশে শুচৌ যুক্তে পশ্চাচ্চিত্যাদিলক্ষণম্।
তত্রোত্তানং নিপাত্যৈনং **দক্ষিণাশিরসং** মুখে।
আজ্যপূর্ণাং স্রুচং দদ্যাদ্ দক্ষিণাগ্রাং নসি স্রুবম্ ॥

[শুদ্ধিতত্ত্বোদ্ধৃত ছন্দোগপরিশিষ্ট,
বঙ্গবাসী-সংস্করণ— ৩০৪-৩০৫ পৃষ্ঠা]

ইহার উপর স্মার্ত্তের ভাষ্য—

(১) তস্যান্নস্যার্দ্ধং অর্দ্ধপথে ত্যজেৎ। তিলসহিতমপরমন্নার্দ্ধং পিণ্ডদানেতিকর্ত্তব্যতয়া উৎসৃজেদিত্যনুষঙ্গঃ।

(২) চিতায়াং দক্ষিণাশিরসম্ অধোমুখং **সামগং** পুমাংসং

ন্যসেৎ। ছন্দোগপরিশিষ্টেন দক্ষিণাশিরস্ত্বাভিধানাৎ। ননু যদি ছন্দোগপরিশিষ্টাৎ সামগানাং দক্ষিণাশিরস্ত্বং, তর্হি 'উত্তানদেহত্বং' কথং নাদ্রিয়তে,—উচ্যতে ? উত্তানদেহত্বস্য স্রুবাদিপাত্রন্যাসানুরোধিত্বেন তন্নিবৃত্তৌ তন্নিবৃত্তির্যুক্তা দক্ষিণাশিরস্ত্বস্য তু বাচনিকত্বাদ্ নিরগ্নিবিষয়ত্বমপি। নার্য্যাস্তু উত্তানদেহত্বম্। যথাদিপুরাণম্,—

' সগোত্রজৈর্গৃহীত্বা তু চিতামারোপ্যতে শবঃ।
অধোমুখো দক্ষিণাদিচরণস্তু পুমানিতি।
উত্তানদেহা নারী তু সপিণ্ডৈরপি বন্ধুভিঃ॥ '

'দক্ষিণাচরণ' ইত্যনেন উত্তরশিরস্ত্বং যত্তৎ সামগেতরপরম্। হারলতাপ্যেবম্।

সুতরাং শ্মশান-ঘাটে পিণ্ডদানে দ্বিজাতিগণ পক্কান্নই ব্যবহার করিবেন।

পূরকপিণ্ডদান

(পূরকপিণ্ডদান—'কর্ম্মোপদেশিনী')—

ততস্তিলমধুঘৃতমিশ্রিতং **তপ্তপিণ্ডং** দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা ওঁ অমুকগোত্রস্যামুকপ্রেতস্য এতৎ প্রথমপিণ্ডং শিরঃপূরকমুপতিষ্ঠতাম্— ইতি কুশোপরি দদ্যাৎ। ইত্যাদি।

(পূরকপিণ্ডদান—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য)—

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ‘শুদ্ধিতত্ত্বে’ পূরকপিণ্ডদান-প্রসঙ্গে আদিপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ততশ্চোত্তরপূর্ব্বস্যামগ্নিং **প্রজ্বালয়েদ্দিশি।**

তণ্ডুল-প্রস্থতি তত্র প্রক্ষাল্য তু, **পচেৎ স্বয়ম্॥**

[‘শুদ্ধিতত্ত্বে’ উদ্ধৃত আদিপুরাণীয় বচন,

৩৭৫ পৃষ্ঠা—বঙ্গবাসী-সংস্করণ।]

এখানে ‘তণ্ডুল-প্রস্থতি’=এক অঞ্জলি-পরিমিত তণ্ডুল।

(পূরকপিণ্ডদানে ‘পিতৃদয়িতা’)

ততস্তিলমধুঘৃতদধিমিশ্রং **তপ্তমেব পিণ্ডং গৃহীত্বা** ওম্ অদ্যামুকসগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ এতৎ প্রথমং পিণ্ডং পূরকম্। ইত্যবনেজনস্থানে দদ্যাৎ। ইত্যাদি

[অনিরুদ্ধভট্টের ‘পিতৃদয়িতা’—৮০ পৃষ্ঠা,

কলিকাতা-সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ।]

সুতরাং দ্বিজাতিগণ পক্বান্নদ্বারাই পূরকপিণ্ড দিবেন।

শ্রাদ্ধে পিণ্ডাদিদান

শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ‘শ্রাদ্ধতত্ত্বে’ লিখিয়াছেন—

আপদ্যনগ্নৌ তীর্থে চ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা।

আমশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যং, **শূদ্রেণ তু সদৈবহি॥**

['শ্রাদ্ধতত্ত্বে' উদ্ধৃত প্রচেতার বচন,
১৬২ পৃষ্ঠা - বঙ্গবাসী-সংস্করণ।]

এই বচনের 'অনগ্নৌ'-শব্দের অর্থ—'অগ্নি না থাকিলে', অর্থাৎ নিরগ্নির পক্ষে। 'অগ্নি' দ্বারা সাগ্নিকের অগ্নিই বুঝিতে হইবে। এখন সাগ্নিক দ্বিজ নাই। সকল দ্বিজই আমশ্রাদ্ধ করিবেন অর্থৎ কেবল আমান্ন (আতপ চাউল) ব্যবহার করিবেন। শূদ্রগণ সকল অবস্থাতেই শ্রাদ্ধে আমান্ন ব্যবহার করিবেন। এই বচনের বলেই দ্বিজাতি ও শূদ্র সকলেই এখন আমান্ন দ্বারা পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এবং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহার বলেই শূদ্রগণ শ্মশানঘাটের পিণ্ডে এবং পূরকপিণ্ডে পক্কান্ন ব্যবহার করেন না। এই কারণেই শূদ্রগণ সকল শ্রাদ্ধেই শুধু আমান্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

দ্বিজগণের পক্ষে এই ব্যতিক্রম—

১। সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
পক্কান্নেনৈব কার্য্যানি সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ॥

[রঘুনন্দনোদ্ধৃত লঘুহারীতের বচন,
শ্রাদ্ধতত্ত্ব, ৪৪৬ পৃষ্ঠা, বঙ্গবাসী-সংস্করণ।]

২। সপিণ্ডীকরণ-পর্য্যন্তং প্রেতশ্রাদ্ধং সর্ব্বথা **পক্কানেনৈব কর্ত্তব্যমিতি**।

তদুক্তং ব্যাসেন—

সপিণ্ডীকরণান্তং বৈ শ্রাদ্ধং প্রেতস্য তৃপ্তিদম্।
পক্কান্নেনৈব কর্ত্তব্যং সর্ব্বথৈব দ্বিজোত্তমৈঃ॥ ইতিবচনাৎ।

'কর্ম্মোপদেশিনী'তে উদ্ধৃত ব্যাসবচন।

সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ এই—

(১) আদ্যশ্রাদ্ধ, (২) প্রথম মাসিক শ্রাদ্ধ, (৩) দ্বিতীয় মাসিক শ্রাদ্ধ, (৪) তৃতীয় মাসিক শ্রাদ্ধ, (৫) চতুর্থ মাসিক শ্রাদ্ধ, (৬) পঞ্চম মাসিক শ্রাদ্ধ, (৭) প্রথম ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ, (৮) ষষ্ঠ মাসিক শ্রাদ্ধ, (৯) সপ্তম মাসিক শ্রাদ্ধ, (১০) অষ্টম মাসিক শ্রাদ্ধ, (১১) নবম মাসিক শ্রাদ্ধ, (১২) দশম মাসিক শ্রাদ্ধ, (১৩) একাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ, (১৪) দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ, (১৫) দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ, (১৬) সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ।

এই সকল শ্রাদ্ধে পাত্রে এবং পিণ্ডে দ্বিজাতিগণ পক্কান্ন ব্যবহার করিবেন। কখন কখন মৃত্যুতিথি হইতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে (প্রথম মাস এবং শেষ মাস ব্যতীত) মলমাস পড়িলে, সেই মাসে পক্কান্ন দ্বারা অতিরিক্ত একটি শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

সপিণ্ডীকরণের পরবর্ত্তি-একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধসমূহ—

একোদ্দিষ্টন্তু কর্ত্তব্যং পাকেনৈব সদা স্বয়ম্।
অভাবে পাকপাত্রাণাং তদহঃ সমুপোষণম্॥

(রঘুনন্দনোদ্ধৃত 'শ্রাদ্ধচিন্তামণি'-পুস্তকের লঘুহারীতের বচন। শ্রাদ্ধতত্ত্ব—৫৪৭ পৃষ্ঠা, বঙ্গবাসী-সংস্করণ।)

এখানে 'পাকপাত্র' শব্দের অর্থ 'পাকসামগ্রী'।

সুতরাং এই সকল একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধেও দ্বিজাতিগণ পক্বান্ন ব্যবহার করিবেন। এইরূপ শ্রাদ্ধকে আমরা সাধারণতঃ **একোদ্দিষ্ট-বিধিকশ্রাদ্ধ** বলি।

পরিশিষ্ট—৩

ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয় পূজা

নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের **পূর্ব্বেই** সাধারণতঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহা মনে রাখিয়া আমরা পদ্ধতি লিখিয়াছি। সংস্কার-কার্য্যের অঙ্গ **আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয় পূজা** করিয়া নিতে হয়। তাদৃশ পূজাকে **অধিবাস** বা **অধিবাসন** বলা হয়। পূজার সময় কর্ত্তা (শ্রাদ্ধকারী পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবেন।

সংক্ষেপে এই কার্য্যের পদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি। ক্রম, যথা—

(১) আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, (২) স্বস্তিবাচন, স্বস্তিসূক্তপাঠ, (৩) সাক্ষ্যসূক্তপাঠ, (৪) বিঘ্ননাশ প্রভৃতির অর্চ্চনা, (৫)

সংকল্প, সংকল্পসূক্তপাঠ, (৬) সূর্য্যার্ঘ্যদান, (৭) ঘটস্থাপন, (৮) ঘটে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়পূজা, (৯) অধিবাস বা অধিবাসের কাজ, (১০) দক্ষিণা, (১১) বিসর্জ্জন, (১২) অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং শান্তি।

সঙ্কল্পবাক্য—বিষ্ণুরোঁ। তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ (অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-শর্ম্মা) গণপত্যাদিসহিত-ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়পূজাপূর্ব্বকং মদীয়ামুক-পুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাঙ্গম্ অধিবাসনমহং করিষ্যে।

দ্রষ্টব্য—পিতা জীবিত **না** থাকিলে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে **সংস্কার্য্যের** (অর্থাৎ যাহার সংস্কার হইবে তাহারই) **অধিকার জন্মে।** সুতরাং তিনি **নিজেই** করুন, **অথবা প্রতিনিধি** দ্বারাই করা'ন, তাঁহারই (**সংস্কার্য্যেরই**) **মাতৃপক্ষ, পিতৃপক্ষ এবং মাতামহপক্ষের উল্লেখ করিতে হইবে।** পুত্রের **দ্বিতীয় বারাদি বিবাহে পিতার** আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে অধিকার **নাই** (অর্থাৎ তিনি কর্ত্তা নহেন)। এরূপস্থলে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ করিতেই হইবে এবং তাহাতে, **পিতা জীবিত থাকিলেও, পুত্রের মাতৃপক্ষাদিরই** উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রতিনিধি কাজ করিলে বাক্য—বিষ্ণুরোঁ। তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে (অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা) গণপত্যাদিসহিত-

ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়পূজাপূর্ব্বকম্ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ অমুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ (কন্যা হইলে—অমুক-কন্যায়াঃ শ্রীঅমুকী-দেব্যাঃ) শুভামুককর্ম্মাঙ্গম্ অধিবাসন-মহং করিষ্যামি।

পিতা জীবিত থাকিলে, এবং তিনি **কর্ত্তা না হইলে**, অথবা পিতা জীবিত **না** থাকিলে, **প্রতিনিধি পক্ষে বাক্য**—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক্যাং তিথৌ (অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা) গণপত্যাদিসহিত-ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়পূজা-পূর্ব্বকম্ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ (কন্যা হইলে—অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী-দেব্যাঃ) শুভামুককর্ম্মাঙ্গম্ অধিবাসনমহং করিষ্যামি।

ঘটস্থাপনের মন্ত্রসমূহ—

১। (ভূমি) ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী।
পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃগুঁহ, পৃথিবীং মাং হিগুঁসীঃ॥
[মা- বা-সং—১৩।১৮]

২। (ধান্য) ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞম্।
ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥
[কা-বা-সং-চৌখাম্বা—১।৭।৩, কা-বা-সং-উৎকল—১।৩৩]

৩। (ঘট) ওঁ আ জিঘ্র কলসং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ।
পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং
ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বিশতাদ্ রয়িঃ॥
[মা-বা-সং—৮।৪২)

৪। (ঘটের জল) ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভন-মসি। বরুণস্য স্কম্ভ-
সর্জ্জনী স্থঃ।

বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদন-মসি।

বরুণস্য ঋতসদন-মাসীদ।

(মা-বা-সং— ৪।৩৬)

৫। (পল্লব) ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ
সমদো জয়েম।

ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো
জয়েম॥

[মা-বা-সং—২৯।৩৯]

৬। (ফল) ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ
পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতা-স্তা নো মুঞ্চন্ত্বগুঁহসঃ॥

[মা-বা-সং—১২।৮৯]

৭। (ঘটাচ্ছাদন) ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ,
স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।
তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি,
সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।

[ঋগ্বেদ—৩।৮।৪]

৮। (সিন্দূর) ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো,
বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ।
ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী,
কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ ॥

[মা-বা-সং—১৭।৯৫]

৯। (পুষ্প) ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা-বহোবাত্রে পার্শ্বে,
নক্ষত্রাণি রূপ-মশ্বিনৌ ব্যাত্তম্।
ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ, সর্ব্বলোকস্ম ইষাণ ॥

[মা-বা-সং—৩১।২২]

১০। (দূর্ব্বা) ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃপরুষস্পরি।
এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ ॥

[মা-বা-সং—১৩।২০]

১১। (স্থিরীকরণ) ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ, আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্।
পৃথুর্ভব সুষদ,-স্তমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥

[মা-বা-সং—১১।৪৪]

১২। (কৃতাঞ্জলি) ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেব সমন্বিতম্।
ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ॥

ষষ্ঠীর ধ্যান

ওঁ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্॥
পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
অঙ্কার্পিতস্থুতাং ষষ্ঠী-মম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥

পূজা-মন্ত্র—ওঁ ষষ্ঠী-দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—ষং।

আবাহন—ওঁ ষষ্ঠী-দেবি........। বাহন—মার্জ্জার।

জপের মন্ত্র—ওঁ ষষ্ঠী দেব্যৈ নমঃ।

প্রণাম-মন্ত্র—ওঁ জয় দেবি জগন্মাত-র্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠি দেবিকে॥

মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান

ওঁ দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং স্থবৃদ্ধং চিরজীবিনম্।
দণ্ডাক্ষসূত্রহস্তঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং বিচিন্তয়েৎ॥

পূজা-মন্ত্র—ওঁ মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ। বীজমন্ত্র—মাং।

আবাহনে—ওঁ মার্কণ্ডেয়······।

জপের মন্ত্র—ওঁ মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ।

প্রার্থনা-মন্ত্র

ওঁ চীরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে।
রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা॥
মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সোমবংশসমুদ্ভব।
মহাতপা মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নমোঽস্তু তে॥

প্রণাম-মন্ত্র

ওঁ আয়ুঃপ্রদ মহাভাগ সোমবংশসমুদ্ভব।
মহাতপো মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নমোঽস্তু তে॥

ষোড়শোপচার—

(১) আসন, (২) স্বাগত, (৩) পাদ্য, (৪) অর্ঘ্য, (৫) আচমনীয়, (৬) মধুপর্ক, (৭) আচমনীয়, (৭।ক) অতিরিক্ত আচমনীয়, (৮) স্নানীয় জল, (৯) বস্ত্র, (৯।ক) অতিরিক্ত আচমনীয়, (১০) আভরণ, (১১) গন্ধ, (১২) পুষ্প, (১৩, ধূপ, (১৪) দীপ, (১৫) নৈবেদ্য, (১৬) পানার্থ জল, (১৬।ক) অতিরিক্ত আচমনীয় এবং (১৬।খ) তাম্বূল।

দুইটি উপচার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। **স্ত্রীদেবতাকে** দীপের পর **নেত্রাঞ্জন** ও **সিন্দূর** দিতে হয়।

প্রশস্তিপাত্র

একটি চিত্রিত শূর্পে অর্থাৎ কুলাতে পশ্চাৎ উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ সাজাইয়া দিতে হয়। এইরূপ কুলাকে **প্রশস্তিপাত্র** বলে। দ্রব্যতালিকা—(১) মহী, (২) গন্ধ (৩) শিলা, (৪) ধান্য, (৫) দূর্ব্বা, (৬) পুষ্প, (৭) ফল, (৮) দধি, (৯) ঘৃত, (১০) স্বস্তিক (পিটুলি), (১১) সিন্দূর, (১২) শঙ্খ, (১৩) কজ্জল, (১৪) রোচনা (অভাবে

হলুদ), (১৫) সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), (১৬) কাঞ্চন, (১৭) রৌপ্য, (১৮) তাম্র, (১৯) চামর, (২০) দর্পণ, (২১) দীপ এবং (২২) সূত্র।

এই দ্রব্যের তালিকা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যে পরিবারে যেরূপ রীতি প্রচলিত তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে। অনেক স্থানে **বরাহদন্ত** একটি দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

সংস্কার্য্যকে নিজের বামদিকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া এক-একটি দ্রব্য লইয়া প্রত্যেকবার **বিশেষ বিশেষ** মন্ত্র পড়িয়া ঘটে ছোঁয়াইয়া পরে সংস্কার্য্যের কপালে ছোঁয়াইতে হইবে। প্রকার—'অনয়া মহ্যা মদীয়ামুকপুত্রস্য শ্রীঅমুকশর্ম্মণঃ শুভাদিবাসনমস্তু' ইত্যাদি।

যদিও প্রত্যেকটি দ্রব্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র আছে, তাহা বড় কেহ পাঠ করেন না। মন্ত্রগুলির পরিবর্ত্তে প্রায় সকলেই **গায়ত্রী** পাঠ করিয়া থাকেন।

পরিশিষ্ট—৪

মতান্তরে স্বস্তিসূক্ত—

(১) ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ,
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ,
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥

(২) ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে।
প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে।
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে।
বসো মম।

[কা-বা-সং-উৎকল—২৫।২১, মা-বা-সং—২৩।১৯

(৩) ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

পরিশিষ্ট—৫

মাস-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

এই পদ্ধতিতে আমরা সর্ব্বত্র সৌরমাস ব্যবহার করিয়াছি। **নামকরণ**, **অন্নপ্রাশন**, **চূড়া**, **উপনয়ন**, **বিবাহ**—এই কয়টি কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা এই পদ্ধতি লিখিয়াছি। এই সকল কার্য্যকে **সংস্কারকার্য্য** বলা হয়। সংস্কারকার্য্যের পূর্ব্বে প্রথমতঃ **অধিবাস** (ষষ্ঠী এবং মার্কণ্ডেয়-পূজা) এবং **আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ** করিয়া নিতে হয়। সংস্কারকার্য্যে **সৌরমাসের** উল্লেখ করিতে হয়। এইজন্য সংস্কারকার্য্যের অঙ্গ **অধিবাস** এবং **আভ্যুদয়িকেও** **সৌরমাসের** উল্লেখ করিতে হয়।

বাস্তুযাগ করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে তাহার অঙ্গরূপে **আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ** করিতে **হয়,** কিন্তু **অধিবাস** করিতে হয় **না**। বাস্তুযাগে **মুখ্যচান্দ্রমাসের** উল্লেখ করিতে হয়। এইজন্য তাহার অঙ্গ **আভ্যুদয়িকেও মুখ্যচান্দ্রমাসের** উল্লেখ করিতে হয়।

সাধারণতঃ কার্য্যভেদে আমরা **তিনপ্রকার** মাসের উল্লেখ করিয়া থাকি। যথা—**সৌরমাস, মুখ্যচান্দ্রমাস, গৌণ-চান্দ্রমাস**।

সংস্কারকার্য্যে এবং **তান্ত্রিককার্য্যে সৌরমাসের** উল্লেখ করিতে হয়। সূর্য্যের এক রাশিতে প্রবেশ হইতে অন্য রাশিতে যাওয়া পর্য্যন্ত তাহার যে সময়ের আবশ্যক হয়, সেই সময়কে এক **সৌরমাস** বলে।

যে সকল কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে করিতে হয়, সেই সকল কার্য্যে **মুখ্যচান্দ্রমাসের** উল্লেখ করিতে হয়। যথা—**আদ্যশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ** ইত্যাদি। এক অমাবস্যা হইতে পরবর্ত্তি-অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময়কে এক **মুখ্যচান্দ্রমাস** বলে। মুখ্যচান্দ্রমাসের **প্রথমভাগ শুক্লপক্ষ** এবং **দ্বিতীয় ভাগ কৃষ্ণপক্ষ**।

যে সকল কার্য্য সকল লোকে এক তিথিতে করিয়া থাকে, সেই সকল কার্য্যে গৌণচান্দ্রমাসের উল্লেখ করিতে হয়। যথা—দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা ইত্যাদি। এক পূর্ণিমা হইতে পরবর্ত্তী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়কে এক **গৌণচান্দ্র-মাস** বলে। গৌণচান্দ্রমাসের **প্রথমভাগ কৃষ্ণপক্ষ** এবং **দ্বিতীয়ভাগ শুক্লপক্ষ**।

সমাপ্ত।